জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কাব্য (আল গাযালিয়াত) ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য

উপস্থাপিত থিসিস

448595

গবেষক

মোঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়।

Dhaka University Library
448595

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

প্রফেসর ও চেয়রম্যান, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়।

নভেম্বর, ২০০৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব মোঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কাব্য (আল গাযালিয়াত) ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট" শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা থিসিসটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করেছি।

448595

২১/১২/০৭

(ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কাব্য (আল গাযালিয়াত) ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট" শীর্ষক আমার বর্তমান এম.ফিল. গবেষণা থিসিসের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটা আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

448595

তাং ১৭/১১/২০০৯

(মোঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী)
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

''জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কাব্য (আল গাযালিয়াত) ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট'' শীর্ষক এ গবেষণা কর্মটি এম.ফিল. প্রোগ্রামের অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী বিভাগের একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে আমি এটা রচনা করার অনুমতি প্রাপ্ত হই। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বিষয়টির উপর প্রচুর তথ্যাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়ে পর্যালোচনার আসরকে সার্থক করে তা এক মোহিনী-অবয়বে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রাচীন ও আধুনিক বহু 'আরবী গবেষকের গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ ও তথ্যবহুল লিখনী থেকে সাহায্য নিয়েছি, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর প্রতি, যিনি আমার গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, বইপুস্তক, সাহিত্য-সাময়িকী, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংগ্রহক্রমে অভিসন্দর্ভটিকে অর্থবহ করে তুলতে আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের দৃষ্টিতে এই গবেষণাকর্মটি শিল্পমান সমৃদ্ধ বলে সমাদৃত হলে এর সকল কৃতিত্ব হবে আমার মান্যবর তত্ত্বাবধায়কেরই। কারণ তাঁর মহামূল্যবান পরামর্শ, রচনাপদ্ধতি ও দিকনির্দেশনার সার্বিক প্রতিবিম্বায়নে তা কাগজ-পৃষ্ঠে সুশোভিত হয়েছে। তাঁর শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করে তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে গবেষণা পত্রটিকে গ্রহণযোগ্য মানে উন্নীত করার প্রেরণা যুগিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। অতঃপর আমি আমার সকল মুহ্তারাম শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি- বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় প্রচুর সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করেছি, তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতার্থ। এঁদের মধ্যে জনাব ড. মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ড. আব্দুল মালিক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ড. মোস্তাক মোহাম্মদ মোনাওয়ার আলী, সহযোগী অধ্যাপক, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদা জনাব হাফিয মাওলানা জিল্লুর রহমান, ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস, সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট এর কাছ থেকে অনেক উৎসাহ পেয়েছি। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মোঃ আব্দুর রহীম, প্রাক্তন প্রভাষক, ঝিঙ্গাবাড়ী ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা এবং আমার মুহতারামাহ মাতা এর কাছ থেকে ও এ ব্যাপারে অনেক উৎসাহ পেয়েছি। সিলেটের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ফতেহপুর কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ হযরত মাওলানা শামসুদ্দোহা এর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। ফলে আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আমার এ থিসিস রচনায় আরও দু'জন বিশিষ্ট গবেষক ও সুযোগ্য আলেমে দ্বীন ড. দাউদ আহমদ, মুহাদ্দিস ফতেহপুর কামিল মাদ্রাসা ও ড. ইব্রাহীম আলী আমাকে পরামর্শ ও উপাত্ত সংগ্রহ করে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অতএব আমি তাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার ছোট ভাই মুস্তাফীজুর রহমান সহ যারা আমার এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সকলের চেষ্টাকে আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন, আমীন।

মোঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ----------১০-১২

প্রথম অধ্যায় : ----------১৪-৭০

(ক) 'আরবী সাহিত্যের যুগ বিভক্তি ----------১৪

(খ) জাহিলী যুগের বিশেষ বিবরণ----------১৬

☆ পরিচয় ----------১৬

☆ সময়সীমা ----------১৭

☆ অবস্থা সমূহ : ----------২০

সামাজিক অবস্থা ----------২০

রাজনৈতিক অবস্থা----------২৬

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা----------২৮

ধর্মীয় অবস্থা----------৩০

চারিত্রিক ও স্বভাবজাত অবস্থা ----------৩৬

অর্থনৈতিক অবস্থা ----------৩৭

(গ) 'আরবী কবিতার পরিচয়----------৩৮

☆ কবিতার পরিচয়----------৩৮

☆ কবিতার প্রকারভেদ ----------৪৩

☆ 'আরবী কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ----------৫৪

☆ 'আরবী কবিতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ও তার অপনোদন-----৫৮

☆ 'আরবী কবিতার উৎস----------৬০

☆ 'আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ----------৬৩

শব্দগত বৈশিষ্ট্য----------৬৩

অর্থগত বৈশিষ্ট্য----------৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'আরবী কবিতায় গাযলিয়াত বা প্রণয় কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ----------৭১-৭৩

তৃতীয় অধ্যায় : জাহিলী যুগের গাযলিয়াত রচনাকারী কবি গোষ্ঠী :----------৭৫-১৩৩

☆ শানফারা আল আযদী ----------৭৫

☆ মুহালহিল ইবনে রবী'আহ ----------৭৭

☆ ইম্রাউল ক্বায়স ----------৮০

☆ আল-মুরাক্কাশ আল-আকবার----------৮৫

☆ 'আবীদ ইবনুল আবরাছ----------৮৮

☆ 'আল্কামাহ ইবনে 'আব্দাহ ----------৯১

Dhaka University Institutional Repository

☆ ত্বরফাহ ইবনে 'আব্দিল বকরী---------- ৯৩
☆ আল মুরাক্কাশ আল-আছগার---------- ৯৮
☆ হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ আল-ইয়াশকুরী----------৯৯
☆ মুস.ায়্যাব ইবনে 'আলাস----------১০২
☆ আল মুসাক্কাব আল-'আব্দী ----------১০৩
☆ বিশর ইবনে আবী খাযি.ম আল আস.াদী----------১০৪
☆ 'আমর ইবনে কুলসুম----------১০৭
☆ নাবিঘাহ যুবইয়ানী----------১১০
☆ হাতিম তাঈ----------১১৩
☆ যুহায়র বিন আবী সু.লমা----------১১৫
☆ 'আন্তারাহ ইবনে শাদ্দাদ----------১২০
☆ আল আ'শা মায়মূন ইবনে ক্বায়েস----------১২৫
☆ লাবীদ ইবনে রাবী'য়াহ (রা.) ----------১২৯

৪র্থ অধ্যায় : জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয় কাব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : ----------১৪১-২০৩

১। অর্থগত বৈশিষ্ট্য : ----------১৪৩-১৮৭
(ক) স্থান ----------১৪৪
(খ) কাল ----------১৫৮
(গ) আবেগ ----------১৬৫
(ঘ) উপভোগ ----------১৬৮
(ঙ) সততা ----------১৮৪
(চ) গভীর অনুভূতি ও উপস্থিত বাকশক্তি ----------১৮৫
(ছ) দুঃসাহসিকতা ----------১৮৬
(জ) স্পষ্টতা ----------১৮৭

২। শব্দগত বৈশিষ্ট্য :----------১৮৭-২০৩
(ক) কাব্যিক চিত্র ----------১৮৭
(খ) সুরের ঝংকার ----------১৯৩
(গ) শৈল্পিক চিত্রায়ন ----------১৯৪
☆ কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্প ----------১৯৪
☆ শব্দ ভান্ডারের ক্ষেত্রে শিল্প ----------১৯৫
☆ পথের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিল্প ----------১৯৫
☆ নারীর বর্ণনার ক্ষেত্রে শিল্প ----------১৯৭
(ঘ) বর্ণনা রীতি ----------১৯৮

সহায়ক গ্রন্থাবলী :----------২০৫-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রে 'আরবী হুরুফ(বর্ণমালা) ও হ্বারাকাত (স্বরচিহ্ন) সমূহের বাংলা প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি :

হুরুফ (বর্ণমালা)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	উচ্চারণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	উচ্চারণ
أَ	আ	হামযা.হ (উপরে য.বর)	ص	ছ	ছোয়াদ
أِ	ই	হামযা.হ (নীচে যের)	ض	দ্ব	দ্বোয়াদ
أُ	উ	হামযা.হ (উপরে পেশ)	ط	ত্ব	তোয়া
ا	অ	আলিফ	ظ	য:	যে:য়া
ب	ব	বা	ع	'উল্টো কমা	'আইন
ت	ত	তা	غ	গ/ঘ	গাইন
ث	স	সা	ف	ফ	ফা
ج	জ	জীম	ق	ক্ব	ক্বাফ
ح	হ্	হ্বা	ك	ক	কাফ
خ	খ	খা	ل	ল	লাম
د	দ	দাল	م	ম	মীম
ذ	য	যাল	ن	ন	নূন
ر	র	রা	و	ওয়া/ভ	ওয়াও
ز	য.	য.া	ه	হ	হা
س	স	সীন	ء	' (কমা)	হামযা.হ
ش	শ	শীন	ي	য়	ইয়া

Dhaka University Institutional Repository

হারাকাত (স্বরবর্ণ)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	উচ্চারণ
ـَ	আ/া	যবর
ـِ	ই/ি	যের
ـُ	উ/ু	পেশ
اْ + ـَ	আ/া	আলিফ সাকিন ডানে যবর
يْ + ـِ	ঈ/ী	ইয়া সাকিন ডানে যের
وْ + ـُ	ঊ/ূ	ওয়াও সাকিন ডানে পেশ
وْ	ও	ওয়াও সকিন
ـً	আন্	দুই যবর
ـٍ	ইন্	দুই যের
ـٌ	উন্	দুই পেশ
ـْ	্(হস্ চিহ্ন)	সাকিন
ـّ	্য/দ্বিত বর্ণ	তাশদিদ

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কাব্য (আল গাযালিয়াত) ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট

ভূমিকা : পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট জীব হতে যে সকল কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো, মানুষ কথা বলতে পারে; এটা মানুষের জন্য অনেক বড় নি'মত(نعمة) আল্লাহ তা'আলা এ নি'মতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, خلق الانسان و علمه البيان (মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে, অতঃপর তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।)(১) আবার মানুষের কথা বলার শক্তি যখন সুন্দর ও সুনিপুণ হয়, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হয়, অলঙ্কারের সৌন্দর্যে সৌন্দর্য মন্ডিত হয়, তখন এর মর্যাদা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়; এটা হয়ে থাকে সাহিত্যিকদের মাধ্যমে। সাহিত্যিকগণ স্বীয় চিন্তাধারাকে নিখুতভাবে সাজিয়ে, কবিতা বা প্রবন্ধের আকারে উপস্থাপন করে সমাজ ও জাতির চিত্রকে চির ভাস্কর এবং চির অম্লান করে তোলেন। আর এটার নামই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,"অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষায়, নিজের জিনিষকে বিশ্ব মানবের, ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"(২)

সাহিত্য শব্দের 'আরবী হচ্ছে أدب-এর আভিধাকি অর্থ, تهذيب বা সভ্যতা সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, good manners, literature, (৩)এ শব্দটির ব্যবহার জাহিলী যুগ থেকে চলে আসছে। কিন্তু যুগে-যুগে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে অবশেষে সাহিত্য অর্থে ব্যবহার হচ্ছে, নিম্নে এ সম্পর্কে যুগ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

জাহিলী যুগে আদব (أدب) শব্দটি খাবারের প্রতি আহ্বান অর্থে ব্যবহৃত হতো। কবি ত্বরফাহ ইবনে 'আব্দিল বক্‌রী এ অর্থে ব্যবহার করেছেন, কবি বলেন,

نحن فى المشتاة ندعوا الجفلى + لا ترى الآدب فينا ينتقر .

(আমরা দুর্ভিক্ষের মধ্যেও সবাইকে ব্যাপকভাবে দাওয়াত করি, আপনি দাওয়াতকারীকে খুটিয়ে-খুটিয়ে দাওয়াত করতে দেখবেন না)

ইসলামী যুগে এসে শব্দটি ব্যবহৃত হয় চারিত্রিক বা নৈতিক শিক্ষা অর্থে। রাসূ.ল (দঃ) ইরশাদ করেন, أدبنى ربى فأحسن تأدبى (আমার প্রভূ আমাকে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব, আমার নৈতিক শিক্ষা কতইনা উত্তম।)

উমায়্যাহ যুগে এ শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এটুকু বড় পরিসরে। এ যুগের খলীফাগণ তাদের সন্তানাদিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে সকল শিক্ষক নিয়োগ করতেন, তাদেরকে বলা হতো

Dhaka University Institutional Repository

مؤدب (মু'য়াদ্দিব)। এ সকল মু'য়াদ্দিবগণ যা শিক্ষা দিতেন তার মধ্যে প্রধানত ছিল- কবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, সংস্কৃতি। পরবর্তীতে এর অধীনে ফিক্বহ, হ্বাদীস এবং তাফসীরও অন্তর্ভুক্ত হয়।

'আব্বাসীয় আমলে أدب শব্দটির অন্তর্ভুক্ত হয় প্রজ্ঞামূলক কথা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী। ইবনুল মুক্বাফ্ফা এর দুইটি পুস্তিকা الأدب الصغير (আল-'আদাবুছ ছাগীর) এবং الأدب الكبير (আল-'আদাবুল কাবীর) এর মধ্যে আলোচিত বিষয় এ প্রমাণ বহন করে। এভাবে প্রমাণ বহন করে কবি আবু তাম্মাম ও ইমাম বোখারী (র.) এর নামকরণে, আবু তাম্মাম তার নির্বাচিত কবিতার দিওয়ানুল হ্বামাস.াহ নামক অধ্যায় এর ৩য় অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, বাবুল 'আদাব; আর ইমাম বোখারী (র.) তার এক কিতাবের নাম দিয়েছেন, কিতাবুল 'আদাব।(৪)

এভাবে পরবর্তীতে ইবনে খালদূনের (মৃ. ৮০৮ হি.) উক্তিতেও এমন ব্যবহার সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি তার مقدمة ابن خلدون গ্রন্থে বলেন, (৫)

الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف.

('আদাব হচ্ছে 'আরবদের কবিতা, ইতিহাস মুখস্তকরণ এক হিসেবে সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করার নামই হচ্ছে 'আদব।)

বর্তমানে শব্দটি সাধারণভাবে যে কোন বিষয়ের উপর, যে কোন ভাষায় লিখার উপর ব্যবহার হয়। তবে বিশেষ অর্থে সে লেখায় ব্যবহৃত হয়, যা শ্রোতার মনে রেখাপাত করে। এটা হবে কবিতা, প্রবন্ধ, প্রবাদ, কাহিনী, নাটক, ছোট গল্প আকারে। ড. শওক্বী দ্বায়ফ বলেন, (৬)

ومعنى خاص هو الأدب الفاص الذى لايراد به الى مجرد التعبير عن معنى من المعانى، بل يراد به ايضاان يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى صناعى الشعر و فنون النثر الأدبية مثل الخطابة والأمثال والقصص و المسرحيات والمقامات.

(বিশেষ অর্থে 'আদাব হচ্ছে, এমন নির্ভেজাল সাহিত্য, যার দ্বারা সাধারণ ভাবে কোন অর্থকে প্রকাশ করা বুঝায় না বরং এমনভাবে প্রকাশ করাকে বুঝায় যে, যা পাঠক এবং শ্রোতার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, এটা হতে পারে কবিতার আকারে বা গদ্যের বিভিন্ন ধারায়, যেমন- প্রবন্ধ, প্রবাদ, কাহিনী, নাটক, ছোট গল্প ইত্যাদি।)

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, সাহিত্য হচ্ছে, মানব মনের অভিব্যক্তির এমন প্রকাশ যা শ্রোতার হৃদয় ছুয়ে যায়, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সজাগ করে দেয়, অলস ব্যক্তিকে কর্ম-চঞ্চল করে তোলে, নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ যোগায়, হতাশার মধ্যে আশার সঞ্চার

Dhaka University Institutional Repository

করে, এক কথায় সাহিত্য মানুষের জীবনের সকল দিককে সজীব ও উন্নত করে তোলে। এ সাহিত্য দুইভাবে হয়ে থাকে, তন্মধ্যে একটি কবিতা, অপরটি হচ্ছে প্রবন্ধ। তবে কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের মূল রূপ কেননা কবিতার মধ্যেই মানব মনের অভিব্যক্তি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। আর এ কবিতা যখন প্রণয় সংক্রান্ত হয়ে থাকে তখন সে অভিব্যক্তি আরও সুন্দর এবং উন্নত রূপ লাভ করে। আর এ কারণেই জাহিলী যুগ থেকে এর চর্চা হয়ে আসছে। জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয় কাব্য ছিল দুইটি ধারায় বিভক্ত (ক) অশ্লীল (খ) অশ্লীলতা বর্জিত। প্রথম শ্রেণীর কবিতা তাদের মধ্যে বেশী চর্চা হয়েছে। ২য় শ্রেণীর কবিতা তাদের মধ্যে তুলনামূলক কমে হলেও চর্চা হয়েছে। ড. ইউসুফ বাক্কার বলেন, (৭)

ووجد الغزل العفيف فى الجاهلية و ان كان أقل كمّاً.

(জাহেলী যুগে অশ্লীলতা বর্জিত কিছু কবিতা পাওয়া যায়, যদিও তা ছিল পরিমাণে কম।)

'জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কাব্য ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট' বিষয়কে চারটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে-

প্রথম অধ্যায় : এর মধ্যে ৩টি অনুচ্ছেদ থাকবে

(ক) 'আরবী সাহিত্যের যুগ বিভক্তি(খ) জাহেলী যুগের বিশেষ আলোচনা

(গ) 'আরবী কবিতার পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'আরবী কবিতায় গাযালিয়্যাত বা প্রণয় কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ।

তৃতীয় অধ্যায় : জাহিলী যুগে গাযালিয়্যাত রচনাকারী কবি গোষ্ঠী।

চতুর্থ অধ্যায় : জাহেলী যুগে 'আরবী প্রণয় কাব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী :

১। আল ক্বোর'আন, ৫৫ঃ৩-৪।

২। অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, সাহিত্য তত্ত্ব (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭) পৃ-৬

৩।ড.রূহী ব'ালাবাক্কী, আল-মাওরিদ,আরবী-ইংরেজী, (লেবানন : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৬), পৃ.৬৪।

৪। ড. শাওক্বী দ্বায়্ফ, তারীখুল 'আদাবিল 'আরবী, 'আছরুল জাহিলী (মিশর ঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) খন্ড-১, পৃ-৭০-১০।

৫। 'আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদূন, মুক্বাদ্দিমাতু ইবনে খালদুন (বৈরুত ঃ মাকতাবাতু লুবনান,২১ ১৯৯৬) ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯৪।

৬। ড. শাওক্বী দ্বায়্ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

৭। ড. ইউসুফ হুসায়ন বাক্কার, ইত্তিজাহাতুল গাযলি ফিল ক্বারনিস সানী আল হিজরী, (দারুল উন্দুলুস, ১৯৮১) পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় :

(ক) 'আরবী সাহিত্যের যুগ বিভক্তি

'আরবী সাহিত্যের যুগ বিভক্তির ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত পরিলক্ষিত হয়, নিম্নে বিশেষ কয়েকজনের মতামত উল্লেখ করা হলো।

ড.শওক্বী দ্বায়ফের মতে, 'আরবী সাহিত্যের মৌলিক যুগ হচ্ছে ৫টি, তা হচ্ছে-

১। জাহিলী যুগ বা ইসলাম পূর্ব যুগ (১) : (এ যুগ শুরু হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে 'আদনানীদের থেকে য়ামনীদের স্বাধীনতার মাধ্যমে এবং শেষ হয় ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ইসলামের আবির্ভাব এর সময়।)(২)

২। ইসলামী যুগ : এ যুগের সময় সীমা রাসুল (দঃ) এর আবির্ভাব হতে উমায়্যাহ যুগের পতন পর্যন্ত, উমায়্যাহদের পতন হয় ১৩২ হিজরী ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় তথা রাসূল (দঃ) এর আবির্ভাব হতে উমায়্যাহদের পতন পর্যন্ত সময়ে 'আরব সাম্রাজ্য সুগঠিত হয় এবং ইসলামের বিজয় পরিপূর্ণ হয়। কোন-কোন ঐতিহাসিক এ সময়টাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন, তারা রাসুল (দঃ) থেকে খোলাফায়ে রাশিদীন পর্যন্ত সময়কে নাম দেন ইসলামী যুগ এবং অপর অংশকে নাম দেন উমায়্যাহ যুগ।

৩। 'আব্বাস.ীয় যুগ : এ যুগের সময়সীমা হচ্ছে 'আব্বাস.ীয়দের আবির্ভাব হতে তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত। তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন হয়েছিল ৬৫৬ হিজরী ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। কোন-কোন ঐতিহাসিক এ যুগটাকেও ২ ভাগে বিভক্ত করেন; তারা 'আব্বাস.ীয় প্রথম এক শতাব্দীকে প্রথম 'আব্বাস.ী যুগ বা 'আব্বাস.ী আল-আউয়াল নাম দেন এবং অপর অংশকে ২য় 'আব্বাস.ী যুগ বা 'আব্বাস.ী আস-সানী নাম দেন।

কেউ-কেউ এ সময়কে ৩ ভাগে বিভক্ত করেন- তারা প্রথম শতাব্দীকে 'আব্বাস.ী আউয়াল নাম দেন। আর অবশিষ্টাংশকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন, এর মধ্যে থেকে এক অংশ ৩৩৪ হিজরী/ ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, এর নাম দেওয়া হয় 'আব্বাস.ী আস-সানী, আর বাকী সময়কে ৩য় 'আব্বাস.ী যুগ বা 'আব্বাস.ী আস-সালিস নাম দেওয়া হয়।

আবার কোন-কোন ঐতিহাসিক ৩য় যুগকে ২ ভাগে বিভক্ত করে, প্রথম অংশকে ৩য় 'আব্বাস.ী যুগ বা 'আব্বাস.ী আস-সালিস নাম দেন এবং বাকী অংশকে নাম দেন ৪র্থ 'আব্বাস.ী যুগ বা 'আব্বাস.ী আর-রাবি'। উল্লেখ্য যে, তাদের মতামত অনুসারে ৩য় যুগের প্রথম অংশ ৪৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী/১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়।

৪। এ যুগ বাগদাদে তাতারদের কর্তৃত্বের মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং মিশরে ফরাসীদের আক্রমণ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, তাদের আক্রমণ হয়েছিল ১২১৩ হিজরী/১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৫। আধুনিক যুগ : ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। (৩)

হান্না আল ফাখুরী বলেন, 'আরবী সাহিত্যের যুগ পাঁচটি, তিনি আগের মতই বর্ণনা করেছেন তবে সন বর্ণনা করে তাকে আরও স্পষ্ট করেছেন। তার পাঁচটি যুগ বিভক্তি হচ্ছে-

১। জাহেলী যুগ- এটি হচ্ছে ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ-৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

২। খোলাফায়ে রাশিদুন ও উমায়্যাহ যুগ- (৬২২-৭৫০/১-১৩২ হিজরী)

৩। 'আব্বাসী'য় যুগ (৭৫০-১২৫৮/১৩২-৬৫৬ হিজরী)

৪। তুর্কী যুগ- (১২৫৮-১৭৯৮/৬৫৬-১২১৩ হিজরী)

৫। রেনেসার যুগ : এ যুগ বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত। (৪)

ড. ওমর ফররুখ আরবী সাহিত্যের যুগ বিভক্তি করতে গিয়ে বলেন, 'আরবী সাহিত্যের বয়স এক হাজার ছয়শত (১৬০০) বছরের বেশী নয়। এ সময়কে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য- এটি জাহেলী যুগের প্রারম্ভ থেকে উমায়্যাহ যুগের শেষ পর্যন্ত- আনুমানিক ৩০০ বছর।

(খ) নব্য প্রবর্তিত যুগ : উমায়্যাহ যুগের পতন থেকে আরম্ভ করে 'আব্বাসী'য় যুগের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। অর্থাৎ ৭৫০/১৩২ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত।

(গ) আধুনিক যুগ ঃ ১৯০০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

তিনি বলেন, যেহেতু এ সময়টা অনেক লম্বা সেহেতু ঐতিহাসিকগণ রাজনৈতিক দিক বিচারে একে আবার ছোট-ছোট কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) জাহেলী যুগ- এটি হচ্ছে ইসলামের পূর্ব যুগ।

(২) মুখাদ্বরামীনের যুগ বা ইসলামের প্রথম যুগ, এটি ইসলামের শুরু থেকে খোলাফায়ে রাশিদুনের যুগ এবং উমাইয়া যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত (অর্থাৎ হিজরী ৪০/৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

(৩) উমায়্যাহ যুগ

(৪) 'আব্বাসী যুগ- একে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়

(ক) বাগদাদের যুগ (حقبة بغداد) :

(খ) বিবর্তনের যুগ (حقبة الدويلات) :

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সেলজুকদের যুগ (حقبة السلجوقية) :

৫। আন্দালুসীদের যুগ(العصر الأندلسي) :

৬। মুঘলদের যুগ(العصر المغولي) :

৭। উসমানীদের যুগ(العصر العثماني) :

৮। আধুনিক যুগ (العصر الحديث) : 'আরবী রেনেসার যুগ (أدب النهضة العربية) (১৮০০-১৮৭৫) (৫)

আহ্মদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত ও 'আরবী সাহিত্যের যুগকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন-

(১) জাহেলী যুগ : এ যুগ শুরু হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে 'আদনানীদের থেকে য়ামনীদের স্বাধীনতার মাধ্যমে এবং শেষ হয় ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ইসলামের আবির্ভাব এর সময়।

(২) ইসলামের প্রথম যুগ ও উমায়্যাহদের যুগ : এ যুগ শুরু হয় ইসলামের আবির্ভাব থেকে এবং শেষ হয় 'আব্বাস.ীয়গণের কর্তৃত্বের মাধ্যমে ১৩২ হিজরীতে।

(৩) 'আব্বাস.ীয় যুগ : এ যুগের শুরু হয় তাদের রাজত্বের শুরু থেকে এবং শেষ হয় ৬৫৬ হিজরীতে তাতারদের হাতে তাদের পতনের মাধ্যমে।

(৪) তুর্কীদের যুগ : এ যুগ আরম্ভ হয় বাগদাদের পতনের মাধ্যমে আর তা হয় ১২২০ হিজরী সালে।

(৫) আধুনিক যুগ : এ যুগ আরম্ভ হয় মুহ্াম্মদ 'আলী পাশার মিশরে রাজত্বের মাধ্যমে (৬)

(খ) জাহিলী যুগের বিশেষ বিবরণ

পরিচয় :

জাহিলী যুগ বলতে আমরা বুঝি মুহ্াম্মদ (দ:) এর নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বের সময়কালকে। এ সময়টা প্রায় এক শতাব্দী ও অর্ধ-যুগ পর্যন্ত চলে।

জাহিলী যুগকে জাহিলী এ জন্য বলা হয় যে, ঐ যুগে মুর্খতা বেশী সয়লাব হয়ে পড়েছিল। তবে জাহিলী দ্বারা 'ইলম বা জ্ঞানের বিপরীত বিষয়কে বুঝায় না বরং সুবুদ্ধির বিপরীত বিষয়কে বুঝায়। 'আরবীতে جهل শব্দটি لم يعلم কিছুই না জানা অর্থে ব্যবহৃত হয়,আল-মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, جَهْلٌ-جَهْلاً وجهالةً-ضد علم. (৭) এটি আবার নির্বুদ্ধিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়, অথবা কেউ যখন রাগের মুহূর্তে সুবুদ্ধির শৃঙ্খল হতে বেরিয়ে পড়ে, তখন সে অবস্থাকে جهل বলা হয়। 'আমর ইবনে কলসূম বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ألا لا يجهلن أحد علينا + فنجهل نوق جهل الجاهلينا

(সাবধান! কেহ যেন আমাদের উপর জাহিল হওয়ার এমন অভিযোগ না তোলে, যার কারণে আমরা সকল জাহিলদের চেয়েও জাহিল হয়ে পড়ি।)

এ কবিতায় جهل শব্দটিকে 'ইলম বা জ্ঞানের বিপরীত অর্থে নেওয়া হয়নি। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো নির্বুদ্ধিতা।(৮)

মূলত, এ যুগকে জাহেলী যুগ বলার বিশেষ কয়েকটি কারণ রয়েছে- আর তা হচ্ছে- (১) তারা মুর্তিপূজা করত (২) সামান্য বিষয়ে ঝগড়া লেগে যেত (৩) একজন অপর জনের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে বেপরোয়া হয়ে পড়ত। (৪) তারা কেহ-কেহ আপন সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধাবোধ করত না। (৫) তারা মদ্য পান করত। (৬) জুয়া খেলত। (৯)

এ কারণগুলো ছাড়া তারা তাদের সাহিত্য নিয়ে ছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ জাতি। জাহেলী যুগের সে সাহিত্য এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে নমুনা গ্রহণ ও প্রদর্শন করা হয়।এ শব্দটিকে ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। পবিত্র ক্বোর'আনুল কারীম ও হ্বাদীস শরীফে উত্তেজনা, অমনোযোগিতা, ক্রোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র ক্বোর'আনে ইরশাদ করেন,

قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن اكون من الجاهلين

(যখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তিনি বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (১০)

হ্বাদীস শরীফে রাসূল (দঃ) হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) কে জনৈক ব্যক্তির নিন্দা করতে দেখে বললেন, انك امرؤ ، فيك جاهلية (তুমি এমন মানুষ যার মধ্যে জাহেলী মনোভাব বা মুর্খতা রয়েছে। (১১)

জাহিলী যুগের সময়সীমা :

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর আবির্ভাব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ কালকে বলা হয়েছে জাহিলী যুগ। আবার কেউ-কেউ জাহিলী যুগকে প্রথম জাহেলী ও ২য় জাহিলী এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ কালকে বলা হয়েছে প্রথম জাহিলী যুগ। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময় হলো ২য় জাহিলী যুগ। অবশ্য পন্ডিতদের মধ্যে জাহিলী যুগের সময় নির্ধারণ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

মতবিরোধ আছে। এ সুদীর্ঘ কালের সবটুকুকে ঢালাওভাবে জাহিলী যুগ বলে আখ্যায়িত করা সঙ্গত হয়নি বলে কেউ-কেউ মন্তব্য করেন। তাদের মতে, দক্ষিণ 'আরবের তুব্বা শক্তির পতনের ফলে (৫২৫ খ্রী.) 'আরবরা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এরপর সারা 'আরবে অরাজকতার যুগ শুরু হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহু জাহিলী কবির লেখনীতে তৎকালীন 'আরবের যে চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাতে বুঝা যায় যে, তখন সারা 'আরবে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল।(১২) কবি হারিস বিন হিল্লিয.হ বলেছেন,

هل علمتم ينتهب الناس
غِوادً لكلِّ حيّ عواءُ

اذ رفعنا الجمال من سعفٍ
البحرين ميراً حتىٰ نهاها الحساءُ

ثمّ ملنا على تميمٍ فأحرمنا
وفينا بناتُ مرٍّ اماءُ

لا يقيم العزيز بلبلد السهلِ
ولا ينفع الذليل النجاءُ

ليس ينجى الذى يوائل منا
رأس طود وحرة رجلاءُ

ملك أضرع البرية لايو
جد فيها لما لديه كفاءُ

আমাদের সৌর্য-বীর্য?
শোননি কি তাহার সংবাদ
লেগেছিল হানাহনি
সর্ব গোত্রে মহা আর্তনাদ।

যবে উষ্ট্র অভিযান
চলেছিল বাহরায়ন থেকে,
হিসায় থমিনু গিয়া

Dhaka University Institutional Repository

পর্যদুস্ত করি একে একে।

নিরাপদে নাহি ছিল,
ছিল যারা সম্মানিত জন;
দূর্বলেরাও রক্ষা কভু
ছিল নাকো করি' পলায়ন।

নাহি রক্ষা পালাইয়া,
জুটিবেনা কোথাও আশ্রয়,
পর্বতের চূড়া-শীর্ষে
কিংবা মাঠ হোক শিমালয়।

নৃপতি সে শক্তিমান
অসামান্য প্রতাপে প্রতুল ;
শৌর্য-বীর্যে সৃষ্টিমাঝে
ছিল নাকো তার সমতুল।(১৩)

কবির বর্ণিত এ সময় হচ্ছে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ। কাজেই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা যাদের মতে জাহেলী যুগ নির্ধারণের মাপকাঠি তারা ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ অথবা ৫২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এ যুগের সূচনা করেন। মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর হিজরতের সঙ্গে ৬২২ খৃষ্টাব্দে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।এই জাহেলী যুগকে 'আরবী কবিতার স্বর্ণ যুগ বলা হয়। (১৪) 'আরব উপদ্বীপের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য কবি এ সময়ে জন্মেছেন, যাদের মধ্যে বেশ কিছু কবি ছিলেন সত্যিই প্রতিভাবান। (১৫)

জাহিলী যুগের 'আরবী কবিতার বয়সের ব্যাপারে 'আল্লামাহ জহিয. বলেন, (১৬)

اما الشعر (العربى) فحديث الميلاد صغير السن ، أول من نهج سبيله وسهل الطريق اليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فاذا استظهرنا الشعر وجدنا له الي ان جاء الاسلام خمسين ومائة عام ، واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمأتي عام.

'আরবী কবিতা জন্মগত ভাবে নতুন, বয়স একেবারে কম, সর্বপ্রথম এর পদ্ধতি আবিষ্কার

Dhaka University Institutional Repository

করেন,ইব্রাউল ক্বায়স. ইবনে হুাজর এবং মহালহিল ইবনে রাবী'আহ। অতএব আমরা যখন কবিতার ইতিহাস খোজব তখন ইসলামী যুগ পর্যন্ত দেখতে পাব এর বয়স হচ্ছে ১৫০ বছর, আর বেশী খোজলে এর বয়স পাব ২০০ বছর।

জাহিলী যুগের অবস্থা সমূহ :

যেহেতু জাহেলী যুগের বৈচিত্রময় পরিবেশের মধ্যেই কবিতা চর্চা হয়েছে সেহেতু সে যুগের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করা দরকার। আমরা এ যুগের অবস্থাকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) সামাজিক অবস্থা

(২) চারিত্রিক অবস্থা

(৩) রাজনৈতিক অবস্থা

(৪) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

(৫) ধর্মীয় অবস্থা

(৬) অর্থনৈতিক অবস্থা

নিম্নে এ সকল অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক অবস্থা :

অবস্থানগত বর্ণনা : 'আরবরা অবস্থানগতভাবে দুই দলে বিভক্ত ছিল।

(ক) শহরে বসবাসকারী- তারা ছিল কম।

(খ) গ্রামে বসবাসকারী- তারা ছিল বেশী।

শহরে বসবাসকারী : শহরে বসবাসকারী ছিল দক্ষিণ 'আরবের অধিবাসীরা। (১৭) দক্ষিণ 'আরবের অধিবাসীরা বলতে ক্বাহ্তানীদের বুঝায়। ক্বাহ্তান হলেন, হুদ (আ:) এর পুত্র। তাদের ছিল দু'টি শাখা-

(ক) হিমইয়ার (حِمير), এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল-কুদ্বা'আহ (قُضاعة) , তানূখ(تَنوخ) , কালব (كلب) , জুহায়নাই(جُهينة) ও আযরাহ(عُذرة

(খ) কাহলান (كَهلان)- এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্বাঈ (طيء), মুহাম্মাদান (محمدان), 'আমিলাহ (عاملة), জুযাম (جذام) , এ গোষ্ঠীর নাম করা উপগোষ্ঠী ছিল- লাখম (لخم) ও কিন্দাহ (كندة) আয.দ (أزد) (এদের মধ্যে নামকরা উপগোষ্ঠী ছিল গাস.াসি.নাহ (الغساسنة), খোয.া'আহ (خزاعة), আওস. (أوس) খায.রাজ (خزرج) আনমার (أنمار)।(১৮) এদের জীবন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল স্থিতিশীল। তাদের মধ্যে সভ্যতা ছিল। তাদের কাজ ছিল- ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম। এদের বাসস্থান ছিল- হেজায. এর মক্কাহ, য়াসরিব ও ত্বা'য়েফ অঞ্চলে এবং য়ামেনের সান'আ' অঞ্চলে, আবার অনেকে হীরাহর, মানাযিরাহ এবং সিরিয়ার গাস.াসি.নাহ রাজ্যেও বসবাস করত। তবে তাদের মধ্যে ক্বুরায়শগণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী প্রসিদ্ধ। তাদের ব্যবসা ছিল নিরাপদ ও সম্মানজনক; কারণ, 'আরবের সবাই এটা ভাল করে জানত যে, হুজ্জের মৌসুমে ক্বুরায়শগণের সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাদের সাহায্য অতীব জরুরীও বটে। ক্বুরায়শ্গণের ব্যবসা সংক্রান্ত সফর ছিল বৎসরে ২ বার- একবার য়ামেনের দিকে শীতকালে এবং আরেকবার সিরিয়ার দিকে গ্রীষ্মকালে।(১৯) তারা তাদের নগরীতে বড়-বড় দুর্গ তৈরী করেছিল। তাদের ছিল দক্ষিণ 'আরব (বিশেষত), অন্যান্য স্থানে (সাধারণত) রাজত্ব ছিল, এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল হুিময়ার এবং হুিময়ার এর অনুগামীরা। তাদের রাজত্ব শেষ হয়, ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে যূ-নাওয়াসে.র কাছে। 'ইরাকের মধ্যে পাওয়া যায় মানাযিরাহদের। তাদের রাজত্ব শুরু হয়, খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তবে তাদের আইন ছিল হুিময়ারদের অনুরূপ তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রথম নূ'মান (৪০০-৪১৮), তৃতীয় মুনযির (৫০৫-৫৫৪), 'আমর ইবনে হিন্দ (৫৫৪-৫৬৯) সিরিয়ায় পওয়া যায় গাস.স.ানী রাজ্য, এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হ্বারিস যিনি আ'রাজ (الأعرج)উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (৫২৯-৫৬৯)। এদের দরবারে বড়-বড় কবিগণ একত্রিত হতেন। নাজ্দের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্দাহ রাজত্ব। এদের রাজত্ব ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৪০ পর্যন্ত চলে। এদের মধ্যে ইম্রাউল ক্বায়েসের জন্ম হয়।(২০)

দক্ষিণ 'আরবের ইতিহাস প্রসঙ্গে দু'জন য়ামনী পন্ডিতদের নাম উল্লেখ করা হয়, এদের একজন হলেন- হুাস.ান ইবনে 'আহুমদ আল-হুামদানী (মৃ-৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি صفة جزيرة العرب নামে একখানা ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। তার আর একটি গ্রন্থ হলো الاكليل (মুকুট)এটা য়ামনের প্রাচীন ইতিহাস। আর অপরজন হলেন- নশ্ওয়ান ইবনে সাঈদ (মৃ-১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) তার রচিত القصيدة الحميرية কবিতায় প্রাচীন য়ামনী সাম্রাজ্যের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। অবশ্য কল্পনার অতিশয্যের কারণে সঠিক ইতিহাস এ কবিতা থেকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণ 'আরবের কিছু শিলালিপিতে সেখানকার কোন-কোন বিশেষ ঘটনার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তেমনি উত্তর 'আরবেও কিছু-কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে, এসব শিলালিপি হুিময়রী ভাষায় লিখিত। তবে এসব কিছুর সাহায্যে জাহিলী 'আরবের পরিপূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়না।(২১)

গ্রামে বসবাসকারী : এরা ছিল সংখ্যায় শহুরেদের চাইতে বেশী। এরা উত্তর 'আরবের

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসী। তারা সামাজিকভাবে মাঠে বসবাসকারী। তারা শিল্পকর্ম, কৃষি কাজকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। তারা উট চরাতো ও মাঠে তাবু খাটিয়ে বসবাস করত। তারা উটের দুগ্ধ পান ও গোশত ভক্ষণ করত। উটের চামড়া দ্বারা তৈরী পোষাক পরিধান করত তারা। যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হত সেখানে তারা অবস্থান করত। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পান-আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। তাদের উৎপাদিত জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর দরকার হলে তারা এর জন্য বিকল্প কিছু করত। অথবা তারা যুদ্ধ, লুটতরাজ চালিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করত না।(২২) এরা ছিল 'আদনানীদের অন্তর্ভুক্ত। এ 'আদনানীরা ছিল ২ ভাগে বিভক্ত- (ক) মুদ্বার(مضر)- এদের শাখা হচ্ছে ক্বায়েস(قيس) ও 'আয়লান(عيلان) (এদের অন্তর্ভূক্ত ছিল হাওয়াযি.ন(هوازن), সু.লায়ম(سليم) গাত্বফান(غطفان) গাত্বফানদের অন্তর্ভূক্ত ছিল 'আবস(عبس) ও যুবয়ান(ذبيان) তামীম(تميم), হুযাইল(هذيل), কেনানা (এদের অন্তর্ভূক্ত ছিল ক্বুরাইশ) (খ) রাবীয়াহ (ربيعة)এদের শাখা হচ্ছে আস.াদ(أسد) ও ওয়া'ইল(وائل) (এদের আবার অন্তর্ভূক্ত ছিল বকর(بكر), তাগলিব(تغلب), আর বকরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল বনু হ্বানীফা(بنو حنيفة) (২৩)

'আদনানের বংশধরদের মধ্যে রবী'আহ, মুদ্বর, আনমার এবং ইয়াদ এই চার গোত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বকর ও তাগলিব রবী'আহ গোত্রের দু'শাখা। ক্বয়স 'আয়লান ও ইলয়াস মুদ্বরের দু'সন্তান। হাওয়াযি.ন ও গাত্বফান শাখাদ্বয় ক্বয়স 'আয়লানের বংশোদ্ভুত। আর ইলয়াসের বংশধরদের মধ্যে তামীম, হুযয়ল আস.দ ও কানানাহ শাখা চতুষ্টয় প্রসিদ্ধ। কানানাহ ক্বুরাইশ গোত্রের পূর্ব পুরুষ। 'আবদ মনাফ ক্বুরাইশের একটি শাখা। 'আবদ মনাফের সন্তান হলেন 'আবদেশামস, নওফল, মুত্তালিব ও হাশিম। হাশিমের পুত্র ছিলেন 'আব্দুল্লাহ। তারই একমাত্র সন্তান বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।(২৪)

'আরবরা সাধারণত মুক্তভাবে থাকতে পছন্দ করত। কারো অধীনতা স্বীকার করা বা কারো শাসন মেনে নিতে পারতনা তারা। তারা বাঁচার তাগিদে স্বভাবের তাড়নায় দেশের অভ্যন্তরে মরু এলাকায় ঘুরে বেড়াত এবং পানি ও চারণ ভূমির সন্ধাব করত। পশু পালন তাদের জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় ছিল। অভাব-অনটন ছিল অনেকেরই জীবনের নিত্য সাথী। তবুও ভয় ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করত না। কবি তা'ব্বাতা শাররান এর কয়েকটি চরণে বেদুঈন জীবনের চিত্র সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

قليل التشكى للهم يصبه + كثير الهوى شتى النوى والمسالك

يظل بحوماة ويمسى بغيرها + جحيشا ويعرورى ظهور المهالك

Dhaka University Institutional Repository

ويسبق و فدالريح من حيث ينتحى + بمنخرق من شدة المتدارك

আগত বিপদের সে অভিযোগ করে না

তার অনেক বাসনা, আর সেগুলো

পাওয়ার জন্য সে নানা উপায় অবলম্বন করে।

সে সঙ্গীহীন, একা একাই সকালে এক মেরুতে

সন্ধ্যায় আর এক মেরুতে অবস্থান করে

বায়ুর গতির চাইতে তার গতি দ্রুত

বিরামহীনভাবে সে তার গন্তব্যস্থানের দিকে অতি দ্রুত দৌঁড়ায়।

সামান্য কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যেত। আর এর যের চলত বছরের পর বছর। এ প্রসঙ্গে (حـــرب البســـوس) বসূ.সে.র যুদ্ধ এবং দাহিস. ও ঘবরার যুদ্ধ উল্লেখ করা যায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ দিকে তঘলিব ও বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বসূ.সে.র যুদ্ধ বাধে। রবী'আহ গোত্রের দু'টি শাখা ছিল তঘলিব ও বকর। তঘলিবের প্রধান ছিল কুলায়ব। তিনি য়ামনী (ক্বাহ্তানী) 'আরবদেরকে এক যুদ্ধে পরাজিত করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বকর গোত্রের মুররার কন্যা হুলীলাহকে বিয়ে করেছিলেন। 'আরবের উত্তর-পূর্ব এলাকায় এক বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে ছিল তার হীমা (সংরক্ষিত চারণ ভূমি) যেখানে কেবলমাত্র তার শ্বশুর গোষ্ঠীর পশু পাল চরতো। তার শ্যালক জাছছাছের বসূ.স. নামে এক খালা ছিল। উক্ত বসূ.সে.র পরিবার আশ্রিত এক ব্যক্তি বসূ.সে.র মেহমান হয়েছিল। তার ছিল এক উটনী। সে উটনী কুলায়বের বাগানের এক পাখীর বাসা নষ্ট করায় কুলায়ব তখন রাগান্বিত হয়ে উটনীকে হত্যা করেছিল। জাছছাছ তার খালা বসূ.সে.র প্ররোচনায় কুলায়বকে হত্যা করে। এর ফলে তঘলিব ও বকরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। মহিলাটির নামানুসারে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয় বসূসের যুদ্ধ। যুদ্ধটি চলছিল ৪০ বছর। হীরাধিপতি তৃতীয় মুনযিরের প্রচেষ্টায় এ যুদ্ধ নিমাংসিত হয়। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুগোত্রের কবিরা বহু কবিতা রচনা করেছেন। কুলায়বের মৃত্যুকে তাঁর ভাই মুহালহিল একটি দীর্ঘ কবিতায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন এবং এ কবিতাই প্রাক ইসলামী যুগের প্রথম শিল্পসঙ্গত সুসম্পন্ন কবিতা বলে পরিচিত। বসূ.সে.র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দামামা স্তব্ধ হতে না হতে 'আবসের ও যুবয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি ঘোড় দৌঁড়কে কেন্দ্র করে দাহিস. ও ঘবরার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ ও প্রায় ৪০ বছর স্থায়ী ছিল।(২৫)

জাহেলী যুগে মহিলাদের কোন সম্মানজনক অবস্থান ছিল না। তবে তারা পুরুষদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হত। এটা শহরে ও গ্রামে সর্বস্থানেই দেখা যেত।(২৬) কারো-কারো বংশ পরম্পরায় নারীদের নামও পাওয়া যেত। এটুকু ব্যতিত নারীদের আর কোন মর্যাদা ছিল না। এ কথাই প্রকাশিত হচ্ছে عمر فرّوخ এর কথায়। তিনি বলেন , (২৭)

اما مقام المرأة في الجاهلية فكان متصلا بالمحافظة على النسب الصريح الذى كان الجاهلى يعبر عنه بلفظ الاعراض - و لم يكن مقام المرأة الجاهلية فيما عدا ذلك مقام مرموقا .

এছাড়া পবিত্র কোরআনে নারীদের ব্যাপারে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم

অর্থাৎ 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।' (২৮)

তারা কেউ-কেউ অভাবের তাড়নায় আর কেউ কেউ লজ্জার কারণে নারীদের জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না- আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে কবর দিতে নিষেধ করে বলেন : (২৯)

ولا تقتلوا اولادكم حسية املق نحن نرزقهم و اياكم

(আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের কারণে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা কর না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দান করে থাকি।

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন : (৩০)

واذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت

(আর যখন জীবন্ত কবর দিয়ে মৃতদের জিজ্ঞেস করা হবে যে, কেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।)

উপরিউক্ত আয়াত সমূহের দ্বারা বুঝা যায় 'আরবরা নারীদের লজ্জা ও সমস্যার কারণ মনে করত। এর কারণগুলোর মধ্যে বড় একটি কারণ ছিল, যুদ্ধের ময়দানে পুরুষ দলের বড় একটি জামাত নিহত হয়ে যেত, ফলে পুরুষের সংখ্যা অনেক কমে গেল এবং নারীদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়তে লাগল। ড. 'ওমর ফররুখ এ কারণটাই সুন্দরভাবে বিবরণ দিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন, তার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"নিশ্চয় ধারাবাহিক বছরের পর বছর যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ পুরুষদের সংখ্যা কমিয়ে দিল এবং এতে করে নারীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হারে দিন-দিন বাড়তে থাকল। আর এজন্যেই তারা এ বিধান তৈরী করে নিয়েছিল যে, একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী গ্রহণ করা সিদ্ধ আছে। যাতে তাদের বংশ রক্ষা হয়ে থাকে। যদি তারা অনেক নারী গ্রহণ করা অবৈধ মনে করত তাহলে, নারীদের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

ফিৎনা সৃষ্টি হতো, ব্যভিচার বেড়ে যেত, তাদের বংশ রক্ষা হতো না। সমাজে যাদের বংশ গৌরব রয়েছে তা রক্ষা হতো না।আর এ কারণেই একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী হতে পারত। এছাড়া তাদের মধ্যে বিবাহেরও বিভিন্ন প্রকার ছিল (ক) মহরের বিবাহ (এ পদ্ধতিটি ইসলামও গ্রহণ করে নিয়েছে।) (খ) বন্ধীদের বিবাহ (গ) দাসীদেরকে বিবাহ (ক্রয়ের সূত্রে) (ঘ) সাময়িক বিবাহ (ঙ) ঘৃন্য বিবাহ (সন্তানের পিতা মারা গেলে ওয়ারিশ হিসেবে ছেলে বাপের অন্যান্য স্ত্রীগণের মালিক হিসেবে) (চ) যৌনাঙ্গ বিবাহ, আর এ ধরনের বিবাহের সাথে ব্যভিচারের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। এটা তখন দেখা যেত, যখন কোন মানুষ অপরের অশ্বারোহন বা নাটক ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হত, তখন তার স্ত্রীকে ঐ পুরুষের দিকে পাঠিয়ে বলত, সে যেন ঐ লোককে যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে দেয়। তবে এটা খুবই কম দেখা যেত। এতদসত্বেও তারা বংশ রক্ষার জন্যে সর্বদা চেষ্টা চালাত,আমরা দেখতে পাই, মু'য়াবিয়াহ ইবনে আবী সুফিয়ান (معاوية بن ابي سفيان) তার পিতার ব্যাপারে একদল মানুষের সাক্ষ্য তলব করেন, যেহেতু তিনি জাহেলী যুগের এক ব্যভিচারিনী মহিলার সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যার নাম ছিল, 'সুমাইয়া'(سُمية), ঐ মহিলার গর্ভে যে সন্তান জন্ম হয়েছিল তার নাম হচ্ছে যি.য়াদ(زياد), যিনি যিয়াদ ইবনে আবীহি (زياد بن ابيه) নামে সবার কাছে পরিচিত। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়াহ (রাঃ) যিয়াদকে তার নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

আর যখন আমরা জাহেলী যুগের গয.ল সাহিত্য বা প্রণয়কাব্য নিয়ে চিন্তা করব তখন আমরা দেখতে পাব, এতে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। তারা সুস্পষ্ট ভাবে বংশ মর্যাদা রক্ষায় গুরুত্ব প্রদান করেছে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা কুমারী নারীকে নিয়ে কবিতা চর্চা করেনি। এমনকি তারা এ বিষয়টা হারাম করে নিয়েছিল যে, কোন যুবক আরেক যুবতীর সাথে প্রেম করবে এবং এটা প্রসিদ্ধ হওয়ার পর তাকে বিবাহ করবে। সুতরাং জাহেলী যুগের অধিকাংশ গজল বা প্রণয় কবিতা ছিল বিবাহিতা নারীর উপর। যেমন, ইম্রাউল ক্বায়েস. তার কবিতায় বলেন-

فمثلك حبلى قد طرقت مرضعا

(অর্থাৎ তোমার মত কত গর্ভবতী, দুগ্ধবতী রমণীকে তার কোলের শিশুকে ভুলিয়ে দিয়ে উপভোগ করেছি।)

অনুরূপভাবে মিনখাল আল-ইয়াশকরী এর কিচ্ছা নো'মানের স্ত্রী সম্পর্কে এবং أعشى এর কবিতা সবই এর উপর দালালাত করে। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, তারা কুমারী নারী নিয়েও কবিতা চর্চা করেছে, তবে তারা বিবাহধীন মহিলার উপর চর্চা করত বেশী।(৩১)

এ সকল দিক আলোচনা করলে এটাই পরিষ্কার হয় যে, জাহেলী যুগে সামাজিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না বা সামাজিকভাবে তারা উন্নত জীবন নিয়ে চিন্তাও করতে পারেনি।

রাজনৈতিক অবস্থা :

'আরবরা রাজনৈতিক দিক থেকে ২ ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

১। রাজনৈতিক ছোয়া যাদের সাথে আছে, তারা কোন এক শাসনতন্ত্রের অধীনে জীবন যাপন করত যেমন, হীরার শাসন, গাস.স.ানীয় শাসন, কিন্দার শাসন। এদিক থেকে আমরা মক্কাহ মুকাররামাহর শাসনকেও গণ্য করব। কেননা ওখানেও রাজনৈতিক একটা শাসন পরিক্রমা বলবৎ ছিল। হীরার শাসন ব্যবস্থা পারস্যবাসীদের মধ্যে তাদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণে উৎপত্তি হয়েছিল। যাতে তাদের সাম্রাজ্যের সীমানা 'আরবদের অন্যান্য গোত্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। তাদের রাজাগণকে মানাযিরাহ(مناذرة) নামে ডাকা হত। কেননা তাদের অধিকাংশকেই মুনযির নামে আহবান হত। তারা ছিল ক্বাহ্তানী 'আরবদের বংশোদ্ভূত। এ বংশের রাজাদের মধ্যে মশহুর ও বিখ্যাত রাজা ছিলেন মুনযির ইবনে মা'উস.- স.মা' (منذر بن ماء السماء) তার পুত্র ছিলেন 'আমর বিন হিন্দ (عمرو بن هند) তার পুত্র ছিলেন 'আখিরুন নু'মান ইবনে মুনযির أخرا لنعمان بن منذر যার 'আরব দেশে অনেক বড় খ্যাতি ছিল। মানাযিরাহ সাম্রাজ্য এভাবে চলতে থাকে, অবশেষে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের নেতৃত্বে পওয়া যায় খলিদ বিন ওয়ালিদ ও স'াদ বিন আবী ওয়াক্কাছ্ প্রমুখের মত বিশিষ্ট সাহ্বাবীদেরকে।

গাস.স.ানী শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজধানী ভিত্তিক, তাদের প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল বছ্রাহ। রোমবাসীরা তদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকে বেদুইনদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বর্মের ব্যবস্থা করে। এ সময় তাদের রাজ্যধিপতিগণ ছিলেন বনূ গাস.স.ান বা গাস.স.ানী বংশের লোক। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হ্বারিস ইবনে জাবালাহ (حارث بن جبلة) এবং তার দুই পুত্র 'আমর ও নো'মান (عمرو ونعمان) এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন আল-আয়হাম, জবালাহ ইবনুল আয়হাম (الأيهم وجبلة بن الأيهم) ড. হ্বাস.ান শায.লী প্রমূখ ''আল-'আদাব'' গ্রন্থে বলেন,

وأما امارة الغساسنة ، فقد كانت لها أكثر من عاصمة ، وأشهر عواصمها بُصرى، وقد أنشأها الروم جنوبي دولتهم درعاً منغارات الأعراب ، وملوكها بنو غسان هم أيضاً بطن من بطون قحطان . ومن أشهرهم الحارث بن جبلة وولداه عمرو والنعمان والأيهم وجبلة بن الأيهم .(৩২)

গাস.স.ানীদের ব্যাপারে 'আরবের বংশ বিশেষজ্ঞগণের ধারনা এদের পুর্ব পুরুষ ছিল য়ামনী। দক্ষিণ 'আরবের যেসব লোক উত্তর 'আরবে এসে বসতি স্থাপন করে তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল

Dhaka University Institutional Repository

গা.স.নীগণ। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল জুয.াম (جذام) 'আমিলাহ (عاملة)কালব (كلب) ক্বাদ্বা'আহ (قضاعة) 'আরব ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী গাস.স.ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন জাফনাহ ইবনে 'আমর মুযায়ক্বিয়া (جفنة بن عمرو مزيقياء) এজন্যে তাদেরকে ডাকা হয় 'আলু জাফনাহ।(৩৩)

হযরত হ্বাস.স.ান বিন সাবিত (রা.) গাস.স.ানী বংশের আনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি তাদেরকে 'আওলাদু জাফনাহ বলে সম্বোধন করেছেন। নিম্নে তার নমূনা পেশ করা হলো,

أولاد جفنة حول قبر أبيهم + قبر ابن مارية الكريم المفضل

يغشون حتى ما تهرّ كلابهم +لا يسألون عن السواد المقبل

بيض الوجوه كريمة احسابهم + شم الأنوف من الطراز الأول

(জাফনাহ গোত্রের সন্তানাদির কবর রয়েছে তাদের পিতার কবরের পার্শে, অর্থাৎ, ইবনে মারিয়ার (৩৪) কবরই পার্শ্বে যিনি সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন।)

(তাদের বসস্থান সর্বদা মেহমান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, ফলে, তাদের বাড়ীর কুকুরগুলো সর্বদা এমন ভাবে থাকে যে, তাদের বাড়ীতে কে আসলো, এ বিষয় নিয়ে তারা খোজা-খোজি করেনা এবং কেউ আসলে তাদের পেছনে দৌড়ায়ও না।)

(ইবনে মারিয়া হচ্ছেন, শুভ্র ও সুন্দর চেহারার অধিকারী, তাদের মধ্যে অভিজাত বংশজোত, এবং প্রথম শ্রেণীর নেতা।) (৩৫)

'আল্লামাহ স.ায়্যিদ সুলায়মান নদভী বলেন, গাস.স.ানীরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, তৎকালে রোম ও ইরানে কোন ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের সাহায্য তলব করা হতো। রোমবাসীদের ইতিহাসে যে সকল গাস.স.ানীদের নাম উল্লেখ করা হয়, তারা হচেছন, (ক)জবালহ (খ)হ্বারিস আকবর বিন জাবালাহ (গ) আবূ কারব মুনযির বিন হ্বারিসে আকবর (ঘ) নু'মান ইবনে মুনযির (ঙ) হ্বারিসে আছগর বিন হ্বারিসে আকবর (চ)হ্বারিসে আ'রাজ বিন হ্বারিসে আছগার (ছ) নু'মান বিন হ্বারিসে আছগার (জ) 'আমর ইবনে হ্বারিস (ঝ) হুজর ইবনে 'আমর । তাদের মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন জাবালাহ ইবনে আয়হাম, এর পরে প্রসিদ্ধ হলেন হ্বারিস ইবনে জাবালহ, তিনি ৫৬৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনপোলে গমণ করে ক্বয়ছরের (রোমের বাদশাহ) সাক্ষাৎ লাভ করেন ,তার মাধ্যমেই 'আরব কবি কূল সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়স. ক্বয়ছর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হন। (৩৬)

পরে তারা বেশী বিলাসপ্রিয় হয়ে যায়, হযরত হ্বাস.স.ান বিন সাবিত (রা.) জবালাহ ইবনুল আয়হামের কোন এক মজলিস সম্পর্কে বলেন, আমি ১০ জন নর্তকী দেখেছি এর মধ্যে ৫ জন

Dhaka University Institutional Repository

রোম দেশীয়, যারা রোমী ভাষায় গান করে। জাবালাহ ইবনুল আয়হাম এর দিকে এ ধরনের নর্তকীদের হকানো হতো। যখন তিনি মদ্য পানের জন্য বসতেন তখন তাকে য়াসমিন ইত্যাদি সুগন্ধি জাতীয় জিনিস বিছিয়ে দেওয়া হতো, তার জন্য মেশক্বে আম্বর ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত বাটি উপস্থাপন করা হতো। রৌপ্যের বাটিতে বিশুদ্ধ মিশক্ব রাখা হতো। তিনি শীতকালে আসলে তাকে উন্নতমানের সুগন্ধি কাঠ জালিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হতো। আর গ্রীষ্মকাল আসলে তাকে বরফ সম্পন্ন বস্তু ও গ্রীষ্মকালীন কাপড় দিয়ে অভ্যর্থনা জানানোহতো।(৩৭)

আর কিন্দাহ রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল য়ামনের অনুগামী, এটা হচ্ছে নাজ্দ দেশের অন্তর্ভূক্ত, তাদের রাজাগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইম্রাউল ক্বায়সে.র পিতা হুজ্র আল-কিন্দী। এ সাম্রাজ্য বনূ আসাদ গোত্রের হাতে হুজ্রের হত্যার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এবং তার পুত্র ইম্রাউল ক্বায়স.আনক্বারাহ নামক স্থানে রোমের বাদশাহ ক্বয়ছর এর কাছে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে নিহত হওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

২। ২য় প্রকার 'আরবরা ছিল এমন যে, তাদের রাজনৈতিক ছোয়া ছিল না। তারা ছিল গ্রাম্য 'আরবদের অন্তর্ভুক্ত তারা পরিচিত কয়েক গোত্রে বিভক্ত হয়। তারা তাদের শায়খের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ছিল। তারা ছিল স্বভাবগতভাবে অশ্বারোহী নেতৃত্ববান, সম্মানী, বিশুদ্ধভাষী। এদের প্রত্যেক গোত্রেই থাকত কবি বা কবি গোষ্ঠী। তাদের শায়েখের ছিল এমন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যা নির্ধারিত নীতিমালার মত তাদের সাথে লেগে থাকত। এর মধ্যে ছিল গণীমতের এক চতুর্থাংশ থাকবে এই শায়খ বা গোত্র প্রধানের। এবং ভাগ বন্টনের আগে ভাগ নির্বাচন থাকবে এ গোত্র প্রধানের উপর। এরপরেও গণীমতের বন্টনের পর বাড়তি কোন অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা পাবে এ গোত্র-প্রধান। এ বিষয়টাই জনৈক কবি তাদের শায়খকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

لك المرباع فينا والصفايا + و حكمك والنشيطة والفضول

আর তোমার জন্য রয়েছে যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত গণীমতের এক চতুর্থাংশ এবং গণীমতের নির্বাচিত (সবার আগে নিজের পক্ষ থেকে) অংশ। আর তোমার জন্যই রয়েছে হুকম, পথিমধ্যে প্রাপ্ত গণীমত এবং গণীমত বন্টনের পর রয়ে যাওয়া বাড়তি অংশ।(৩৮) তাদের শাসন পরিচালিত হত পরামর্শ ভিত্তিক। গোত্র-প্রধান পরামর্শ মোতাবেক যে সিদ্ধান্ত দিতেন, তার বিপরীত হত না। (৩৯)

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা :

প্রাচীন 'আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থাকে যে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা হচ্ছে :

(১) আদাব বা সাহিত্য (২) চিকিৎসা (৩) অনুসন্ধান বিদ্যা (৪) বংশ পরম্পরার বিদ্যা (৫)

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ বাণী বা গণনা বিদ্যা (৬) নক্ষত্র, বাতাস, বাতাসের পূর্ব লক্ষণ প্রদর্শনকারী তারকা ও মেঘমালা সম্পর্কীয় বিদ্যা।

১। সাহিত্য সম্পর্কীয় বিদ্যা : তারা ছিল ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এ কারণেই পবিত্র ক্বোর'আন তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে, কেননা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যদি চ্যালেঞ্জ স্থির থাকতে না পারে অন্য কেউ তাতে পারার প্রশ্ন আসে না। পবিত্র ক্বোর'আনের সূরাহ বাক্বারায় আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-(৪০)

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صٰدقين

অর্থাৎ আর যদি তোমরা আমার নাযিলকৃত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে থাক তাহলে অনুরূপ আরেকটি সূরাহ নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

সাহিত্য জগতে তারা কবিতার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ছিল। তারা সৃজনশীলতার কারণে কল্পনাকে প্রকাশ করেছেন এমন নহে, তাদের কবিতার মধ্যে ছিল গৌরবগাঁথা, গুণবাচক, প্রশংসা বাচক, নিন্দাসূচক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কবিতা তারা রচনা করত। 'ওমর ফররুখ বলেন, (৪১)

اتسع نطاق الشعر فى الجاهلية فلم يبق مقتصر على التعبير عن الخيال والوجد ان فحسب بل شمل ذكرا لمفاخر ورصف المعارك

তাদের দক্ষতা আরও বেড়ে গিয়েছিল, প্রতিযোগীতার কারণে। এটা সর্বজন প্রসিদ্ধ যে, তাদের বাৎসরিক, মাসিক, সাপ্তাহিক মেলা বসত এবং এ মেলায় যে কবিতা নির্বাচিত হত তা পছন্দনীয় কবিতা হিসেবে কা'বা শরীফের দেয়ালে সোনার হুরফে লিখে লটকিয়ে রাখা হত। (৪২)

তবে তারা গদ্য রচনায় ও পারদর্শী ছিল, কিন্তু তা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। ফলে পদ্য রচনার মত গদ্য রচনা তেমনভাবে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। (৪৩)

২। চিকিৎসা বিদ্যা : তারা আবার চিকিৎসা বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। তারা তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করত। ইসলাম আসার পর তাদের অনেক ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে বাতিল করেছে, তবে ঔষধকে স্বীকৃতি দিয়েছে। (৪৪)

৩। অনুসন্ধান বিদ্যা : এটা ছিল দুইভাবে (ক) কোন জিনিসের চিহ্নের উপর গবেষণা বা অনুসন্ধান (খ) কোন মানুষের উপর অনুসন্ধান, প্রথমটি তারা কোন কিছুর পদ-চিহ্নের মাধ্যমে ধরে নিত, বর্ণিত আছে যে, মুদ্বার গোত্রের লোকেরা উষ্ট্রের পদচিহ্ন দেখে বুঝে নিত যে, এ উষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

কানা, নাকি টেরা, বা তার কোন পার্শ্ব ঝুকানো, নাকি লেজ-কাটা ইত্যাদি। আর ২য়টি অর্থাৎ মানুষের অনুসন্ধান করে তারা ধরে নিত মানুষটির চেহারা অনুসারে তার বংশ পরম্পরা কি। তবে তারা শত্রুতা বশত কোন-কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করত।

৪। বংশ পরম্পরার জ্ঞান : এ বিদ্যায় তারা দারুণভাবে পারদর্শী ছিল। এটা তাদের সম্ভব হত ইতিহাসের উপর পারদর্শীতার দ্বারা। তাদের প্রত্যেক গোত্রই নিজ বংশ ও অপরের বংশ সম্পর্কে খবর রাখত তারা তাদের মধ্যকার যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংগ্রাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখত। তাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকত যারা বংশ সম্পর্কে পারদর্শী থাকত। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রা.)।

৫। ভবিষ্যৎ বাণী ও গণনা বিদ্যা : এ দু'টি বিষয়কে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। 'আরবদের অভ্যাস ছিল তারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গণকের কাছে আসত। গণক তার আন্দাজ মত ভবিষ্যৎ বাণী দিত। ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ গণকদের মধ্যে ছিল ইয়ামামার গণক। সে এ নামে প্রসিদ্ধ হলেও তার আসল নাম হচ্ছে রিবাহু ইবনে 'ইজলাহ (رباح بن عجلة)।

৬। নক্ষত্র, বাতাস ও বাতাসের পূর্ব লক্ষণ প্রদর্শনকারীর জ্ঞান : জাহেলী যুগে এ পদ্ধতি থাকলেও ইসলাম এ গুলোকে হারাম ঘোষণা দিয়েছে। (৪৫)

'আরবরা উপরেল্লিখিত বিষয়াবলী ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিল। তবে যে সকল বিষয়ে বেশী পারদর্শী ছিল সে বিষয় উপরে উল্লেখ করা হলো।,

'আরবরা তাদের সন্তানাদিদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখত। তবে ঐ সময়ে তাদের শহরে বসবাসকারীর চাইতে গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিরাই বেশী অভিজ্ঞ ও বিশুদ্ধভাষী ছিল। এ জন্য শহরে যারা থাকত তারা তাদের সন্তানদের গ্রামে পাঠিয়ে দিত।(৪৬)

ঐ যুগে 'আরবে সাঁতার ও তীর চালনা ও শিক্ষা দেওয়া হতো। সাঁতার ও তীর চালনায় পটু ব্যক্তিকে কামিল বলা হতো। رافع بن مالك অনুরূপ একজন কামিল ব্যক্তি ছিলেন।(৪৭)

'আরবী লিপিবদ্যা অতি প্রাচীন, কিন্তু এ লিপির ব্যবহার কখনও ব্যাপক হয়নি। শিক্ষা-দীক্ষার কোন বাধা-ধরা নিয়ম বেদুইন জীবনে কোন দিন পরিলক্ষিত হয়নি। উৎসাহীরা একান্ত ব্যক্তি গত উদ্যোগে এ পথে চেষ্টা চালাত। এ জন্য বিভাগে লোকসংখ্যা পারদর্শীতার দিক বিবেচনায় নিতান্ত কম।(৪৮)

ধর্মীয় অবস্থা :

জাহেলী যুগের ধর্মীয় অবস্থা বলতে কিছু ছিল না। তাদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারা যে সকল ধর্মভিত্তিক দলে বিভক্ত ছিল তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে (ক) পৌত্তলিক জড় পূজারী ও মুশরিক বা অংশীবাদী গোষ্ঠী (খ) য়াহুদী ও নাছারা (গ) হানীফ গোষ্ঠী। তাদের প্রত্যেকের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) পৌত্তলিক বা জড়পূজারী, মুশরিক বা অংশীবাদী গোষ্ঠী :

'আরবদের অধিকাংশ ছিল মুর্তি পুজক, তাদের বড় দেবতা ছিল হুবল, লাত, 'উয্যা, মানাত তারা এত বেশী মুর্তি পুজা করতো যে তাদের অনেকের নাম পুজনীয় বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকতো, যেমন- 'আব্দুশ শামস., 'আব্দুল ক্বামার, 'আব্দুন নুজূম, 'আব্দুন নার ইত্যাদি। (৪৯) হুযরত ইব্রাহীম (আ:) বা তার পরবর্তীকালে আল্লাহর একত্ববাদের উপর চরমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু পরে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র 'আরবে পৌত্তলিকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাদের নির্ধারিত মূর্তি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। এর মধ্যে গাছ, পাথর উল্লেখযোগ্য। যেমন, তাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গাত্বফান غـطـفـان গোত্রের নির্ধারিত মূর্তির নাম ছিল উজ্জা عـزى অথচ এটা ছিল একটা বৃক্ষ যা মক্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত। একে হুযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) কেটে ফেলেছেন।

হুযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এ সম্পর্কে একটি কবিতাও বলেছেন- তার কবিতা হচ্ছে-

ياعزكفرانك لا سبحانك + إنى رايت الله قد اهانك

(হে উজ্জা তোমাকে অস্বীকার করছি, তোমার পবিত্রতা বা মহানত্ব বর্ণনা করছি না। আমি দেখেছি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে অপদস্ত করেছেন।) (৫০)

আর এদিকেই পবিত্র ক্বোর'আন ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

افرأيتم االات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

(তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উজ্জা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে)(৫১)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قالوالاتذرن الهتكم رلاتذرن ودا ولاسواعا ولابغوث ويعوق ونسرا .

(তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ কর না এবং ওয়াদ্দ, সূয়া', ইয়াগুছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরাকেও পরিত্যাগ কর না।) (৫২)

ইমাম বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, এ পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'য়ালার নেক ও সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাহ ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হুযরত আদম ও নূহ (আঃ) এর মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তারা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের

Dhaka University Institutional Repository

পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তা'য়ালার 'এবাদাত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এ বলে প্ররোচিত করল যে, তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'ইবাদাত কর, যদি তোমরা মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে দাও, তবে তোমাদের 'ইবাদাতের পূর্ণতা লাভ হবে। তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে 'এবাদাতে বিশেষ পূলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের পূর্ব পুরুষ খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এ মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমা পূজার সূচান হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে জাগরুক হয়েছিল বিধায় তারা পারস্পরিক চুক্তিতে এদের নাম ব্যবহার করত। (৫৩)

আর লাত (الـــلات) ও সূর্য হেজায. ও দক্ষিণ 'আরবের দিকে বেশী দেখা যেত, তার পুজার স্থান ছিল ত্বায়েফ। বলা হয়, এটা ছিল চতুর্কোণ বিশিষ্ট একটি পাথর, যার রং ছিল সাদা, তাকে কেন্দ্র করে বনূ সাক্বীফ গোত্র একটি ঘর নির্মাণ করে। অতঃপর কুরায়শ গোত্রসহ সমগ্র 'আরববাসীরা তাকে সম্মান করতে থাকে। এরপর থেকে তারা ওয়াহ্বুল্লাত (وهـــب الـــلات) ও 'আব্দুশ শামস. (عبدالشمس) নাম ব্যবহার করতে পছন্দ করত।

অনুরূপ ভাবে, মানাত (مـــنـــــاة) ও ছিল একটি পাথরের নাম, যা মক্কা-মদীনার মধ্যখানে সাগরের তীরে অবস্থিত। কোন-কোন সময় তার নাম নিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হতো মৃত্যু দেবতার দিকে, তাকে মনে করা হতো ভাগ্য ও ফয়ছালার দেবতা হিসেবে। তার সম্মান ছিল খোয.া'আহ, হুযায়ল, এমন কি সমগ্র 'আরবে। বিশেষত 'আওস. ও খায.রাজের কাছে। কেননা তাদেরকে দেখা যায়, যখন তারা মক্কা শরীফে হুজ্জে যেত এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সব জায়গায়ই অবস্থান করত তখন তারা মাথা মুন্ডাতো না, যখন তারা হুজ্জের কার্যাদি শেষ করে বাড়ীর উদ্দেশ্যে ফিরত, তখন তারা (মানাত) নামক দেবতার কাছে যেত এ দেবতা ছাড়া তাদের হুজ্জই পূর্ণ হতোনা।

এমনিভাবে ওয়াদ্দ (ود) নামক দেবতাও ছিল দক্ষিণ 'আরবের অনুসরণীয় দেবতা। সে লাত, 'উয.্যা এর সাথে পিতা-মাতা পুত্র হিসেবে সংযুক্ত হবে। তার মুর্তি ছিল দূমাতুল জান্দাল নামক স্থানে। ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত ওখানেই ছিল।

সুয়া' (صـــواع) ছিল হুয.ায়ল ও কিনানাহ (هـــذيـــل و كـــنـــانة) এর মূর্তি। এটা হচ্ছে, একটা

Dhaka University Institutional Repository

পাথর, 'আরবরা এবং মুদ্বার গোত্রের অনেকে জাহেলী যুগে এর পুজা করত। কোন-কোন সময় তার নামকে ধ্বংস ও ক্ষতির উপাস্য বলে ইঙ্গিত দিত।

আর য়াগুস (يغوث) হচ্ছে هوازن গোত্রের একটি মূর্তি।

ইয়া'উক (يعوق) হচ্ছে হামাদান অঞ্চলের মূর্তি।

য়াগুছ এবং য়া'উক নাম সংরক্ষণকারী আত্মা অর্থে ব্যবহার করা হয়। য়াগুস(يغوث) অর্থ হচ্ছে يعين (অর্থ সাহায্য করেছে বা করে) আরা য়া'উক (يعوق) অর্থ হচ্ছে يحفظ (হেফাজত করছে বা করবে) এবং يمنع অর্থাৎ বাধা প্রদান করছে বা করে। আর নাসর (نسر) হচ্ছে হিময়ার গোত্রের উপাস্য, তার পুজা বেশী হতো উত্তর 'আরবে। তার নামকে সু-প্রসিদ্ধ পাখীর অর্থে ব্যবহার করা হতো। কথিত আছে যে, ওয়াদ্দ (وَدّ) ছিল পুরুষের আকৃতিতে সুয়া' (سواع) ছিল নারীর আকৃতিতে, য়াগুস (يغوث) ছিল সিংহের আকৃতিতে, য়া'উক (يعوق) ছিল ঘোড়ার আকৃতিতে,

আর নাস.র (نسر) ছিল শকুনের আকৃতিতে।

কুরাইশদের আরও দুটি প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল, ইস.াফ (اساف) ও নায়েলাহ (نائلة) নামে। বর্ণিত আছে যে, ইস.াফ ও নায়েলাহ নামের ২জন ব্যক্তি ছিল, তারা মন্দ কর্ম করায় তাদের পাথর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে অতঃপর তাদের পুজা করা শুরু করে দিল লোকজন। তাদের একজন বা একটি পাথর কা'বা শরীফ সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং অপরটি ছিল য.মযম (زمزم) কূপের স্থানে। আরও বর্ণিত আছে যে, ইস.াফ (اساف) ছিল হুজারে আস.ওয়াদ বা কালো পাথর এর কোণায়, আর নায়েলাহ (نائلة) ছিল রুকনে য়ামনী (ركن يمنى) নামক স্থানে, তাদের আরেক প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল মানাফ (مناف) নামে। এখান থেকেই নাম রাখা হলো عبد مناف (৫৪) এ রকম আরও অনেক মূর্তি ছিল, যেগুলোর পুজা তারা করত, অথচ এ পুজার পেছনে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তারা এসকল মূর্তির সাথে-সাথে কিছু পাথর রাখত, যার কাছে তারা তাদের কুরবানী/বলি দিত। এর মাধ্যমে তারা তাদের উপস্যের নিকটে পৌছে যাওয়ার দাবী করত। তারা এ সকল মূর্তির সংশ্লিষ্ট পাথরকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করত, এবং এগুলোকে অন্য দেহের বিপরীত হিসেবে মনে করত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يـاايهاالذين أمنوا انماالخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

(হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা, ভাগ্য নির্ধারণকারী কাঠি সমূহ, এসব হচেছ শয়তানের কাজ, এসব থেকে তোমরা বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার)

Dhaka University Institutional Repository

(৫৫) صنم ও وثن এর মধ্যে পার্থক্য হলো, صنم অধিকাংশ সময় মূর্তি আকারে হয়ে থাকে, আর وثن অধিকাংশ সময় পাথর হয়ে থাকে আবারصنمকে ও وثن নামে নামকরণ করা যায়। ইবনুল কালবী বলেন, 'আরবরা মূর্তির পূজায় বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ মূর্তিকে কেন্দ্র করে ঘর বানায় আবার কেউ মূর্তিকে হেফাজত করতে থাকে ঘর তৈরী না করেই। আর যারা ঘর বানাতে পারেনা বা মূর্তি ও পায় না তারা হারামের সমানে বা অন্যান্য পছন্দনীয় স্থানে পাথর রাখত সম্মানের সাথে ও কা'বাহ ঘরের প্রদক্ষিণের মত প্রদক্ষিণ করত। ওদের মধ্য থেকে কেউ যখন সফরে যেত তখন ৪টি পাথর নিয়ে যেত। একে উত্তম ভাবে সম্মানের নজরে দেখত, তাকে তারা রব হিসেবে মেনে নিত, অতঃপর এর উপর তারা ডেগ চড়িয়ে রান্না করত, আবার যখন ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ত, তখন এখানে ফেলে রেখে চলে যেত। তারা এর জন্য জবাই করত,বলি দিত। মুসলমানদের ক্বিবলাহ কা'বাহর মত তাদের অনেক কা'বাহ থাকত। ঐ সকল কা'বাহর উদ্দেশ্যে তারা সফর করত। তবে তাদের সবচেয়ে বড় কা'বাহ ছিল মক্কার কা'বাহ। তারা ওখানে ৭দিন পর্যন্ত ত্বাওয়াফ করত। সাফা-মারওয়ায় দৌড়াত। মনে করত এ দুই পাহাড়ে দেবতা আছে। এভাবে তারা হজ্জের কার্যাদি আদায় করত, কিন্তু তা ছিল তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে। তারা হজ্জে যেয়ে তালবিয়া পাঠ করত, কিন্তু তাতে ছিল শির্কের উক্তি। (৫৬)

এছাড়া, তাদের আক্বীদাহ দ্বারা এমন অনেক বস্তু হারাম করেছে যা তাদের জন্য হালাল ছিল যেমন বহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসী'লাহ হাম। উষ্ট্রী যখন ৫টি বাচ্চা প্রসব করত, তখন তারা তার কানকে আচ্ছামত ছেদন করত এবং একে তাদের উপর হারাম করে দিত। একে বলা হত বহীরাহ। ছাগল যখন ধারাবাহিক ভাবে ৭টি বাচ্চা প্রসব করত তখন তারা তাকে না খেয়ে দেবতার নামে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিত, এর নাম হলো ওয়াসী'লাহ। মান্নত করে কিছু উষ্ট্রী ছেড়ে দেয়া হত, তার নাম তারা বলত সায়েবাহ। উষ্ট্রী যখন ১০টি বাচ্চা প্রসব করত, তখন তাকে তারা হারাম ঘোষণা করত এর নাম ছিল হামী(حـــامي) (৫৭)। ইসলাম এসে এগুলোকে হারাম থেকে বিরত থাকতে বলেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

(খ) য়াহুদ-নাছারা

তখনকার সময়ে য়াহুদীদের বিচরণ ছিল উল্লেখযোগ্য, তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিল য়ামন ও হেজায. অঞ্চলের য়াহুদীরা। যে সকল গোত্রে য়াহুদীদের বেশী পাওয়া যায়, তারা হচ্ছে বনী কেনানাহ, বনী হারিস ইবনে কা'ব কিন্দাহ। তাদেরকে হিময়ারে পাওয়া যেত। (৫৮) এছাড়াও তারা ছড়িয়ে পড়েছিল, ইয়াসরিবও খায়বারে। তাদের (ইয়াহুদী দলের)

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ দলের নাম হচ্ছে, বনূ নাযীর। বনূ ক্বুরায়যাহ, বনূ ক্বাইনুক্বা'। (৫৯) 'আল্লামাহ সূলাইমান নদবী বলেন, য়াসরিব থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত সর্বত্র য়াহুদীরা ছড়িয়ে পড়েছিল। (৬০) আর খ্রীষ্টান ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল য়ামন ও উত্তর 'আরবে। ধারণা করা হয় যে, এ ধর্ম প্রচারিত হয়েছে খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে নাজরানে। (৬১) 'আরবের উত্তর সীমান্তে অধিকাংশ 'আরব গোত্র ছিল খ্রীষ্টান। ঘাস্.স.ান গোত্রও ছিল খ্রীষ্টান। 'ইবাদ নামে পরিচিত কিছু ব্যক্তি দেখা গিয়েছে। তারা সত্যের সন্ধান করেছিল। মূর্তি পুজার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল না। তারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে কোরআন হুানীফ বলা হয়েছে। 'আরবরা ধার্মিক ব্যক্তিকে হুানীফ বলতো। যুহায়র ইবনে সূলমা, যায়দ ইবনে 'আমর, 'উমাইয়া ইবনে আবিছ ছালাত, 'আল্লাফ ইবনে শিহাব আত-তামীমী, ক্বুস. ইবনে সা'ইদাহ প্রমূখ জাহিলী কবিদের কবিতায় তাওহীদ, পরকালের বিচার, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় ও আলোচিত হয়েছে। (৬২) মূলত ধারণা করা যায় যে, حنيف (হুানীফ) শব্দের অর্থ হলো, স্বীয় ধর্ম থেকে ঝুকে যাওয়া ব্যক্তি। তবে এ সকল হুানীফরা শুধুমাত্র মক্কায় ছিল এমন নয়। তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে ছিল। সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাদের অনেকের নাম উল্লেখিত আছে, তাদের মধ্যে ক্বুস ইবনে সা'য়িদাহ আল আইয়াদী (قس بن ساعدة الايادى) আবু যর গিফারী (ابو ذرالغفارى) ছিরমাহ ইবনে 'আবী আনাস. (صرمة بن ابى انس) 'আমির ইবনে য:াবর আল 'উদওয়ানী (عامربن الظرب العدوانى) খালিদ ইবনে সি.নান (خالدبن سنان) উল্লেখ যোগ্য। এদের সাথে আমরা আরও উল্লেখ করতে পারি, যারা মদ পান করেন নি, এমন কি নেশা জাতীয় কোন বস্তু তারা পান করেন নি, তারা শর বা কাঠি দিয়ে লটারী তোলেন নি, তাদের মধ্যে প্রধাণত হচ্ছেন, আব্দুল মোত্তালিব ইবনে হশিম, হুানয:ালাহ আল-রাহিব ইবনে আবী 'আমির গাসীলুল মালা'ইকাহ। (৬৩)

পবিত্র ক্বোরআনুল কারীমে এ দল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনও এক বচনের শব্দে, আবার কখনও বহুবচনের শব্দে। বহুবচনের শব্দে ১২ বার এসেছে। সবটাই প্রমাণ করছে যে, তারা ইব্রাহীম (আ:) এর ধর্মের উপর আছে, তারা য়াহুদী বা নাছারা নহে বা তারা মুশরিক ও নহে বরং তারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করে এবং এক আল্লাহ তা'য়ালাকে একক ভাবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وقالوا كونوا هودا او نصارىٰ تهتدوا قل بل ملة ابراهيم
حينفاوماكان من المشركين، قولوا امنابالله وما انزل
الينا ومااانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب

Dhaka University Institutional Repository

والاسباط، وماوتى موسى وعيسى وماوتى
النبيون من ربهم، لانفرق بين احدمنهم، ونحن له مسلمون
(بقرة ٢: ١٣٥_١٣٦)

(তারা বলে তোমরা ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাও তবেই তোমরা সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়, বরং আমরা ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর, আমরা ঈমান এনেছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস.হাক্ব ইয়া'কুব এবং তদীয় বংশধরের উপর এবং মূস.া, 'ঈস.া ও অন্যান্য নবীগণকে পালন-কর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তারই আনুগত্যকারী।) (৬৪)

চারিত্রিক ও স্বভাবজাত অবস্থা :

জাহিলী যুগের 'আরববাসীর মধ্যে চারিত্রিক বা নৈতিক কোন মান সম্মত অবস্থা ছিলনা। অনাচার নৈতিক অবনতি, ব্যভিচারে সয়লাব হয়ে পড়েছিল সারা 'আরব। মৃত্যুর পর বিমাতাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ـانه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ـ

(আর তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সকল মহিলাদের বিবাহ করেছেন, তাদেরকে তোমরা বিবাহ করনা। তবে অতীতে যা হবার হয়ে গেছে। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টতর পন্থা।)(৬৫) এরূপ ব্যভিচার পৃথিবীর অন্য কোথাও তখনকার আমলে ছিল কি না সন্দেহ। মদ্যপান জুয়া খেলা, লুঠতরাজ নারী হরণ কুসিদ প্রথা প্রভৃতি তাদের নৈতিক চরম অধঃপতনের স্বাক্ষর।

'আরবরা বিশেষত গ্রামে বসবাসকারীরা ছিল সভ্য সমাজের বিপরীত স্বভাবের, আর এর কারণ হলো, তারা গ্রামে বা মাঠে ময়দানে জন্ম ও জীবন যাপনের কারণে তাদের শিখিয়ে দেয় তারা যেন স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করে। তাদের এটা শিক্ষা দেয়, তারা যেন আল্পেতুষ্ট ও ধৈর্য্যশীল হয়ে থাকে। তারা সাধারণ জীবন বা অনেক মানুষের সাথে জীবন যাপন না করে একাকী থাকার কারণে তাদের মধ্যে একাকী থাকার স্বভাব গড়ে উঠে। গ্রাম্য বা মাঠের জীবন তাদের শিখিয়ে দেয় তারা যেন সাহসী হয়ে থাকে, তারা যেন যোদ্ধা হয়। এতদসত্ত্বেও তারা ছিল ন্যায় পরায়ণ, তারা মেহমান পেলে তাকে খুবই সম্মান করতে জানত, তারা মানুষকে সমাদর করতে

Dhaka University Institutional Repository

জানত। তারা দূর্বলদের সাহায্য করতে জানত। তারা চুক্তি বা অঙ্গীকার রক্ষা করত। (৬৬) তাদের বদান্যতার কারণে তাদেরকে প্রবাদ স্বরূপ পেশ করা হত যেমন হাতেম ত্বা'ঈ। তবে সাহায্য-সহায়তার ক্ষেত্রে তার গোত্রপ্রীতি দারুন দেখা দিত, তাদের মধ্যে একটা কথা বাণী ও নসীহত স্বরূপ ছিল তারা বলত-

انصراخاك ظالماً أو مظلوماً

(তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদি সে য.ালিম হয় বা মায:লূম হয়ে থাকেনা কেন।) দুরাইদ ইবনে সুম্মা এর কবিতায় তা প্রকাশ পেয়েছে সে বলেছিল-

وهل انالامن غزية ان غوت

غويث وان ترشد غزية ارشد

(গাবিয়াহ গোত্রের লোক যদি তারা ভুল করে তাহলে আমিও ভুল করব আর তারা যদি শুদ্ধ করে তাহলে আমরা শুদ্ধ করব) (৬৭)

অর্থনৈতিক অবস্থা :

জাহেলী যুগে 'আরবদের অধিকাংশ ছিল গ্রামবাসী তারা জীবন বাঁচাতে অনেক সংগ্রাম করত। তারা তাদের উট, চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদি নিয়ে একস্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের জীবিকার প্রধান হাতিয়ার ছিল লুঠতরাজ, চুরি, ছিনতাই এর জন্য তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করত। (৬৮) তাদের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিকাজ ছিল প্রসিদ্ধ। (৬৯) তাদের বাণিজ্যিক পন্যদ্রব্য বিভিন্ন মেলায় উঠত। এ সময় যে মেলাগুলো প্রসিদ্ধ ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। 'উকায মেলা : (سوق عكاظ) এটা ছিল মক্কা ও ত্বায়েফ এর মধ্যবর্তী স্থানে। এটাই ছিল সবচাইতে প্রসিদ্ধ মেলা,ঐ মেলা যিলক্বদ মাসের ১ম দিন থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকত।

২। মিজান্নাহ মেলা :(سوق مجنّة) এটা ছিল যিলক্বদ মাসের শেষ দশদিন।

৩। যিল মাজায মেলা : (سوق ذي المجاز) এটার শুরু ছিল জিলহুজ্জ এর প্রথম দিকে এবং শেষ ছিল হুজ্জের সময় পর্যন্ত। তবে এ সকল মেলা শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যে ছিলনা বরং তা ছিল তাদের সাহিত্য চর্চার জন্যও। (৭০)

বছরে প্রায় ১৩টি মেলা 'আরবের নানা এলাকায় নিয়মিত বসত। এ মেলাগুলোতে হুীরাহ-নৃপতিরাও বাণিজ্য পণ্য পাঠাত। তাদের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, লৌহ, চামড়া, চামড়ার তৈরী জিনিস, ভেড়া, ছাগল, ইত্যাদি। তারা আমদানী করত খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, মদ, অস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি। তারা সুযোগ পেলে এক গোত্র আরেক

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রের মাল চুরি করে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করত না। (৭১)

জাহেলী যুগে 'আরবদের আরেকটি অর্থনৈতিক উৎস ছিল- শিকার করা; তারা এর জন্য কুকুর, বাজপাখী ইত্যাদিকে তথা শিকারের উপযুক্ত প্রাণীকে শিক্ষা দিত। অতএব, তারা যখন নিজে নিজে শিকার করতে অক্ষম হতেন, তখন তারা ঐ সকল শিকারীকে প্রেরণ করতেন। কবি লাবীদ বিন রবী'য়াহ (রা.) তার কবিতায় এটাই বলেছেন। তিনি বলেন-

حتى اذا يئس الرماة وأرسلوا + غضفا دواجن قافلا أعصامها

(যখন তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যায় তখন সে প্রেরণ করে শিকারী কুকুরকে যে হার পরিহিত) তবে যারা কৃষিকাজ, ব্যবসা, শিকার ইত্যাদি কোন সঠিক পদ্ধতি জানতনা বা যাদের এসবের কোন ব্যবস্থা ছিলনা তারা অভাব অনটনের জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করত। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় দু'জন কবি বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হচ্ছেন তা'ব্বাতা শাররান ও শানফারা। (৭২) হারিস বিন হিল্লিয. াহ বলেন-

هل علمتهم أيام ينتهب الناس + غوارا لكل حى عواء

(তোমরা সে সময়ের খবর জান, যখন লোকেরা পরস্পর লুঠতরাজ করত এবং সব গোত্রের মহা আর্তনাদ ছিল) (৭৩)

(গ) আরবী কবিতার পরিচয়

* কবিতার পরিচয়
* কবিতার প্রকারভেদ
* আরবী কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ
* আরবী কবিতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ও তার অপনোদন
* আরবী কবিতার উৎস
* আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য
    - ☆ শব্দগত বৈশিষ্ট্য
    - ☆ অর্থগত বৈশিষ্ট্য

কবিতার পরিচয় :

কবিতা শব্দটির 'আরবী হচ্ছে شعر বহুবচনে اشعار আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা باب نصر ينصر এর মাসদার, অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা, অনুভব করা, জানা, কবিতা রচনা করা,

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা বলা, কবিতা শোনানো ইত্যাদি। কবিতাকে বুঝাতে شعر শব্দ ব্যবহারের কারণ হচ্ছে شعر শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে- অনুভূতি, এখান থেকে شاعر অর্থ হলো অনুভূতিশীল ব্যক্তি। মানুষ যখন চরম আবেগপ্রবণ তথা চরম অনুভূতিশীল হয়ে পড়ে তখন সে যেকোন মাধ্যমে একে প্রকাশ করতে চায়, আর মানুষের শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তার ভাষা বা কথা বলার শক্তি, যেভাবে অন্যান্য প্রাণী আবেগপ্রবণ ও চরম অনুভূতিশীল হয়ে পড়লে বিভিন্ন ধ্বনির মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকে, যেমন- সিংহ তার গর্জনের মাধ্যমে, ঘোড়া তার হ্রেষা ধ্বনির দ্বারা, কুকুর তার ঘেউ-ঘেউ শব্দ দ্বারা। কোন-কোন সময় এ অনুভূতি আরও চরমে পৌঁছলে তাদের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়, যেমন- কবুতর ও ময়ূরের স্পন্দন। মহান আল্লাহ যাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তারা তাদের চরম অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতা বলে থাকে এবং তাতে যখন আরও বেশী অনুভূতি আসে তখন তার কবিতায় সুর দেয় আবার যখন তাতে আরও বেশী অনুভূতি আসে তখন নাঁচতে শুরু করে। এদিক থেকে ওজন, সুর ও নৃত্যের সমষ্টির নাম شعر কিন্তু সুর ও নৃত্য সর্বদা থাকতে হবে এমনটি জরুরী নয়। তবে ওজনের অস্তিত্বের সাথে-সাথে সুর ও নৃত্যের অস্তিত্ব আছে, একে অস্বীকার করা যায় না। 'আরবরা সুর দিয়ে যখন কবিতা বলত তখন একে কবিতা না বলে বলত أنشودة বা সঙ্গীত।

অতএব, বুঝা গেল شعر বা কবিতা হচ্ছে- যার মধ্যে ওজন, সুর ও নৃত্য আছে, তবে কবিতার মধ্যে ওজন বা ছন্দ মিল হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয়। (৭৪)

পরিভাষায় :

পরিভাষায় কবিতার সংজ্ঞা নিরূপন করতে নান মুনির নানা মত পাওয়া যায়, পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বিবরণ আছে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وماعلمناه الشعروماينبغى له ان هو الا ذكر وقرآن مبين

(আমি তাকে কবিতা রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নহে। এতো কেবল নছীহাত এবং প্রকাশ্য ক্বোরআন) (৭৫) আল্লাহ তা'য়ালা এখানে কবিতাকে নবুওয়াতের পক্ষে শোভনীয় নহে বলেছেন, কারণ নবুওয়াত অমান্যকারীরা মানুষের মনে ক্বোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারতনা। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও ক্বোরআনকে যাদু বলেছে, এবং রাসূল (দ.) কে যাদুকর বলেছে, তারা ক্বোরআনকে কবিতা ও রাসূল (দ.)কে কবি বলেছে। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এ অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার

Dhaka University Institutional Repository

করে, না হয় কবিতা যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি নবীকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নহে, সুতরাং তাকে কবি বলা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কবিতা কেন ভাল নয়, এ ব্যাপারে পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-(৭৬)

والشعراء يتبعهم الغاون ـالم تر انهم فى كل واد يهيمون ـ وانهم يقولون مالايفعلون ـ الاالذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروامن بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا اى منقصلب ينقلبون ـ

(আর বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রত্যেক ময়দানেই উভ্রান্ত হয়ে ফিরে। এবং এমন কথা বলে যা তারা করেনা, তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ তা'য়ালাকে খুবই স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়ন কারীরা শিঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?)

আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ - যারা ওজন বিশিষ্ট ও মিলযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে; ফাতহুল বারীর এক বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এ আয়াতখানা নাযিল হওয়ার পর হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ, হাস.স.ান বিন সাবিত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দ.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 'আরজ করেন- ইয়া রাসূল (দ.), আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতখানা নাযিল করেছেন, আমরাওতো কবিতা রচনা করি, এখন আমাদের উপায় কি? রাসূল (দ.) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক, ভ্রান্ত এবং উদ্যশ্যপ্রণোদিত না হয়, তাহলেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারকগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদের বুঝানো হয়েছে, কেননা পথ ভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্যত জিন তাদের কবিতার অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয় বরং যে কবিতায় আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য আচরন ফুটে উঠে,কিংবা যে কবিতা আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অথবা অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয়, অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা সে কবিতাই নিন্দনীয়। যেসব কবিতা গোনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেসব কবিতাকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিক্রমভূক্ত করেছেন। (৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের পরিভাষায় :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর অনেক হাদীস থেকে কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাদীসেও কোন-কোন সময় কবিতাকে উত্তম বলা হয়েছে, আবার কোন-কোন সময় মন্দ বলা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআনে যেভাবে পাপ মিশ্রিত কবিতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে, আর যদি পাপ মিশ্রিত না হয় তাহলে উত্তম বলা হয়েছে, হাদীসেও অনুরূপ বলা হয়েছে, উবাই ইবনে কা'ব রাসূল (দ.)থেকে ইরশাদ করেন,

ان من الشعر لحكمة

(নিশ্চয় কিছু-কিছু কবিতা এমন রয়েছে যা হচ্ছে হেকমতপূর্ণ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন।

اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كلّ شئى ماخلاالله باطل

(কবিদের মধ্যে সবচাইতে সঠিক ও যথার্থ বানী হচ্ছে যা কবি লাবীদ বিন বরীয়াহ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া এ জগতে যা কিছু আছে সবই বাতিল) হযরত 'আমর ইবনে শারীদ, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল (দ.) এর পেছনে আরোহী ছিলাম, রাসূল (দ.) বললেন, তোমার কাছে কি উমায়্যা ইবনে আবিছ ছালতের কবিতা আছে, আমি বললাম, হ্যাঁ, রাসূল (দ.) বললেন, তা আমাকে শুনাও, আমি তাকে গেয়ে শুনালাম, রাসূল (দ.) বললেন, আরো শুনাও, আবার শুনালাম, আবার বললেন, আরো শুনাও, আবার শুনালাম, এভাবে একশত বাইত তাঁকে গেয়ে শুনালাম। হযরত বারা' ইবনে 'আযি.ব থেকে বর্ণিত, রাসূল (দ.) বনু ক্বোরাইয:াহর যুদ্ধে হযরত হাস.স.ান বিন (রা.) কে বলেন-

أهجُ المشركين فان جبرئيل معك و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أجب عنى اللهم أيّده بروح القدوس۔متفق عليه۔

(হে হাস.স.ান তুমি মুশরিকদের উপর তোমার নিন্দাসূচক কবিতার মাধ্যমে আক্রমণ চালাও কেননা জিব্রাইল তোমার সাথে আছেন, রাসূল (দ.) হাস.স.ান বিন সাবিত (রা.)কে বলতেন, হে হাস.স.ান তুমি জবাব দাও, হে আল্লাহ তুমি তাকে রুহুল ক্বুদস বা জিব্রাঈল (আ.) দ্বারা তাকে সাহায্য করে শক্তিশালী করে তোল। (৭৮)

রাসূল (দ.) কবিতা বলতে পারতেন না, কেননা কবিতা বলা হয় কাল্পনিক ও স্বরচিত কবিতাকে, তা পদ্যে হউক বা গদ্যেই হউক। ক্বোরআনকে কবিতা এবং রাসূল (দ.)কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল, তার আনিত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প গুজব অথবা তারা

Dhaka University Institutional Repository

বুঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাছ্ছাছ্ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত 'আয়েশা (রা.)কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল রাসূলুল্লাহ (দ.) কখনও কবিতা আবৃত্তি করতেন কি না। তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণত করতেন না তবে তিনি এক পংক্তি কবিতা একবার আবৃত্তি করেছিলেন। পংক্তিটি হচ্ছে-

ستبدى لك الايام ماكنت جاهل + ويأتيك بالأخبار من لم تزود

তিনি ২য় من لم تزود بالاخبار এর স্থলে من لم تزرد بالاخبار বলেছিলেন। (৭৯)

এতদসত্বেও কোন-কোন সময় তিনি যখন হাদীস বলতেন, তখন হাদীসখানা কবিতার মত হয়ে যেত, যেমন তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন মাটি তুলছিলেন

واالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولاصلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا

(আর আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ পাক না হতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতামনা, আমরা সাদক্বাহ করতে পারতামনা, আমরা নামাজ আদায় করতে পারতামনা, অতএব, হে আল্লাহ, আমাদের উপর সাকীনাহ নাযি.ল করুন এবং আমরা যদি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে যাই, তাহলে আমাদের পা কে মজবুত করে রাখুন।)

আর এতে করে সাহাবায়ে কিরাম কবিতার প্রতি উৎসাহিত হতেন। যেমন খন্দকের যুদ্ধে মুহাজির ও আনছারগণ খন্দকের খাল খননের মুহূর্তে বলেন-

نحن الذين بايعوا محمدا ـ على الجهاد مابقينا ابدا

(আমরা হলাম এমন জাতি যারা মুহাম্মদ (দ.) এর কাছে জিহাদর উপর বায়'য়াত করেছে এবং এ বায়'য়াতের উপরে আমরা থাকব, যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকি।) রাসূল (দ.) তাদের একথা শ্রবণান্তে বললেন,

اللّهم لاعيش الاعيش الأخرة ـ فاغفر للأنصار والمهاجرة

(হে আল্লাহ! আমাদের আখেরাতের আরাম ব্যতীত আর কোন আরামের চিন্তা নাই, সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমা করুন।) কিন্তু কবিতা যদি সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথা ইসলামের বিপক্ষে বা পাপ মিশ্রিত হয়, তাহলে তা হচ্ছে নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) এর এ রেওয়ায়াত খানা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (দ.) বলেছেন-

لأن يمتلىء جوف رجل قيحا يراه خير من أن يمتلئى شعراً

(পুর্জ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম।)

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বোখারী (র.) বলেন, আমার মতে এর অর্থ হচ্ছে, কবিতা আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ, ক্বোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ ও পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনি ভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা, বিদ্রুপ অথবা অন্য কোন শরী'য়াত বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্ব সম্মতিক্রমে হ্বারাম। এটা শুধু কবিতার বেলায় নয়, গদ্যে ও যদি ইসলামের বিরোধী বিষয়বস্তু হয়, তাহলে তা হ্বারাম। (৮০)

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে :

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখুরী বলেন-

الادب الانشائى اولايجادى هوالذى ينتجه الأديب بقواه الغريزية

اوالكسبية وهو يقسم الى قسمين أحدهما كلام منظوم يعتمد فى لفظه على الوزن والقافية وفى معانيه على الخيال والعاطفة ويسمى شعراً .

(সৃজনশীল বা সৃজনমূলক সাহিত্য হচ্ছে ঐ সাহিত্য, যাকে সাহিত্যিক তার স্বভাবজাত বা অর্জিত শক্তি থেকে রচনা করে থাকে। এটা দুই প্রকার এর মধ্যে একটি হচেছ : ঐ সাহিত্য যা এমন সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী যে, তার শব্দাবলীর মধ্য ওজন ও ছন্দকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে এবং গুরুত্ব প্রদান করা হবে তার অর্থের মধ্যে আবেগ, কল্পনাকে। আর একে কবিতা বা شعر বলা হয়।) (৮১) আহ্বমদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত বলেন-

الشعرهوالكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة .

(কবিতা হচ্ছে ঐ ছন্দোবদ্ধ ওজন ওয়ালা কবিতা যা চমৎকার চিন্তা এবং অর্থপূর্ণ ছবিও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।) (৮২) বুত্বরুস. আল-বুস্তানী বলেন,

هو الكلام الذى قصد وزنه وتقفيته على أوزان مختلفة واتباع قافية واحدة.

(সেটা হচ্ছে, এমন কলাম যার মধ্যে ওয.ন রয়েছে, এবং ভিন্ন-ভিন্ন ওয.নে ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দমিল রয়েছে।) (৮৩)

কবিতার প্রকারভেদ :

আহ্বমদ হ্বাস.ান যায়্যাত বলেন, কবিতা হচ্ছে ৩ প্রকার (১) وجدانى বা সৃজনমূলক (২) قصصى বা কাহিনীমূলক (৩) تمثيلي বা নাটকীয়।

প্রথমটি, অর্থাৎ وجدانى এর আরেক নাম হলো غنائى এটা হচ্ছে, কবি তার প্রকৃতি থেকে কবিতা প্রস্তুত করে, তার হৃদয়ের অনুভূতি থেকে সাজিয়ে, হৃদয় নিংড়ানো ভাষায় বাহিরে স্থানান্তরিত করবে। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ قصصى হচ্ছে, কাহিনীর আকারে যুদ্ধের বর্ণনা বা গোত্রের

Dhaka University Institutional Repository

গৌরব গাঁথা বর্ণনা করা। তৃতীয়টি, অর্থাৎ-تمثيلي হচ্ছে,কবি কোন ঘটনাকে বর্ণনা করতে যেয়ে এমন কয়েকজন ব্যক্তির আশ্রয় নিবেন যাদের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে, কবি তাদেরকে দিয়ে উপযুক্ত কথা বলাবেন এবং কাজও করাবেন। সে যুগে কবিতার সকল প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটিই ছিল বেশী অগ্রগণ্য। কেননা,এ ধরনের কবিতায় রয়েছে সুরের ব্যবহার, আর কবিতার মূল হচেছ, তা সুর করে প্রকাশ করা।এতদ্ব্যতীত,মানুষ অন্যের বিষয়ের চাইতে নিজের বিষয়কে বেশী বুঝে থাকে এবং অন্যের আবেগের চাইতে নিজের আবেগকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর এ প্রথম প্রকারে নিজের বিষয়কেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কবিতার মূল হলো, কল্পনা বা চিন্তা, আর কল্পনার মূল চালিকা শক্তি হলো অনুভূতি, এ অনুভূতিশক্তি কবিদের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশী হয়ে থাকে, আর আরব কবিদের অনুভূতি ছিল আরও উন্নতমানের, তারা তাদের অনুভূত বিষয়কে সুর দিয়ে প্রকাশ করত। 'আরবরা যুদ্ধের বর্ণনা বা বীরত্বের বর্ণনা ব্যতীত কোন কিচ্ছা-কাহিনীকে শুনতে পছন্দ করতনা। তারা নারীর সৌন্দর্য ব্যতীত কোন সৌন্দর্যকে গুরুত্ব প্রদান করত না, ফলে তারা তাদের কবিতায় নারীদের সৌন্দর্য, প্রেম, প্রীতির অনুভূতিকে সর্বাগ্রে বর্ণনা দিত। অতএব شعرغنائى أو وجدانى তথা সৃজনমূলক বা গান বা কবিতাই হলো ঐ যুগের মৌল কবিতা। কেননা এতে কবি তার নিজের নাফসে.রই চিত্রায়ণ করে থাকে এবং সে তার অনুভূতিটা এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করে থাকে যে, তার আবেগটা অনেকের অন্তরের আবেগের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়, এমনকি তার কবিতার প্রকাশটা অনেকের প্রকাশের সাথে মিলে যায়, ফলে সে বলার সাথে-সাথে মানুষ একে বারংবার বলতে থাকে, তার কথাটা চুরি করে থাকে। قصصى বা تمثيلى তথা কাহিনীমূলক বা নাটক মূলক কবিতা এমন প্রভাবশালী নহে। কেননা এ ধরণের কবিতা বর্ণনার চাহিদা রাখে, আবার চিন্তা-ভাবনার চাহিদাও রাখে। 'আরবরা মূলতঃ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তারা কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে জানতে চায়। তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে কথা বলতে জানে, তারা কোন আলোচনা গভীরভাবে করতে খুবই কমই জানে।(৮৪)

ড. শাওক্বী দ্বায়ফ বলেন, গ্রীক যুগ থেকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের কাছে কবিতার বিভিন্ন প্রকরণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়,সাহিত্য সমালোচকগণ এসব কবিতাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছন,আর তা হচ্ছে-(১) شعرقصصي বা কাহিনীমূলক شعر تعليمي বা শিক্ষামূলক (৩) شعر تمثيلي বা অভিনয়মূলক (৪) شعر غنائي বা সঙ্গীতমূলক।

প্রথম প্রকার তথা কাহিনীমূলক কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো,এতে কবিতা হতো বেশ দীর্ঘ, কখনো-কখনো একটি কবিতা কয়েক হাজার পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো। কাহিনীমূলক কবিতায় ঘটনার

Dhaka University Institutional Repository

একটা ধারাবাহিকতা থাকে। বিবেশ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সে ঘটনা আবর্তিত হয়ে থকে,সেই ব্যক্তিকে কাহিনীর নায়ক মনে করা হয়; নায়ক ছাড়া কাহিনীতে অন্যান্য ব্যক্তিও থাকে, কিন্তু তাদের ভূমিকা ২য় শ্রেণীর বলে বিবেচিত হয়, এ ধরনের কবিতায় কাহিনীই মূখ্য, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে একে কবিতার ছন্দে লিখা হয়। এর মধ্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা অত্যন্ত সুক্ষ। কাহিনীমূলক কবিতায় কল্পনা প্রবণতার ব্যাপক ভূমিকা থাকে। এ শ্রেণীর কবিতায় গ্রীক সাহিত্যের দেব-দেবীর বর্ণনার ধারাবাহিকতা অন্তর্ভূক্ত থাকে।গ্রীক কাহিনীকাব্যে হোমর রচিত 'ইলিয়াড' বিশ্ববিখ্যাত।এ কাব্য সুলায়মান আলবুস্তানী (سليمان البستاني)'আরবীতে অনুবাদ করেছন।গ্রীক ছাড়াও অন্যান্য জাতির সাহিত্য সম্পদের মধ্যেও কাব্য কাহিনীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।এপ্রকারের কবিতায় কবি তার আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু কল্পনার উপর ভর করে নায়ক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।এ কাহিনী মূলক কবিতা (شعر قصصي)এবংশিক্ষামূলক কবিতা (شعر تعليمي) তথা যাতে শিক্ষা বা জ্ঞান বিষয়ক উপাখ্যন থাকে,যেমন-গ্রীক কবি হায.য়ূদ (هزيود)তার কবিতা আল-আ'মাল ওয়াল আয়্যাম (الأعمال والأيام)এবং কবি হুরাস. (هوراس) তার ফান্নুশি'র(فن الشعر)নামক কবিতায়,'আবান ইবনে 'আব্দিল হ্বামীদ (آبان بن عبد الحميد) তার কবিতায় আলোচনা করেছেন,তা জহিলী যুগে প্রচলিত ছিলনা। এমনিভাবে অভিনয়মূলক বা নটকীয় কবিতা (شعر تمثيلي)ও জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিলনা।জাহেলী যুগে যেটা প্রচলিত ছিল সেটা হচ্ছে সঙ্গীতমূলক কবিতা (شعر غنائي)। এ কবিতায় তারা তাদের মৌলিক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করত,হয়তোবা তা আনন্দ দায়ক, আর না হয় তা দুঃখজনক হয়ে তা প্রকাশ পেত। এ ধরনের কবিতার অস্তিত্ব গ্রীক যুগ থেকেই পওয়া যায়। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী(ابو الفرج الأصبهاني) বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করেছেন যে, কবিগণ নিজেদের কবিতা নিজেরাই গানের ঢংগে পাঠ করতেন । উদাহরণ স্বরূপ সুলায়ক ইবনুস. সু.লাকাহ (سليك بن السُّلكة) 'আলক্বামাহ ইবনে 'আব্দাতুল ফাহুল (علقمة بن عبدة الفحل) আল 'আশা (الأعشي) প্রমূখের নাম উল্লেখ করা যায়।আ'শা সম্পর্কে এটাও উল্লেখ রয়েছে যে,তিনি সঙ্গীতের সাথে বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার করে গান গাইতেন।সম্ভবতঃ এ কারণেই তাকে ছুন্নাজাতুল 'আরব (صنّاجة العرب) অর্থাৎ 'আরবের বাদ্য যন্ত্র ওয়ালা নামে নামকরণ করা হতো।আবুন নাজম(ابو النّجم) জনৈক গায়িকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,

تغنّي فان اليوم يوم من الصباء+ ببعض الذي غنّي امرؤ القيس أوعمرو

(হে প্রেয়সী!তুমি আজ গান গাও।আজ হচ্ছে চিত্ত বিনোদনের দিন,যে চিত্তবিনোদন করতে কাবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস.এবং 'আমর ইবনে ক্বমী'আহও দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন ।কবি হ্বাস.স.ান

Dhaka University Institutional Repository

বিন স.াবিত বলেন,

تغنّ بالشعر اما كنتَ قائله +ان الغناء لهذٰ الشعر مضمارُ

(তোমরা ইচ্ছামত কবিতা আবৃত্তির দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা কর।কেননা সঙ্গীতই হচ্ছে এ কবিতার উর্বর শস্যভূমি।)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাই পরিস্কার হয় যে,সঙ্গীতই ছিল জাহিলী যুগের কবিতার ভিত্তি।আর এ করণেই সম্ভবতঃ তারা কব্য শিক্ষাকে ইনশাদ(الانشـــاد) নামে আখ্যায়িত করেছে।এ ব্যাপারে উটের পিছনে গাওয়া হুদা (حُـداء)এর কথা উল্লেখ করা যায়,যা তারা ভ্রমণের সময় উটের পিছনে গেয়ে যেত। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,কুরায়শ নেতা আবু সুফিয়ান যখন এ যুদ্ধের সময় নছীহ্বাত প্রদান করলেন,তখন আবু জাহ্ল বলে উঠলো,

(والـلـــه لا نــرجــع حتــي نــردَ بــدراً فيـنـقـم عـلـيــه ثـلاثـاً ونـنـحـر الـجـزر ونـطـعـم الطعام ونُسقي الخمور وتعزف علينا القيانُ وتسمع بنا العرب)

অর্থাৎ, আল্লহর শপথ! আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কথামত ফিরবনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বদর প্রান্তরে অবতরণ করব এবং তিন দিন অবস্থান করব, জন্তু ক্বোরবানী করব, উন্নত খাবার খাব, মদিরা পান করব, গয়িকারা আমাদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করবে এবং 'আরবরা তা শুনবে। এমনিভাবে তারীখে ত্বাবারী(تـاريخ الطبري) ও কিতাবুল ;আগানী(كتـاب الأغاني) নামক গ্রন্থে আছে যে,হিন্দ বিন্‌তে 'উতবাহ (هـنــد بـنــت عتبة) এবং কুরয়শদের কয়েকজন নারী দফ বাজিয়ে গান করে উহুদের যুদ্ধে কফিরদের উত্তেজিত করত। হিন্দ বিন্‌তে উত্‌বাহ্ এ ব্যাপারে বেশী পরদর্শী ছিল,নিম্নে তার কবিতার দু'টি লাইন ইল্লেখিত হলো,

ان تقبلوا نعانقْ+ونفرشِ النمارقْ

أوتدبروا نفارق+فراق غير وامق

অর্থাৎ, যদি তোমরা অগ্রসর হও, তাহলে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব, এবং বিছানা বিছয়ে দিব,আর তোমরা যদি পিছপা হও, তাহলে আমরাও তেমাদের সাথে বিচেছদ ঘটাব,যেন তোমাদের সাথে আমদের কোন ভলবাসাই নেই।

এমনি ভাবে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠনেও গান বাজনার আয়োজন করত। দেবতার সামনে নযর নিয়ায. পেশ করার সময় এবং বলি দেয়ার সময় ধর্মীয় গান করত। বৃষ্টির জন্য বৃষ্টি দেবতার কাছে গান বাজনা করত।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের এ বিষয় পরিস্কার হয় যে,জাহিলী 'আরবে সঙ্গীত মূলক

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা (الشعر الغنائي) প্রচলিত ছিল এবং এর চর্চা হতো দারুণভাবে।(৮৫)

দীর্ঘতা অনুসারে কবিতাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ক্বাসীদাহ (গীতি কবিতা বা দীর্ঘ কবিতা) ও ক্বিত'আহ বা খন্ড কবিতা। দীর্ঘ কবিতায় সাধারণত ২৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত বায়ত বা লাইন থাকে। মু'আল্লাক্বাত হচ্ছে দীর্ঘ গীতি কবিতা। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ মু'আল্লকায় একশ চার এর বেশী বায়ত নেই। ক্বাসীদাহর প্রতিটি বায়তের এক একটি চরণকে মিছরা' বলা হয়। প্রথম বায়তের দু'মিছরা' এর শেষ অক্ষরে মিল থাকে। এবং এ অক্ষর মিল পরবর্তী বায়ত গুলোর শুধু শেষ মিছরা'র অন্তে পরিলক্ষিত হয়। 'আরবী কবিতায় এ অক্ষর মিল অতি প্রয়োজনীয়। 'আরবী কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের অস্তিত নেই ১৬টি সুসংবদ্ধ ছন্দে আরবী কবিতা রচিত হয়েছে। (৮৬)

বিষয় বস্তুর দিক বিবেচনায় কবিতাকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। আর তা হচ্ছে (১) الوصف (২) الفخروالحماسة (৩) المدح (৪) الحكمة (৫) الهجاء (৬) الرثاء (৭) الاعتذار (৮) شعرالصعاليك (৯) الغزل এ প্রকারগুলো মূলতঃ الشعر الغنائي এর প্রকার, ( )প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। الوصف : এ শব্দটি باب ضرب يضرب এর মাসদার অর্থ হচ্ছে বর্ণনা দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা(এ বিশ্লেষণ حقيقى হতে পারে আবার مجازى ও হতে পারে।), মাঠের বর্ণনা, বাস্তুভিটার বর্ণনা, বাহনের বর্ণনা(উট, ঘোড়া, ইত্যাদি), প্রকৃতির বর্ণনা যেমন- বাতাস, বৃষ্টি, নদী, সাগর, শিকার ইত্যাদির বর্ণনা। (৮৭) এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যোগ্যতা রাখতেন ইমরাউল কায়েস, যেমন- তার একটি বর্ণনা হচ্ছে-

كان بثيرافى عرانين وبله + كبيرا تاس فى بجاد مزمل

كاذراس المجمير غدوة + من السيل والغثاء فلكة مغزل

ঢলের প্রথম আঘাতে সবীর পর্বত জলমগ্ন হয়েছে, ফলে পর্বতটি ঝালর বিশিষ্ট চাদরে ঢাকা এক বিত্তশালী গোত্র প্রধানের রূপ ধারণ করেছে। বন্যায় মুজায়মির টিলার চুড়ায় আবর্জনা জমেছে, তাই ভোরের দিকে টিলাটিকে তুল জড়ানো চরকার দেখাচ্ছে। (৮৮)

উল্লেখ্য যে, প্রথম-প্রথম কবিতা যখন বর্ণনা মূলক হতো তা যে কোন বিষয়ের হউক না কেন তাকে وصف বলা হতো। পরবর্তীতে অনেক বিষয় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন প্রণয়মূলক কবিতাকে বলা হয় غزل মদ সম্পর্কে বর্ণিত কবিতাকে বলা হয় خمريات শিকারের বর্ণনা মূলক কবিতাকে বলা হয় طرد (৮৯)

(২) الفخر والحماسة : فخر শব্দটি বাবে سمع يسمع এর মাসদার অর্থ অহঙ্কার করা/বড়াই

Dhaka University Institutional Repository

করা/গঠকরা, অনুরূপভাবে حماسة শব্দটি বাবে سمع يسمع এর মাসদার অর্থ সাহস, বীরত্ব, দৃঢ়তা, আরবদের অনেক সু-প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, তাদের আত্মগৌরব রয়েছে, তাদের বংশ গৌরব রয়েছে, পরিবার ও বংশের গৌরব প্রকাশ করা তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত ছিল, ফলে তাদের কবিতায় অনেক কবিতা এমন পাওয়া যেত যাতে তাদের বংশ গৌরব পরিলক্ষিত হত। এটা ছিল তাদের কবিতার বড় এক বিভাগ।

এভাবে তাদের কবিতার মধ্যে বীরত্ব ও সংগ্রামী সাহসিকতা প্রকাশ পেলে এ সকল কবিতাকে বলা হয় حماسة যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা ডাকাতি লুট-পাটের ক্ষেত্রে নিজের এবং স্বীয় বংশের যে বীরত্ব প্রকাশিত হত তারই বর্ণনায় রচিত কবিতাকে বলা হয় বীরত্ব গাঁথা বা حماسة আরব জাতি বীরের জাতি। গোত্রে গোত্রে তাদের লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকত। আর সে লড়াইয়ে নিজের বীরত্ব ও স্বগোত্রের মর্যাদা, সাহসিকতার বর্ণনা ফলাও করে তুলে ধরত কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে। যেমন আমর বিন কুলছুম নিজ বংশ ও গোত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

فهل حديث فى جشم بن بكر + ينقص فى خطوب الاولينا

ورثنا مجد علقمة بن سيف + اباح لنا حسن المجد دينا

পেয়েছে কি শুনতে কভূ জুশম ইবনে বকর কূলে

কেলেঙ্কারীর খোটা কেনো তাদের অতীত পুরুষ তুলে?

সাইফ ইবনে আলকামাহ যে কেল্লা ছোটে আসলো গুণের

লাভ করেছি আমরা সবে মান-মহিমা তাদের খুনের।

বীরত্ব গাঁথা সম্পর্কে তাদের কবিতার উদাহরণ হচ্ছে। কবি ফিন্দ আযযিমানী বলেন:

قلما صوح الشر + فأمسى وهو عريان

ولم يبق سوى العدوا + ن دناهم كما دانوا

(যখন খোলা-মেলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আর তাদের অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না, তখন তারা যে আচরণ করেছিল, আমরা সেরূপ আচরণ করলাম।)

অতঃপর তিনি বলেন-

مشينا مشية الليث + غدا والليث غضبان

لقبرب فيه توهين + وتخفيع واقران

(আমরা সিংহের চালে চললাম, সকাল বেলা যখন সে সিংহ থাকে ক্রোধান্বিত। তাদেরকে আমরা এমন আর দিলাম যে, তাতে ছিল শুধু অপদস্থতা, তাদেরকে দূর্বল করা, এবং তারা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের অনুগত্য করা।) (৯০)

(৩) المدح এটি باب فتح يفتح এর মাসদার অর্থ প্রশংসা করা আরবী সাহিত্য প্রশংসামূলক কবিতার এক বিরাট স্থান রয়েছে। সম্ভ্রান্ত গোত্র, মর্যাদাবান ব্যক্তি, প্রেমাসম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত গঠন প্রকৃতি, গোত্র প্রধানের মর্যাদা নেতার মর্যাদা প্রকাশ করতে যেয়ে তারা প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করত। তারা ছিল সাধারণ গরীব তারা প্রয়োজনের খাতিরেই অনেক সময় রাজা-বাদশাদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করত। এতে করে তারা মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করত। যেমন কবি আ'শার কবিতায় এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। কবি বলেন-

وطوفت للمال افاقه + عمان وحمن واو ريشلم

اتيت الدجاشى فى ارضه + وارف البنيط وارمن العجم

(আমি অর্থের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি, উমান, হিমস, জেরু জালেম গিয়েছি। নাজাশী, নবতী ও আজমীদের দেশেও ভ্রমন করেছি।) অর্থাৎ এভাবে ভ্রমন করে আমি প্রশংসামূলক কবিতা গেয়ে টাকা উপার্জন করেছি।) (৯১)

(৪) حكمة এ শব্দটির বহুবচন হচ্ছে حكم অর্থ হচ্ছে জ্ঞান-গর্বকথা, নীতি বাক্য। তারা মূলত জন্মগত ভাবেই ছিল হেকমত ওয়ালা। এ হেকমত দ্বারাই তাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলত। কবি আবীদ ইবনুল আবরাস চলেন-

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه + فكل قرين بالقارن يقتدى

ولاابتغى ود امرئ جيترة + ومااناعف وصل الصديق بأحيد

اذا انت حملت المؤون امانة + فانك قد اسند تها شرمسند

ولاتظهرن ود امرئ قبل خيره + وبعد بلاء المرء فاذ مم اواحمد

(কোন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করনা (যে কোন কেমন?) বরং তার সঙ্গী ও সহচর সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কারণ প্রত্যেক সঙ্গীই তার সঙ্গীর অনুসরণ করে থাকে। আমি এমন লোকের ভালবাসা চাইনা। যার মধ্যে কল্যাণের মাত্র কম, বন্ধুর মিলন থেকে আমি পৃথক নই। যখন তুমি খেয়ানতকারীর কাছে কোন আমানত তখন তুমি যেন সে আমানতকে একজন খারাপ লোকের সাথে সম্পৃক্ত করে দিলে। কোন লোক সম্পর্কে না জেনে না শুনে তার সাথে ভালবাসা প্রকাশ করনা। কোন লোককে ভালমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরই কেবল তুমি তার প্রশংসা বা নিন্দাবাদ করতে পার।) (৯২)

৫। هجاء এটি বাবে نصر ينصر এর মাসদার অর্থ হচ্ছে নিন্দা করা, ছোটকরা ভৎর্সনা করা,

Dhaka University Institutional Repository

তিরস্কার করা। পরিভাষায় বিপক্ষীয় লোকদের ব্যঙ্গ করা, কুৎসা বর্ণনা করা। জাহেলী যুগে এটি বেশী চর্চা হতো। মূলত: আরবরা খুবই আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে এটি তাদের তীর বা বানের ন্যায় কাজ করত। এজন্য যুদ্ধের মধ্যে একে বেশী ব্যবহার করত, যে সকল কবি এ ধরণের কবিতা বলতে পারতেন তাদের অনেক কদর ছিল। রাসূল (দ.) হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) কে هجاء মূলক কবিতা বলার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূল (দ.) তাকে বলতেন-

ان روح القدس لايزل يؤيدك مانافحت عن الله ورسوله

নিশ্চয় রুহুল কুদস জিব্রাঈল (আ.) তোমাকে সাহায্য করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তায়াল ও রাসূলের পক্ষে ঝগড়া করবে। (৯৩)

هجاء এর উদাহরণ হিসেবে আমরা যুহাইর ইবনে হিস্‌ন এর কবিতা আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি তার গোত্রের সর্বপক্ষে ব্যঙ্গ করে বলেন-

ومادرى ولست اخال ادرى + اقوم ال حسن ام نساء

(আমি জানিনা এবং ধারণাও করতে পারিনা যে, হিসন কলধররা কি একটি পুরুষ নাকি নারী) (৯৪)

৬। الرثاء এটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদ্বার অর্থ শোক গাঁথা বা মৃত্যের গুনাগুণ। স্বজন হারানোর বিয়োগ ব্যথাই এর উৎপত্তি। মৃত ব্যক্তি স্বজনের দুঃখ, আফসোস করে তাদের ব্যথা প্রকাশ করত। মহিলারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তারা কেউ মারা গেলে মাতম জারি করে এ সকল শোক গাঁথা কবিতা রচনা করতেন। মহিলা কবি খানসাও এ ব্যাপারে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি তার ভ্রাতা সাখর ও মুয়াবিয়াকে স্মরণ যে শোকগাঁথা রচনা করেছেন তা পৃথিবীতে চীর ভাস্কর হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রাচীন আরবী কবি মুহালহিল ইবনে রাবীয়াহ তার ভাই কুলাইব যিনি বাসূস যুদ্ধে নিহত হন। তার বিয়োগে যে শোক গাঁথা রচনা করা হয় তা সবার সু-প্রসিদ্ধ।

كليب لاخيرفى الدنيا ومن ينها + ان انت خليتها فيمن يخليها

كليب اى فتى عزومكرمة + تحت السقائف اذ يعلوك مافيها

نعى النعاة كليبا الى فقلت لهم + مادت بنا الارض ام مادت رواسيها

ليت السماء على من تحتها وقعت + وانشقت الارض فانجابت بمن فيها

(কুলাইব, দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাতে নেই কোন মঙ্গল, যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে যায়, অতঃপর কে দুনিয়া ছেড়ে গেলো সে সংবাদেও নেই কোন গুরুত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

হে কুলাইব, আকাশের নিম্নে তুমি সম্মান ও আভিজাত্যের যুবক, যখন সে তোমাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে করেছে পরভূত।

শোকার্থ রমনীরা কুলাইবের জন্য আমার নিকট শোক করেছে। তাদের বলেছি পৃথিবী আমাদের নিয়ে কাঁপছে, পাহাড়-পর্বত দুলছে।

কতইনা ভাল হতো, আকাশ যদি পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়ত। পৃথিবী ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত, ফলে যা কিছু আছে ভূ-মন্ডলে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।) (৯৫)

৭। الاعتذار এটি বাবে افتعال এর মাসদার মাদ্দাহ عذر অর্থ অপারগতা প্রকাশ করা, নিজের কাজের সাফাই গাওয়া, কৈফিয়ত পেশ করা। জাহেলী এমন কিছু কবিতা রয়েছে যাতে নিজের ভুলের বা কাজের সাফাই গাওয়া হয়। এ বিষয় বেশী পারদর্শী ছিলেন নাবিগাহ আল যুবয়ানী। ক্ষমতাধর বাদশাহ হীরা নৃপতি নু'মান ইবনে মুনযিরের দরবারে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি বাদশার প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। এভাবে তিনি অনেক আরামের জীবন লাভ করেছিলেন। এতে শত্রুরা উঠে-পড়ে লাগে। তারা বাদশার ব্যঁঙ্গমূলক কবিতা রচনা কবি নাবিগার চালিয়ে দিলে বাদশাহ বিষয়টা বুঝতে না পেরে রাগান্বিত হন, কবি অবস্থা বেগতিক বুঝে সরে পড়লেন পরে বাদশাহ অসুস্থ হলে কবি তার কাজের সাফাই গিয়ে বাদশাহকে বুঝালেন যে, তিনি শত্রুদের খপপরে পড়ে এমন করেছিলেন। নিম্নে কবির কবিতার নমুনা পেশ করা হলো, তিনি নু'মান ইবনুল মুনযিরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

ملوك واخوان اذا مايتهم + احكم فى اموالهم واقرب

كفعلك فى قوم اراك اصطنعتهم + ولم ترهم فى شكر ذالك اذنبوا

(রাজা-বাদশাহ, ভাই-ভাই তারা। তাদের কাছে আমি যখনই এসেছি তখনই তাদের মাল-সম্পদের অংশীদার হয়েছি, তাদের নৈকট্য লাভ করেছি।

আমার অবস্থা আপনার ঐ ক্বাওমের মত যাদেরকে আপনি কোন কাজের অর্ডার করেছেন তারা তা করেছে এবং আপনার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কোন কলুষতা দেখতে পান না আপনি।) (৯৬)

৮। شعر الصعاليك অভাবীও দরিদ্রের কবিতা صعاليك শব্দটি معلوك এর বহুবচন অর্থ-অভাবী, দরিদ্র মানুষ। জাহেলী অনেক কবি এমন পাওয়া যায় যে, তারা তাদের দুষ্টুমির কারণে লোকালয় থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা পাহাড় ইত্যাদিতে বসবাস করত। তারা ডাকাতি করত, চৌর্যবৃত্তি করে তারা তাদের জীবন পরিচর্যা করত। তারা রাতে ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি,

Dhaka University Institutional Repository

ছিনতাই করত আবার তারা দিনের বেলা, ঐ টাকার একাংশ গরীব দুঃখীদের দান করত, এতে করে তাদের অনেক সুনাম হয়ে যায়। কবি তা'বাবাতা শারবান ও একজন প্রসিদ্ধ কবি তার রচিত কবিতাংশ থেকে তাদের জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন-

قليل التشكى للمهم يصيبه + كثير الهوى شتى النوى والمسالك

يظل لحوماة ويمسى بغيرها + جحيشا ويعرورى ظهور المهالك

(সে অসীম ধৈর্যে বিপদ-আপদের মোকাবেলা করে, কারো কাছেই সে বিপদের অভিযোগ করে না। তার আকাংখার সীমা নেই। কামনার শেষ নাই। তার জীবন পথ নিত্য নতুন বাঁকের সৃষ্টি করে। তার রাত কাটে এক মরুভূমিতে, দিন কাটে অন্য মরুভূমিতে, সে একাই নির্ভীক চিত্তে মহা বিপদ সংকুল স্থানে প্রবেশ করে) (৯৭)

(৯) الغزل প্রণয় কাব্য: এটি বাবে سمع يسمع এর মাসদার এর বহুবচন আসে غزليات একে যদি غزلية রূপ দেওয়া হয় তাহলে ও এর বহুবচন غزليات আসবে। তখন এটি صفة হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থ প্রণয়, প্রেম, আরবরা সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিল এ বিষয়ে। মূলত, প্রেম হলো প্রকৃতিজাত, সবারই প্রেম আছে কিন্তু ইসলাম এ প্রেমকে প্রকাশ করতে কিছু বিধি আরোপ করেছে, কারণ প্রেমকে অবাধে চলতে দিলে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যা সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তোলে।

সাহিত্য হচ্ছে মানুষের প্রাকৃতিক প্রতিভা বা অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করা, আর মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি হচ্ছে তার প্রেম। এ প্রেমকে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারলেই বুঝা গেল সে বাকী অভিব্যক্তিকেও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে সাহিত্যের জগতে এ বিষয়কে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আর এ কারণেই কোন ভাষার সাহিত্য খোজতে যেয়ে দেখতে হয়, এ বিভাগ কতটুকু এগিয়ে আছে। আরবী সাহিত্য যেহেতু প্রাচীন সাহিত্য, সেহেতু এ সাহিত্য খুবই মজবুত ও শক্তিশালী। আর যেহেতু এ সাহিত্য খুবই মজবুত ও শক্তিশালী, সেহেতু এর প্রণয় বিভাগ ও মজবুত হবে, এটিই স্বাভাবিক কথা। হযরত ঈসা (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত এ সময়কে বলা হয় فترة وحى অর্থাৎ- এ সময়ে ওয়াহী বন্ধ থাকে। এ সময়ের ব্যবধান নিয়ে মতবেধ আছে, কেউ বলেন, ৬০০ বছর আবার কেউ বলেন, ৫০০ বছর, কেননা এ সময়ে কোন নবী আসেননি। ইমাম বোখারী (র.), হযরত স.লমান ফারস.ী (রা.) এর রেওয়াতক্রমে বর্ণনা করেন হযরত ঈস.া (আ.) ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর মাঝখানে সময় ছিল মাত্র ৬০০ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াস.ীনে যে

Dhaka University Institutional Repository

তিনজন রাসূ.লের কথা বলা হয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে 'ঈস.া (আ.) কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে রাসূ.ল হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সি.নানকে নবী ছিলেন বলে কেউ-কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে রুহুল মা'য়ানীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার নবুওয়াতকাল ছিল 'ঈস.া (আ.) এর পূর্বে পরে নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يـااهل الكتاب قد جاء كم رسول لنا بين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ماجاء من بشير ولانذير فقد جاء كم بشير ونذير والله على كل شئ قدير،

(হে আহলে কিতাবগণ, তোমাদের কাছে আমাদের রাসূ.ল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গাম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুংখানুপংখ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সু-সংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শক আগমণ করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সু-সংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান) (৯৮)

আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত : বুঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রাসূল, পয়গাম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমণ না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরীয়ত ও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোন কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা 'আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তবর্তী কালের লোকদের সম্পর্কে ফেক্বাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি'না।

সাধারণ ফিক্বাহবিদগণ বলেন, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়। যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে যে ধর্ম ভুলভ্রান্তি অবস্থায় তাদের কাছে পৌছে 'ঈস.া অথবা মূস.া (আ.) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচারণ করে শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোন হেদায়াতের অপেক্ষা রাখেনা, সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসে। (৯৯)

এ বর্ণনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, জাহেলী যুগকে যদিও আমরা মন্দ চোখে দেখি তবুও তারা আমাদের চাইতে ভাল, কেননা আমরা কোন পাপ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তা ক্ষমা করবেন না, কিন্তু তারা শিরক ব্যতীত কোন পাপ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তা ক্ষমা করে দিবেন। অতএব, তাদের কবিতায় যদি শিরক ব্যতীত কিছু অশ্লীলতা থাকে তাহলে তা আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে

Dhaka University Institutional Repository

দিতে পারেন। জাহেলী যুগে অশ্লীল কবিতা রয়েছে তাতে নারীদের নিয়েই লেখা হয়েছে, তবে তাতে অনেকের মতবিরোধ রয়েছে, কেউ-কেউ বলেন তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে লিখতেন, আবার কেউ-কেউ বলেন, তারা অপরিচিত ও অনির্দিষ্ট কাল্পনিক নারীর নাম দিয়ে কবিতা লিখেছেন।এরকম করলে সাহিত্যের মধ্যে জায়েয আছে। তবে যখন পরিচিত কাউকে কবিতার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করা হয় তখন তা হারাম। মাওলানা নিসার 'আলী বলেন, (১০০)

وقد صرح العلماء على أنه انما يمتنع التغزل والتشبيب اذا كان بشخص معين رجلاً كان أو امرأة بخلاف ما اذا كان بغير معين أو لحليله فانه لا يمتنع .

এ ধরণের কবিতাকে 'আরবীতে الغزل বা প্রণয়কাব্য বলা হয়। জাহেলী যুগে 'আরবরা যেহেতু ধর্ম পালন সম্পর্কে জানতনা সেহেতু তারা এ প্রণয়কাব্যের প্রতিবেশী ঝুকে গিয়েছিল। এ ধরণের কবিতায় থাকে, প্রেম প্রীতি প্রিয়ার স্মৃতিচারণ প্রভৃতি। খ্যাতিমান কবিগণ প্রায় সকলেই এ ধারায় কবিতা লিখেছেন। কবি তার কবিতার প্রথমাংশে সাধারণতঃ প্রণয় সংক্রান্ত বর্ণনা দিয়ে থাকেন। প্রেয়সীর বাসভবনের ধ্বংসাবশেষের কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রেমের স্মৃতিচারণ করেন। মু'আল্লাক্বাহর কবিগণ প্রায় সকলেই এ ধারায় কবিতা লেখতেন। যেমন, ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন,

قفابنك من ذكرى حبيب ومنزل + لمانسحتها من جنوب وشمائل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمه + لما نسجتها من جنوب وشمائل
ترى بعر الارام فى عرصاتها + وقيعانها كأنه حب فلفل
كأنى غداة البين يوم تحملوا + لدى سمرات الحى ناقف حنظل

দাঁড়াও যুগল বন্ধু! কাঁদি প্রিয়া ও তার বাস্তু স্মরি 'হামলা' দাখূল বালির টিলায় ভিটে যে তার রইল পড়ি তুজি-মাকরা'র মধ্যে আজো চিহ্ন যে, তার মুছলোনা হয়। জমায় বালু দখনে হাওয়া সরায় পুনঃউত্তরে রায়। দেখরে চেয়ে ছড়িয়ে আছে আমার প্রিয়ার অঙ্গনে যেন,

চলে যাওয়া সফেদ মৃগের পুরুষ যত পিপুল হেন।

সেই বিচ্ছেদের বিষাদ মাখা উষায় সেদিন চললো তারা দাঁড়িয়ে ছিলাম বাবুল-তলায় ঝরলো আখি অঝোর ধারা। (১০১)

'আরবী কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

পৃথিবীতে সবকিছুর একটি শুরু বা প্রারম্ভিকাত আছে, এ হিসেবে সাহিত্যের জগতে 'আরবী সাহিত্যের তথা 'আরবী কবিতার শুরু আছে। অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা হয়, বাংলা কবিতার উৎপত্তি হয়েছে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, এটি চর্যাপদ থেকে শুরু হয়ে রবি ঠাকুরের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইংরেজী কবিতা শুরু হয়েছে ৭ম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে। এটি এ্যাংলো স্যাকশন যুগের Bewulf থেকে শুরু হয়ে শেলী, কীটস বায়রণ অবশেষে টি,এস, এলিয়ট এর যুগে এসে পরিপক্ষতা লাভ করে। ফার্সী ভাষা শুরু হয়েছে ৭ম শতকে। এটি ابو العباس থেকে আরম্ভ হয়ে শায়খ সা'দীর কাছে এসে পরিপক্ষতা লাভ করে। (১০২) 'আরবী কবিতার বেলায় কবে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক 'আহ্মদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত বলেন,

ولكن أوليّته عند العرب مجهولة ـ فلم يقع فى سماع التاريخ .

(আর তার প্রারম্ভিকতা 'আরবদের কাছে অজ্ঞাত। ফলে ইতিহাসে এ সম্পর্কে কিছু শুনা যায় না।) (১০৩)

তবে ৫ম শতাব্দীকেই 'আরবী কাব্য সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত করা হয়। ৫ম শতাব্দীর শেষার্ধের হ্বাতিম আত্ব-ত্বা'ঈ এর কাব্যদর্শ 'আরবী সাহিত্যের উৎস-কেন্দ্র স্বরূপ। বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী সুধীমহলের কাছে হ্বাত্বিম ত্বা'ঈ ইতিহাস প্রসিদ্ধ দাতা হিসেবে পরিচিত। দয়া-দাক্ষিণ্য এবং মহানুভবতার আলখেল্লাই তার সুনামের শরীর জড়িয়ে রাখেনি প্রতিভা দীপ্ত কাব্যের স্বাক্ষর ও তাকে অমর করে রেখেছে। (১০৪) আর ৫ম শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে (যদি ও যৎসামান্য) এবং ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে রচিত শানফারা আয.দী (মৃ-৫১০ খ্রীঃ) তা'ব্বাত্তা শাররান (মৃ-৫৩০ খ্রীঃ) মুহালহিল ইবনে রবী'আহ (মৃ- আনুমানিক ৫৩১ খ্রীঃ) ইম্রাউল ক্বায়েস. (মৃ-৫৪০ খ্রীঃ) হ্বারিস ইবনে হিল্লিয.াহ (৫৬০ খ্রীঃ) স.ামওয়াল ইবনে 'আদিয়া (মৃ-৫৬০ খ্রীঃ) ত্বারাফাহ ইবনে আব্দিল বক্বরী (মৃ-৫৬৪ খ্রীঃ) মহিলা কবি লায়লাহ 'আফীফাহ (মৃ-৪৮৩ খ্রীঃ) প্রমুখের কবিতা, যা প্রাচীন ও জাহেলী যুগের কবিতা বলে খ্যাত তা সাহিত্যের মানে খুবই উচ্চাঙ্গের এবং যথেষ্ট পরিপক্ষ। এগুলো যে কবিতা রচনার প্রথম পদক্ষেপ নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস এমন পরিপক্ষ হতে পারে না। বরং অনুমিত হয় যে, কবিতার সূচনালগ্ন থেকে এক দীর্ঘ ও ক্রমাগত পক্রিয়ার পর বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর বহু স্তর পার হবার পর তা এমন পরিপক্ষ ও রসাত্মক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এবং তা এমন সমৃদ্ধরূপে বিকাশ লাভ করেছে। আর শুধু অনুমানই নয় বরং জাহেলী যুগের সেই প্রাচীন কবিগণ ও তাদের কবিতার মাধ্যমে দ্বিধাহীন চিত্তে একথা স্বীকার করে গেছেন। যথা ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন-

عوجا على الطلل القديم لعلنا + نبكى الديار كما بكى ابن حزام

(প্রেয়সীর প্রাচিন বাস্তুভিটার কাছে থাম, যাতে আমরা তার বিলুপ্ত প্রায় গৃহের কাছে দাঁড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ ভরে কাঁদতে পারি। যেমনটি কেঁদেছে ইতিপূর্বে ইবনে হিয.াম।) যুহায়র ইবনে আবী সূ.লমা বলেছেন-

مالرنا نقول الامعادا + اومعارامن قولنا مكرورا

(আমার মনে হয়, যা প্রকাশ করি তা নিছক ধার করা অথবা পূর্বে কথিত বক্তব্যের পুণরুক্তি, যা বারংবার আওড়ানো হচ্ছে।) (১০৫)

হান্না আল-ফাখুরী কবিতার উৎপত্তি নিয়ে কোন কথা না বলেই বলেন, আরবী কবিতার উৎপত্তি হয়েছে, অতঃপর তার ক্রমোন্নতি হয়েছে নাজদ, হেজাজ এবং উত্তর দিকের জাযী.রাতুল 'আরবে, সবখানেই মরু-পল্লীতে উন্নতি হয়েছে। কেননা বড়-বড় কবিরা মরু পল্লীতেই জন্ম লাভ করেন। আ'শা নাবিগাহ, যু.হায়র বিন আবী সূ.লমা। লাবীদ বিন রাবী'আহ। (১০৬)

শাওক্বী দ্বায়ফ অনুরূপ কথা বললেন, তিনি আরও সুন্দর বর্ণনা দিয়ে বলেন-

فليس بين ايدينا اشعار تصورأطواره الأولى

(আমাদের কাছে এমন কোন কবিতা নেই যা তার প্রথম অবস্থাকে চিত্রায়ন করবে।) তিনি বলেন, আমাদের ক্বাছীদাহর এমন কিছু মৌলিক চিহ্ন রয়েছে, যা তাদের কবিতায় সচরাচর পাওয়া যায়, আর তা হচ্ছে ওজন, ক্বাফিয়া, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়, কিছু নির্দিষ্ট বর্ণনা ভঙ্গি। এ জন্যই তার মূল উৎসও আমাদের মধ্যে একটা মজবুত পর্দা তৈরী হয়ে গেছে যার কারণে, আমরা এর মূল উৎস খোজে পাইনা। ইবনে স.াল্লাম এ পর্দা উন্মোচনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, অতঃপর তাঁর অনুসরণে ইবনে ক্বুতাইবাহ ও তার الشعروا الشعراء গ্রন্থের ভূমিকায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা যা বের করেছেন, তা হচ্ছে কবিতার প্রথম দিকের যুগ সমূহের বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এ সকল কবিতা এত মজবুত ও সুন্দর যে, সবকিছু মিলিয়ে জাহেলী যুগের উৎপত্তি কালের কবিতার উপর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

ঐ সময়কার কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, তাতে বাস্তুভিটা, বিরানভূমি চিহ্নাদির উপর ক্রন্দন, মরু ময়দানের বর্ণনা, বাহনের বর্ণনা (উট, ঘোড়া ইত্যাদির) বেশী অংশে তারা উষ্ট্রীর চলার দ্রুততা, কিছু বন্য প্রাণীর বর্ণনা, এরপরে তারা তাদের মেইন উদ্দেশ্য যেমন, কবিতা প্রশংসা মূলক (مدحى) নিন্দামূলক (هجائى) গৌরবমূলক (فخرى) নিন্দসূচক (عتابى) অপারগতা প্রকাশমূলক (اعتذارى) শোক গাঁথামূলক (رثائى) প্রণয়মূলক (غزلى) বিভিন্ন ধরণের কবিতা দ্বারা তারা আরম্ভ করত। (১০৭)

তাদের কবিতায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের কবিতা ওজন ও ছন্দ ছাড়া নহে তাদের ওজন

Dhaka University Institutional Repository

ও ক্বাফিয়া থাকবেই, তবে তাদের দূর্বল অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল কবিদের কবিতায় ওজন দূর্বল অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদের আবার এমনও কবিতা রয়েছে যা ওজনে খুবই শক্তিশালী। জানা যায় জাহেলী যুগের অধিকাংশ কবি রাজয. (رجز) ছন্দে কবিতা রচনা করতেন। এটি আবিস্কৃত হয়েছে গদ্যের ছন্দ سجع থেকে আর রাজয. থেকে অন্যান্য ওজন ও আবিস্কার হয়েছে। তবে আবার দেখা যায় যারা 'আরবী কবিতায় বেশী পারদর্শীতা অর্জন করেছেন তারা রাজয. (رجز) ছাড়া অন্যান্য ওজনে কবিতা রচনা করেছেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, আমাদের কাছে জাহেলী যুগের সু-স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নেই যা তাদের কবিতার প্রারম্ভ সম্পর্কে বলে দেয় বরং ইতিহাস খ্রীষ্টাব্দ ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কিছু কবিদের উল্লেখ দিয়ে থাকে যারা কবিতায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তাদের কেউ-কেউ উত্তর 'আরবের ক্বাহ্তানী অথবা 'আদনানী বংশের দিকে সম্পৃক্ত, যেমন- ইম্রাউল ক্বায়েস, আল কিন্দী, 'আদী ইবনে রা'লা' আল-গাস.স.ানী, হ্বারিস ইবনে ওয়া'লাহ, মালিক ইবনে হুরায়ম আল-হামাদানী, আব্দে ইয়াগুছ আল-হ্বারিসী, শা নফারা আল-আয.দী, কেউ-কেউ মুদ্বার রবীয়াহ, কেউ-কেউ 'আওস., খায.রাজ গোত্রের দিকে সম্পৃক্ত। আবার তাদের নারীরাও কবিতার ক্ষেত্রে কম নয়। যেমন খানস.া' ইবনে স.াল্লাম তার طبقات নামক কিতাবে তাদের ও মুখাদ্বরামীনদের ৪০ জন প্রসিদ্ধ কবির নাম এনেছেন, এদেরকে আবার ১০টি স্তরে (১০×৪) বিভক্ত করেছেন। এবং এদের সাথে আর ও ৪ জন মুরসিয়া রচয়িতা কবিকে সংযুক্ত করেছেন। ইমাম আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তার কিতাবুল আগানী গ্রন্থে বেশ কয়েকজন জাহেলী যুগের কবির জীবনী বর্ণনা করেছেন তবে তারপরেও অনেক কবি এমন রয়ে গেছেন যাদের নাম তিনি নিয়ে আসেননি, তবে রাবীগণের মুখে-মুখে বর্ণিত আছে। ইবনে ক্বুতাইবাহ বলেন-

والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم
في الجاهلية والاسلام اكثر من أن يحيط بهم محيط
اويقف من وراء عددهم واقف.

(জাহেলী ইসলামী কবিদের যারা তাদের গোত্রের কাছে পরিচিত। তাদের ছাড়াও এমন অনেক রয়েছেন, যারা তাদের নাগালে নয়।)

আবু 'আমর ইবনুল আলা' থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন-

ماانتهى اليكم مما قالته العرب الاأقله ولوجاء كم وافراً لجاء كم علم وشعر كثير.

('আরবরা যা বলেছে, তার সামান্য পরিমাণই তোমাদের কাছে এসে পৌছেছে, যদি পূর্ণভাবে

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কাছে এসে পৌঁছত, তাহলে তোমাদের অনেক কবিতা ও জ্ঞান এসে পৌঁছত।) (১০৮)

'আরবী কবিতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ও তার অপনোদন :

জাহেলী যুগের 'আরবী কবিতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় প্রসংগের 'আরবী নাম হচ্চে ইন্তিহ্বাল(انتحال)ইন্তিহ্বাল হচ্ছে কোন জিনিসের ভ্রান্ত সংযোগ,অপরের জিনিসকে নিজের বলে দাবী করা,অন্যের রচনাকে চুরি করা। ইবনু সাল্লাম (ابن سلام) তার ত্বাবাক্বাতু ফহুলিশ শু'আরা' (طبقات فحول الشعراء)নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন,'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এটাই প্রথম গ্রন্থ যাতে জাহেলী যুগের কবিতাবলীর ইন্তিহ্বাল প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।তিনি ইন্তিহ্বাল এর দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে প্রথমটি হলো,গোত্রগত অর্থাৎ,কিছু-কিছু গোত্র এমন ছিল, যে গোত্রের লোকজন নিজ গোত্রের গুণ ও প্রশংসা বৃদ্ধির চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। অপরটি ছিল বর্ণনাগত অর্থাৎ,কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী এমন ছিলেন যারা তাদের নিজেদের কবিতার সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিজেদের শ্রী বৃদ্ধির চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। ইবনে সাল্লামের(ابن سلّام)মতে, ক্বোরাইশ গোত্র অপরের রচিত কবিতাকে নিজেদের রচনা বলে ভ্রান্ত ভাবে দাবী করেছে। বিশেষতঃ হ্বাস.স.ান বিন সাবিত (রা.) এর লিখিত কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুরূপ ঘটেছে। জানা যায়,আবু 'উবায়দাহ(ابو عبيدة) বিখ্যাত কবি মুতাম্মাম ইবনে নুবায়রাহ (متمّم بن نويرة) এর পুত্র দাউদের নিকট মুতাম্মামের কবিতা শুনার অনুরুধ করেন, দাউদ কবিতা শূনাতে শরু করলে এক পর্যায়ে মুতাম্মামের কবিতা শেষ হয়ে গেল,কিন্তু দাউদ তখনো কবিতা বলে যাচ্ছিলেন,তা ছিল নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে, এ বিষয়টি শ্রোতার কাছে পরিস্কার হয়ে উঠেছিল, কেনানা দাউদের কবিতা ও মুতাম্মামের কবিতার শিল্প শৈলীতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। এ কারণে তখন থেকে আবু 'উবায়দাহ ও অন্যান্য শ্রোতা বর্গের কাছে তার তৎপরতা ধরা পড়েছিলো। ১৮৬৪ সালে সর্ব প্রথম নুলডক এ বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারপর আল ওয়ারদ (الورد) জাহেলী যুগের ৬ জন কবির দীওয়ান প্রকাশ করেন।এ ৬ জন হচ্ছেন কবি ইম্রাউল ক্বায়েস., নাবিয়াহ, যুহায়রা, ত্বরফাহ, আল'ক্বামাহ, আন্তারাহ। তিনি এ সকল কবির দীওয়ান প্রকশের পর জাহেলী যুগের কবিতা সত্তার সম্পর্কে নিজের সন্দেহ আছে বলে অভিমত দেন। জাহেলী যুগের সাহিত্য ও কবিতা সম্পর্কে আল ওয়ারদের এ সর্তক বা সন্দেহ মূলক ভূমিকাকে বহু প্রাচ্যবিদ অনুসরণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-মুয়র(مويـر) বাসিয়াহ (باسية) ব্রুকালম্যান (برو كالمان) প্রমুখ।

প্রাচ্য বিদদের ছাড়া ও সম সাময়িক কালের 'আরব পন্ডিতদের মধ্যে মুস্তাফা ছাদিক্ব রাফিয়ী(

Dhaka University Institutional Repository

مصطفي صادق الرافعي) ১৯১১ সালে প্রকাশের দ্বারা তার তারীখুল আদাবিল আরব(تاريخ الأدب العربي) গ্রন্থে ইন্তিহ্বাল প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে তিনি তার পূববর্তীদের চাইতে অনেকটা মার্জিত ভাবে কথা বলেছেন।

রাফিয়ীর (رافعي) পর উল্লেখ করা যায় ত্বা-হা-হুসায়ন (طه حسين) এর কথা, তিনি তার রচিত আ-শি'রুল জাহেলী(الشعر الجاهلي)গ্রন্থে ইন্তিহ্বাল সম্পর্কে কঠোর ভাবে আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থেটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সামালোচনার ঝড় বয়ে যায়।ত্বা-হা-হুসায়নের বক্তবের জবাব লেখা হয়। এর কারণে ত্বা-হা-হুসায়ন স্বীয় গ্রন্থেটি পণুর্মূল্যায়ন করেন এবং ১৯২৭ সালে এ গ্রন্থেখনা ফিল আদাবিল জাহিল (في الأدب الجاهلي) নাম দিয়ে পুনঃপ্রকাশ করেন। এ সময় তিনি নিজের দাবির স্বপক্ষে কিছু যুক্তি-প্রমান ও তুলে ধরেন। ইন্তিহ্বাল সম্পর্কে তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুর্থ,ও পঞ্চম,অধ্যায় আলেচনা করেন। ২য় অধ্যায়ে তিনি ঐ সব কারণ ব্যাখ্যা করেন, যে সব কারণে জাহিলী যুগের কাব্য চর্চা সম্পর্কে সন্দেহ সৃস্টি হয়েছিল। ত্বা-হা-হুসায়নের বর্ণনায় এ কথায় স্পট বুঝা যায় যে,জাহিলী ক্যাব্যের কিছু নির্ভর যোগ্য অংশ অবশ্যই বিদ্যম্যান কিন্তু সে অংশ দ্বারা জাহিলী যুগের সত্যিকার সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। জাহিলী যুগের কাব্য সাহিত্যের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশক উপাদান সমূহের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে ত্বা-হা-হুসায়ন বলেছেন, এ সব উপাদানের মধ্যে জাহিলী যুগের ধর্মীয়,বুদ্বিবৃত্তিক,রাজনৈতিক,এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। (১০৯)

কঠোর মনোভাবের অধিকারি ত্বা-হা-হুসায়ন বক্তব্যের জবাব আসলেই বাকীদের বক্তব্যের জবাবের আর প্রযোজন হয় না।ত্বা-হা-হুসায়নের বক্তব্যের জবাবে ডঃশাওক্বী দ্বাইফ যা বলেন বাংলা ভাষায় তার মর্ম হচ্ছে- জাহেলী যুগের জীবন যাত্রার সম্পর্কে তার ধরণ এই যে, কুরআন কারীমই তাদের জীবন যাএার পূর্নাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং তাদের সত্যিকার চিত্র প্রকাশ করেছে। কুরআনে করীমে ইহুদী, খীষ্টান, সাবিয়ীন, মজুস.ী এমনকি মুর্তি পুজা কারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক, সংঘাত সংঘর্ষ, তাদের চিন্তা দ্বারার সমালেচনা এবং তার প্রতিবাদ প্রভৃতির উল্লেখ পাওযা যায়।এর দ্বারা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের একটা চিত্র বা কাটানো মনের পর্দায় ভেসে উটে। পক্ষান্তরে জাহিলী যুগের কাব্য ধর্মীয় অনুপ্রেরনা তৎপ্রতি আগ্রহ শীলতার কোন সূত্র পাওয়া যায় না।কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের কাব্যকে কুরআনের বক্তব্যের আলোকে বিচার করা ভূল।কেননা, এ কুরআন শরীফ হচ্ছে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আরবীর মানুষের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ঐকবদ্ব করা।এমতাবস্তায় কুরআনুল করীম আরবের লোকদের ধর্মীয় অবস্তার মূল্যায়ন করবে।কিন্তু কাব্য চর্চার ব্যাপারে এ চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্নতর।কোন কবি নতুন কোন ধর্মের প্রবক্তা ছিলনা,এ কারণে বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্মীয় বিষয়ে উপর তাকে আলোকপাত ও করতে হয়নি।তব ও ইবনুল কালবীর কিতাবুল-আছনাম (كتاب الأصنام)নামক গ্রন্থে এমন বহু সংখ্যক কবিতা সংকলিত হয়েছে-যে সকল কবিতার মাধ্যমে পৌত্তলিক যুগের জীবন দ্বারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।এমনি ভাবে জাহেলী যুগের আরবের অর্থনৈতিক জীবনের উল্লেখ করে ত্বা-হা-হুসায়ন লিখেছেন,জাহেলী কবিদের মধ্যে এমন উল্লেখযোগ্য কোন কবির সন্ধান পাওয়া যায় না,যিনি তার কবিতার মাধ্যমে সে যুগের অর্থনৈতিক জীবন রুপরেখা ফুটিয়ে তুলেছেন।পক্ষান্তরে ক্বুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,আরবদের মধ্যে বিত্তশালী ও বিত্তহীন দুটি শোণী ছিল,অথচ কবিতায় এ সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না।বরং কবিদের লেখায় জানা যায় আরবের সকল লোকই ছিল বিত্তশালী।পবিত্র ক্বুরআনে তাই অত্যন্ত কঠিন ভাষায় কৃপনতা কৃপনদের নিন্দা করা হয়েছে,কিন্তু ত্বা-হা-হুসায়নের এ ধারনা ও সঠিক নয়।কেননা জাহেলী যুগের সাআলিক(صعاليك)গোত্রের কবিদের কাব্যের বিরাট অংশ জুড়ে ধনী নির্ধানের মধ্যকার সংঘাতের চিত্র লক্ষ্য করা যায়।এ ছাড়া কবিগণ যে ভাবে দান শীলতার প্রশংসা করেছেন সে ভাবেই কৃপতার ও সংকীর্ন মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন। (১১০)

উপরিউক্ত আলোচনান্তে আমরা বলতে পারি,জাহেলী যুগের কবিতা নিয়ে যে ভাবে সন্দহ পোষণ করা হয়,সে ভাবে সন্দেহ যুক্ত নয়,বরং জাহেলী যুগের কবিতার এক বিশেষ মৌলিকত্ব আছে,যার কারণে পূর্ণ কবিতাই মিথ্যা বলা যায় না,বরং বলতে হবে,এর কিয়দংশের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে,বাকী সব টিক আছে।

'আরবী কবিতার উৎস :

জাহেলী যুগের 'আরবী কবিতার উৎস যা পাওয়া যায়,তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে-

(১) আল মুয়াল্লাক্বাত (المعلّقات): মুয়াল্লাক্বাত হচ্ছে জাহেলী যুগের অন্যতম উৎস।একটা বিশেষ দীওয়ানের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে মুয়াল্লাক্বাত এর কবিতা গুলো সর্ব প্রথম হ্বাম্মাদুর রাভিয়া (حمّاد الراوية) বর্ণনা করেছিলেন। হ্বাম্মাদের বর্ননুযায়ী এ সংকলনে যে সব কবিতা সন্নিবেশিত করা হয় তারা হচ্ছেনঃ-ইম্রাউল ক্বায়েস (امرؤ القيس) যুহায়র (طرفة) ত্বরফাহ (لبيد) লাবীদ (عنترة) আমর ইবনুল কুলসুম (عمرو بن كلثوم) হ্বারিস ইবনে হ্বিল্লিযাহ (حارث بن حلّزة) এবং আন্তারাহ (جمهرة أشعار العرب) জামহারাতু আশআরিল আরব (جمهرة أشعار العرب) গ্রন্থকার ও অনুরুপ ভাবে মুয়াল্লাক্বাত এর সংখা ৭ বলে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি হ্বারিস ইবনে হ্বিল্লিযাহ ও আন্তারাহ এর স্তলে আ'শা (أعشى) ও নাবিঘাহ (نابغة) এর নাম আনয়ন করেন।তবে তিব্রীযী (تبريزي) মুয়াল্লাক্বাত এর সংখা দশ জন বলে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেন,উপরিউক্ত নয় জনের নাম উল্লেখ করার পর আবীদুবনুল আবরাছ (عبيد بن الأبرص) কে উল্লেখ করেন।মুয়াল্লাক্বাত নামক কবিতা সংকলনের অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে,এর মধ্যে যাওযানী (زوزني) মৃত ৪৮৬হিঃ এর তিব্রীযী (تبريزي) মৃত ৫০২হিঃ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধিক প্রসিদ্ধ।

(২) আল মুফাদ্বদ্বালিয়াত (المفضّليات) : ২য় সংকলন গ্রন্থের নাম হচ্ছে আল মুফাদ্বদ্বালিয়াত (المفضّليات), কুফার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা কারী মুফাদ্বদ্বাল আদ্বদ্বারবী(مفضّل الضّبّي)এর নামানুসারে এ সংকলনের নাম করণ করা হয়েছে।এ গ্রন্থ খানা ইবনুল আম্বারী (ابن الأنباري) এর ব্যাখ্যার সাথে লায়ল(ليال) প্রকাশ করেছেন। এ সংকলনের ১২৬টি ক্বাছীদা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে কতিপয় কপির ভিত্তিতে আরো চারটি ক্বাছীদাহ এতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় মুফাদ্বদ্বাল পর্যন্ত পূনাঙ্গঁ সনদ উল্লেখ করা হয়েছে।এ সংকলনের মোট ৬৭জন কবির কবিতা রয়েছে,এর মধ্যে ৪৭জন কবিই হলেন জাহেলী যুগের কবি।

(৩) আল-আছমায়ি'আত (الأصمعيات) : তৃতীয় সংকলনের নাম হচ্চে আল-আছমায়ি'আত।সংকলিত কবিতা সমূহের বর্ণনাকারী আছমায়ী (أصمعي) এর নামঅনুসারে এ সংকলনের নাম রাখা হয়েছে।আল ওয়ার্ড(الورد) একটি দূর্বল কপির ভিত্তিতে ১৯০২ সালে একে বার্লিন থেকে প্রকাশ করেন।তারপর আব্দুস সালাম হারুন (عبد السلام هارون) এবং আহমদ শাকির (أحمد شاكر) শানক্বীতী (شنقيطي) এর কপির ভিত্তিতে আছমা'য়ীআত সংকলনের কবিতাগুলো পুরানো কপি থেকে উদ্ধৃত করেন।এটি হচেছ আছমা'য়ীআতের ২য় সংস্করণ এ সংস্করণ আগের চেয়ে উন্নত। এ সংকলনে ৯২টি কবিতা স্থন পেয়েছে। এ সব কবিতা ৭১ জন কবি রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ৪০ জন জাহিলী কবি।

(৪) জামহরাতু আশ'আরিল আরব (جمهرة أشعار العرب) : ৪র্থ সংকলনের নাম হচ্ছে, জমহারতু আশ'আরিল আরব এ সংকলক হচ্ছেন, আবু যয়দ মুহাম্মদ ইবনে আবীল খতীব আল ক্বুরাশী (ابو زيد محمّد ابن ابي الخطاب القرشي) তিনি বিখ্যাত বর্ণসাকারী হিসেবে খ্যাত নন।তবে তার গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, তর ও বর্ণসাকারীর মধ্যে দীর্ঘ সূত্রিতা নয়,কেননা তার ও ২য় শতাব্দীর বর্ণসাকরীদের মধ্যে দুই বা তিন পুরুষের ব্যবধান রয়েছে।আমরা ধারণা করতে পারি, তিনি ৩য় শতাব্দীর শেষ ভাগ বা ৪র্থ শতাবদীর প্রথম ভাগের মানুষ। জমহারাতু আশ'আরিল আরব সংকলনে ৪৯টি দীর্ঘ কাবতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।এ কবিতাগুলো ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীতে রয়েছে আবার ৭টি কবিতা। পথম শ্রেণী মু'আল্লাক্বাতের জন্য নির্দিষ্ট, এ

Dhaka University Institutional Repository

পর পর্যায়ক্রমে এসেছে - মুজামহারাত (مجمهرات)এর মধ্যে রয়েছেন 'আবীদ ইবনুল আবরাছ (عبيد بن الأبرص) আদী ইবনে যায়েদ(عدي بن .يد)বিশর ইবনে আবী খাযিম(بشر بن اي خازم)উমায়্যাহ ইবনে আবীছ ছালত (أميّة بن ابي الصّلت) খিদাশ ইবনে যুহায়র (خداش بن زهير) নামির ইবনে তাওলাব (نمر بن تولب) 'আন্তারাহ (عنترةমুজামহরাত এর পরে এসেছে মুখতারাত (مختارات)এর পরে এসেছে, মুযাহহাবাত (مذهّبات) অধীনে রয়েছেন আনছরী (أنصاري) কবিগণ , এর পরে এসেছে উয়ূনুল মরাসী (عيون المراثي) পরে এসেছে (مشوبات) এ অধীনে রয়েছেন মুখাদ্বরামীন কবিগণ,যদের ইসলাম ও কুফুর মিশ্রিত হয়ে গেছে,এর পরে এসেছে মুলহ্বামাত (ملحمات) এখানে ইসলামী কবিদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।এ সংকলনে বড়-বড় কবিতা রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বর্ণনা তেমন নির্ভরযোগ্য নহে। এ কিতাব খানা বৈরুত ও মিশর থেকে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে।

(৫) মুখতারাত(مختارات) : জামহারাতের মতই দূর্বল সনদ বিশিষ্ট আরেকটি সংকলন হচ্ছে মুখতারাত। এটি সংক্যলন করেছেন ইবনুশ শাজারী (ابن الشجري), মৃত, ৫৪২ হি.। এ সংকলনে জহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর সংকলক উভয় যুগের কবিদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রথম ভাগে রয়েছেন শনফারা (شنفري), ত্বরফাহ (طرفة),লক্বীত্ব আল-আযাদী(لقيط الأزدي), মুতালাম্মিস.(متلمّس),২য় ভাগে রয়েছেন,যুহাযর (زهير), বিশর ইবনে খাযিম (بشر بن ابي خازم), আবদি ইবনুল আবরাছ(عبيد بن الأبرص),এর নির্বাচিত কবিতা,আর ৩য ভাগে রয়েছে হুত্বয় আহ(حطيئه) এর দীওয়ানের নির্বাচিত অংশ। এ মুখতারাতের অধীনে হ্বামাসা.হ(حماسة)ও রয়েছে। এ সংকলন কয়রোতে প্রকাশিত হয়েছে।

(৬) এ সকল নির্বাচিত সংকলন ছাড়াও বিচ্ছিন্ন কিছু দীওয়ান ও প্রকাশিত হয়েছে। আলওয়র্ড একে প্রকাশ করেছেন; নাম দিয়েছেন দাওয়াভীনুশ্ শু'আরা'ইল জাহিলিয়্যীন (دواوين الشعراء الجاهليّين),এর মধ্যে রয়েছেন ইম্রাউল ক্বায়েছ (امرؤ القيس), নাবিগাহ(نابغة), যুহায়র(زهير), ত্বরফাহ(طرفة), 'আন্তারাহ(عنترة .), 'আলক্বামাহ(علقمة)।

(৭)শারহুন নাক্বাইদ্ব(شرح النقائض) : জাহেলী যুগের কবিতা সম্ভারের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে, আবু 'উবায়দাহ (ابو عبيدة)লিখিত শরহুন নাক্বাইদ্ব, এ গ্রন্থে জহিলী যুগের আনেক 'আরবী কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।এভাবে আরও যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায় তা হচ্ছে-

(৮) আল কামিল(الكامل) : এটি লিখেছেন ইবনুল 'আসীর(ابن الأثير)।

(৯) আ 'ইক্বদুল ফরীদ (العقد الفريد) : এটি লিখেছেন ইবনু 'আব্দি রাব্বিহি (ابن عبد ربه)।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) **তত্বাবাক্বাতুশ'আরা'(طبقات الشعراء)** : এটি লিখেছেন ইবনু সাল্লাম(ابن سلام)।

(১১) **আল বায়ান ওয়াত তবয়ীন (البيان والتبيين)** : এটি লিখেছেন 'আল্লামাহ জাহিয(علامة جاحز)।

(১২) **আল হায়ওয়ান (الحيوان)** : এটি লিখেছেন 'আল্লামাহ জাহিয.(علامة جاحز)।

(১৩) **আল-কামিল (الكامل)** : এটি লিণখেছেন আল-মাবরাদ(المبرد)।

(১৪) **আমালী (الأمالي)** : এটি লিখেছেন ইয়াযীদী(اليزيدي)।

(১৫) **মাজালিস (مجالس)** : লিখেছেন সা'লাব(ثعلب)।

(১৬) **উয়ূনুল 'আখবার (عيون الأخبار)** : লিখেছেন ইবনে ক্বুতায়বাহ (ابن قتيبة)।

(১৭) **আমালী(أمالي)** : লিখেছেন আবূ 'আলী আল-ক্বালী (ابو علي القالي) ।

(১৮) **আল মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ (المؤتلف والمختلف)** : লিখেছেন আল আসাদী (االأسدي)।

(১৯) **মু'জামুশ শু'আরা' (معجم الشعراء)** : লিখেছেন মারযুবানী(المرزباني)।

(২০) **কিতাবুল 'আগানী (كتاب الأغاني)** : লিখেছেন আবুল ফারাজ আল ইস্বেহানী (ابو الفرج الإصبهاني) এ গ্রন্থে আনেক দূলভ কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কবিতার সাথে সাথেঅনুবাদও রয়েছে।এতে খ্রীষ্টীয় নবম পর্যন্ত কালের কবিদের উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল ফারাজ আল-ইস্বেহানী জ্ঞানের সাথে-সাথে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও অধিকারী ছিলেন।এ করণে তিনি তার সময় পর্যন্ত প্রণীত সকল উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর কবিতা ও ঘটনা নির্বচন করে সনদসহ সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারীদের সংখ্যা উল্লেখ করে আলোচনা সমালোচনা করার পর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকরীদের বর্ণনাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (১১১)

উপরিউক্ত সংকলন গ্রন্থ ছাড়াও পরবর্তীতে আরও কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,যেগুলো জাহিলী যুগের কবিতাকে চীর অমর করে রেখেছে।

'আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য :

'আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (ক) শব্দগত বৈশিষ্ট্য (খ) অর্থগত বৈশিষ্ট্য

(ক) শব্দগত বৈশিষ্ট্য:

১। দূর্বল শব্দাবলী ও তার বিশুদ্ধতা (غرابة الألفاظ وجزالتها) :

যখন আমরা জাহেলী যুগের কবিতা পড়ব। তখন আমরা দেখতে পাব এর অধিকাংশ শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

দূর্লভ অর্থাৎ অধিকাংশ শব্দাবলী অপরিচিত। আমরা যেসকল অপরিচিত শব্দাবলী পেয়ে থাকি তার ব্যাপারে আমরা বলব, এ সকল শব্দাবলী আগের যুগে বিশুদ্ধ ছিল।

তাদের জীবন উট ও তাবুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তারা এসকল শব্দাবলী ব্যবহার করতে বেশী পছন্দ করত। অতঃপর যখন আমাদের জীবন ঐ জীবন থেকে আলাদা হয়ে যায় তথা তাকে তাদের মত না হয়ে অনেক উন্নত হয়ে যায় তখন তা আমাদের অপরিচিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

(২) মজবুত গঠন ও পূর্ণ আদায় (متانة التركيب وبلاغة الأداء): জাহেলী যুগে আরবী কবিতা ছিল মজবুত সুগঠিত। অর্থাৎ এমন বিশুদ্ধ যা আরবী ভাষার নিয়ম কানুনের বিপরীত হয় না। শব্দের আগ-পিছ হওয়ার সমস্যা নেই। যিকর তথা উল্লেখ ও উহ্য করণের সমস্যাও নেই। দীর্ঘ ও সংক্ষেপ করণের সমস্যাও নেই।

(৩) মনযোগ আকর্ষণকারী শব্দ ও সুস্পষ্ট অর্থ অথচ সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী (العناية والتنقيح): জাহেলী এমন অনেক কবি ছিলেন যারা উত্তম ও মজবুত শব্দাবলী ব্যবহার করতে সক্ষম হতেন। তাদেরকে বলা হতো رواة الأدب তারা এমন শব্দাবলী ব্যবহার করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, নাবিগাহ, যুহাইর, হুত্বাইয়া, তুফাইল আল-গানাবী প্রমূখ। (১১২)

(৪) অনারবী শব্দ নেই (الخلو عن الألفاظ الأعجمية): তাদের কবিতার অনারবী নেই বললেই চলে। (১১৩)

(৫) কৃত্রিমতা ও কপটতা বর্জিত :(الخلو من الزخارف والتكلف)

(৬) কম শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কথা বলা (الايجاز بأقلّ عدد من الألفاظ))

অর্থগত বৈশিষ্ট্য:

(১) গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি : তাদের কবিতা গ্রাম্য জীবনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

(২) সততা : কবিতার মধ্যে সততা হচ্ছে কবি যা বুঝবেন তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা, তা না হলে তিনি তার উদ্দেশ্য প্রকাশে চাপের সম্মুখীন হয়েছেন বলে ধরা হবে।জাহিলী যুগের কবিতায় এ সততা ছিল।

(৩) মনের আবেগও আগ্রহ: জাহেলী যুগের কবিতা সাধারণত ছিল, তাদের মনের আবেগ ও আগ্রহের উপর তারা তাদের মনের ভিতরে যা আছে তা-ই বর্ণনা করত।

(৪) সরলতা: তাদের স্বভাবজাত জীবনের প্রভাব তাদের কবিতার উপর পড়েছে, তারা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সহজও সরল, এ সরল হতে বাধ্য করেছে তাদের যাযাবরী জীবন ও গ্রাম্যজীবন।

(৫) সঠিক কথা : তাদের সরল জীবন ও সুন্দর মনের আবেগ তাদের কবিতাকে মানসম্মত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তারা সর্বদা চেষ্টা করত সংক্ষেপ কথার দ্বারা অনেক অর্থ তোলা, এটা তাদের মধ্যে দারুনভাবে কাজ করেছে। যে সংক্ষেপ কথায় অনেক অর্থ তুলতে পারত তার অনেক ক্বদর ছিল, বিধায় এর চেষ্টা হতো খুব বেশী। তাদের ছোট কবিতায় অনেক বড় কবিতার মর্ম পাওয়া যেত।

(৬) বক্তব্য দীর্ঘ করণ ও অপ্রাসঙ্গিক কথা দিয়ে বক্তব্য দীর্ঘ করা: জাহেলী যুগে কবিদের এ ব্যাপারে প্রশংসা করা হতো যে, তারা কবিতাকে দীর্ঘ করবেন এবং কবিতার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ও প্রয়োজনবোধে সাজিয়ে তুলবেন। এটা নিশ্চিত জানা যে, জাহেলী কবিগণ এভাবে কবিতা রচনায় পটু ছিলেন।

(৭) খেয়াল বা কল্পনা: মাঠ-ময়দানের দিগন্ত যেহেতু সুপ্রশস্ত, সেহেতু আরব কবিদের খেয়ালও সুপ্রশস্ত। কেননা জাহেলী যুগের কবিরা ছিল পরিবেশের দিক দিয়ে স্বভাবজাত ভাবে সুপ্রশস্ত। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, জাহেলী কবিগণের মধ্যে বিশেষতঃ যারা শহরে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে আ'শা ইব্রাউল ক্বায়েস, নাবিগাহ ছিলেন অন্যান্য কবিদের মধ্যে বেশী প্রশস্ত মনের অধিকারী ছিলেন। (১১৪)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী :

১। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২। আহুমদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরবী,তা.বি. পৃ. ৫।

৩। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৪। হ্বান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, তা.বি.,পৃ.৪৬।

৫। ড. 'ওমর ফররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আবরী, (বৈরুত ঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯২), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৬। আহুমদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৭। আ-'আব লুঈস.মা'লুফ য়াসূয়ী, আল-মুনজিদ, (বৈরূত : আল-মাক্তাবাতুল কসূলিকিয়্যাহ,তা.বি.), পৃ.৬৯।

৮। ড.হ্বাসান শাবলী ফারহুদ প্রমূখ, আ-আদাব, নুছূছুহূ ওয়া তারীখুহু, স্থান অজ্ঞাত, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ.১৫।

৯। ড. 'ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

১০। আল-ক্বুরআন, ০২ : ৬৭।

১১। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯।

১২। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮৬), পৃ. ৪-৭।

১৩। মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, আস্সাব'উল মু'য়াল্লাক্বাত, (ঢাকা: ১৯৭২), পৃ.৩৩৬-৩৩৭ ও ২২৮-২২৯

১৪। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭। ; মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭।

১৫। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

১৬। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮।

১৭। হ্বান্না-আল ফাখুরী প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪।

১৮। হ্বান্না-আল ফাখুরী প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪

১৯। ড. হ্বাসান শাবলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২০। হ্বান্না-আল ফাখুরী প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

২১। আ,ত,ম মুহলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮।

২২। হান্না-আল ফাখুরী প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪।

২৩। প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫।

২৪। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩।

২৫। প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮।

২৬। ড. হাসান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৭। ড. 'ওমর ফররুখ প্রাগুক্ত পৃ-৬০

২৮। আল- ক্বোর'আন ১৬ : ৫৮।

২৯। আল-ক্বোর'আন ১৭ : ৩১।

৩০। আল-ক্বোর'আন ৮১ : ০৯।

৩১। ড. 'ওমর ফররুখ প্রাগুক্ত পৃ. ৬০-৬১।

৩২। ড. হাসান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

৩৩। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

৩৪। ইবনে মারিয়াহ হচ্ছেন খ্যাতিমান নেতা হারিস আল-আকবার তার সন্তানরাই হচ্ছেন নু'মান, মুনযির, জাবালাহ, আবূ শিমর, তারা সবাই রাজা ছিলেন। সায়্যিদ মুরতাদ্বা হুসায়নী, তাজুল 'উরূস (কুয়েত : মত্বুবা'য়তু হুকূমাহ, ১৯৭৬),পৃ. ৩০৫।

৩৫। 'আব্দুর রহমান বারকূতী, দিওয়ানে হাস.স.া ইবনে সাবিত, (মিশর : আল-মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়্যাহ, ১৯২৯), পৃ. ৩০৯-৩১০।

৩৬। মাওলানা স.ায়্যিদ সু.লায়মান নদভী, আরদ্বুল ক্বোর'আন (করাচী : দারুল ইশা'আত, তাদেব), পৃ. ৬২-৬৩।

৩৭। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৩৮। ড. হাসান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৯। ড. 'ওমর ফররুখ প্রাগুক্ত পৃ. ৬৬।

৪০। আল-ক্বোর'আন, ২ : ২৩।

৪১। ড. 'ওমর ফররুখ প্রাগুক্ত পৃ. ৬৬।

৪২। আহমদ হাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৩। প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। ড. হুসান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৫। প্রাগুক্ত, ২৪-২৫।

৪৬। আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৪৮। প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭।

৪৯। ড. হুসান শায.লী ফরহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত পৃ. ২২।

৫০। মাওঃ সু.লায়মান নদভী, প্রাগুক্ত-পৃ-৩৮৫।

৫১। আল-ক্বোর'আন, ৫৩ : ১৯-২০।

৫২। আল-ক্বোর'আন, ৫১ : ২৩।

৫৩। হযরত মাও. মুফতী শফী (রহঃ), অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, তাফসীরে মা'আরেফুল ক্বোর'আন,(সৌদ'আরব : ক্বোর'আন, মূদ্রণ প্রকল্প, খাদিমুল হ্বারামায়ন, বাদশাহ ফাহাদ), পৃষ্ঠা-১৪০৮।

৫৪। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯২।

৫৫। আল-ক্বোর'আন, ৫ : ৯০।

৫৬। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৫৭। ড. হুসান শায.লী ফরহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩।

৫৮। আল্লামাহ সু.লায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

৫৯। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৬০। আল্লামাহ সু.লায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

৬১। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৬২। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬৩। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

৬৪। আল-ক্বোর'আন, ২ : ১৩৫-১৩৬।

৬৫। আল-ক্বোর'আন, ৪ : ২২।

৬৬। হুন্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৬৭। ড. হুসান শায.লী ফরহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮-১৯।

৬৮। ড. 'ওমর ফররুখ প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬৯। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৭০। ড. হ্বাস.ান শায.লী ফরহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫।

৭১। আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৭২। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

৭৩। আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৭৪। মুহ্বীউদ্দীন, দীওয়ানুল হ্বামাস.াহ,বাবুল আদ্বয়াফ ওয়াল মাদাইহ্ব,(ঢাকা : এমদাদিয় লাইব্রেরী, তাদেব।) পৃ. ৪।

৭৫। আল-ক্বের'আন, ৩৬ : ৬৯।

৭৬। আল-ক্বের'আন, ২৬ : ২২৫-২২৭।

৭৭। মুফতী শফী' (র.), প্রগুক্ত, পৃ. ৯৮৬-৯৮৭।

৭৮। শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহ্বাম্মদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ খতীব আত-তিব্রীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ্ব, (ভারত : আল- মাত্ববা'আতুল ক্বায়্যূমী, তাদেব।) পৃ. ৪০৯।

৭৯। মুফতী শফী' (র.), প্রগুক্ত, পৃ. ১১৩৭।

৮০। প্রগুক্ত, পৃ. ৯৮৭।

৮১। হ্বান্না আল-ফখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৮২। আহ্বমদ হ্বাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৮।

৮৩। আল-মু'আল্লিম বুত্বরুস. আল-বুসতানী, দাইরাতুল ম'আরিফ (লেবানন : তাদেব।), দশম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫।

৮৪। আহ্বমদ হ্বাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৮৫। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৮৬। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৮৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৮৮। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৮৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৯০। ড. 'আব্দুল জলীল, 'আরবী কবিতায় ইস.লামী ভাবধারা, (ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ইস.লামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৬।), পৃ. ২৬-২৮।

৯১। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯২। ড. 'আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৯৩। শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

৯৪। ড. 'আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৯৫। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৯৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৯৮। আল-ক্বোর'আন, ৫ : ১৯ ।

৯৯। মুফতী শফী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-৩২০।

১০০। মাওলানা নিসার 'আলী, মিছবাহুর রাশাদ ফী শরহে বানাত সু'আদ, (দিল্লী : মাত্বব্'আয়ে 'ইলমী, তাদেব,), পৃ. ৮।

১০১। মাওলানা মুমতায উদ্দীন, হুল্লুল্ 'উক্বদাহ মিনাল মু'আল্লাক্বাহ, তাদেব,পৃ. ১-৫; মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

১০২। ড. 'আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১০৩। আহ্মদ হাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১০৪। 'আব্দুস. স.াত্তার আধুনিক 'আরবী সাহিত্য (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃ. ১৮।

১০৫। 'আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (দ.) ও সাহাবীদের মনোভাব,(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫) পৃ. ৭-৮।

১০৬। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

১০৭। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৭।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৭১।

১১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৮২।

১১২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১১৩। ড. হাস.ান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১১৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

'আরবী কবিতায় গাযালিয়্যাত বা প্রণয় কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ :

এটা অস্পষ্ট নয় যে, জাহেলী যুগের কবিতার উৎপত্তির সাথে-সাথেই গাযাল বা প্রণয়েরও উৎপত্তি হয়েছে, কারণ 'আরবী কবিতার প্রারম্ভ বলতে কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু যা পাওয়া যায় তাতে রয়েছে তাশবীব বা গয.ল বা প্রণয়মূলক কবিতা, যেমন কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. তার কবিতার শুরুতে বলেন,

قفاينك من ذكرى حبيب ومنزل + بسقط اللوى بين الدخول فحومل .

(দাঁড়াও! হে আমার যুগল বন্ধু, দাখূল ও হ্বাওমাল নাম স্থানে অবস্থিত বালুর টিলায় আমার প্রিয়ার বাস্তুভিটাকে স্বরণ করে আমি একটু কেঁদে নেই)

এভাবে জাহেলী যুগের প্রায় সকল কবিতাই প্রণয় দিয়ে আরম্ভ হতো, যা প্রসিদ্ধ অনেক কবিতাই প্রমাণ করে। আর তাদের প্রণয় আরম্ভ হতো প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা স্বরণ করা ও ক্রন্দন করা দ্বারা যা উপরের ইম্রাউল ক্বায়েসের কবিতা প্রমাণ করে, আবার কোন-কোন সময় তারা প্রেমিকার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে থাকে, যেমন- কবি কা'ব বিন যুহায়র তার প্রেমিকা সূ'য়াদের দেহের বর্ণনা দিয়ে বলেন-

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة + لايشتكى منها قصر ولاطول

(প্রেয়সী সূ'য়াদকে অগ্রগামী অবস্থায় মনে হয় ক্ষীণ কটিদেশ বিশিষ্টা, আবার পশ্চাদগামী অবস্থায় মনে হয় সে বহৎ নিতম্বধারিনী। তার উপর বেশী লম্বা বা খাটো হওয়ার অভিযোগ করা যায় না।) আবার কোন সময় তারা প্রেমিকার দাঁতের বর্ণনা বর্ণনা দিতেন, যেমন- কবি কা'ব বিন যুহায়র বলেন-

تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت + كانه منهل بالراح معلول

(সে মুচকি হাসলে তার সিক্ত দাঁতগুলো সমুজ্জল হয়ে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন রাহু নামক মদ বার-বার পান করেছে। এভাবে তারা প্রেয়সীর পার্শ্ব, গন্ডদেশ, ঘাড়, বক্ষদেশ, চোখ, মুখ, লালা, ঘাম, পা, স্তনদ্বয়, চুল, প্রেমিকার কাপড়, বাহন, লজ্জা, অলঙ্কার ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করত। যাদের কবিতা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাদের মধ্যে বায়োজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন শানফারা আল-আয.দী তিনি আনুমানিক ৫১০ খ্রীঃ মৃত্যু বরণ করেন তার কবিতায় আমরা গাযাল কাব্য পাই। তিনি বলেন-

لقد أعجتنى لاسَقوطا قناعُها + اذا مامشت ولابذات تَلفَت

Dhaka University Institutional Repository

تبيت بعيد النوم تهدى عَبوقها + لجارتها اذا الهدية قلّت

تَحلّ بمنجاة من اللومِ بيتَها + اذا ما بيوت بالمذمة حُلّت

كأن لها فى الارض نسياًتقصُّه + على أمهاوان تكلمك تَبلت

(নিশ্চয় আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে, প্রেয়সীর অবিরত পরিতুষ্টি, সে যখন বিচরণ করে, তখন অন্য কারো দিকে তাকায়-ই না। সে তার ঘুম আসার খানিকটা পরেই রাত্রি যাপন করতে আসে, তার মুখ থেকে পার্শ্ববর্তীর কাছে সুগন্ধি প্রকাশ পায়। এমন উপহার খুব কমই দেখা যায়।

সমাজের অন্যান্য নারীদের ঘরে যখন নিন্দনীয় অনেক বিষয়ের সমাহার, তখন তার ঘরের মধ্যে নিন্দনীয় কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না।

সে এমন বিনয়ী যে, তার চলনে মনে হয় সে যেন, জমিনে হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিস খোজে বেড়াচ্ছে। যদি সে তোমার সাথে কথা বলে তখন অত্যন্ত বিনত ভাবে কথা বলে।)

এভাবে, আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কবিতার বেলায় পেয়ে থাকি, যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়, তিনি প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় সুন্দর-সুন্দর উপমা পেশ করেছেন। তিনিই প্রথম 'আরব কবি যিনি চঞ্চলা হরিণী ও বন্য গাভীর সঙ্গে নারীর তুলনা করেছেন। 'আরবের

অমার্জিত আবেগ ও উদ্দাম কামাচারের চিত্র তার কাব্যে ফুটে উঠেছে। অশ্লীল হলেও তা উপভোগ্য। তার ভাষা অতি বিশুদ্ধ। চিত্র ও ভাবের সঙ্গতি রেখে তিনি শব্দ চয়ন করেছেন। প্রকৃত প্রেমের লীলা-বৈচিত্র নগ্নরূপে তার কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে, আর এগুলো কাল্পনিক নয় বরং কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, তাই এত সচল ও সজীব। তিনি তার বর্ণনায় কপটতার আশ্রয় নেননি। প্রেমাগ্নি তার হৃদয়ে জ্বলছে, তা নির্বাপিত হওয়ার নয়। তিনি বলেন-

تسلت عمايات الرجال عن الصبا + وليس فوادى عن هواك بمنسل

(নওজওয়ানীর প্রেমের মোহ হৃদয় হতে মুছলো সবে,

হায়রে আমার হৃদয় হতে তোমার সে প্রেম মুছবে কবে।) (১)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কবিতার উৎপত্তির সাথে-সাথে গাযাল বা প্রণয় কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে।এ বিষয়টা আরেকটু পরিস্কারভাবে আমরা ড.আব্দুল হামীদ জীরাহ এর ভাষায় পাব, তিনি বলেন, (২)

قصيدة الغزل العربية قديمة جداً قدم الشعر ا العربي نفسه لأنها قصيدة غنائية تنبع من عاطفة بما أن الغزل مرتبط بعاطفة الحب فموضوعه قديم قدم هذه العاطفة . نحن لا نستطيع أن نحدد أول من قصّد قصائد الغزل في الشعر العربي لأنه لا يوجد تاريخ للشعر العربي القديم . وإن كان

Dhaka University Institutional Repository

بعض الباحثين الجدد أمثال الأب لويس شيخو ومرجليوث يأخذون برأي الأغاني بأن المهلهل أخا كليب الذي كان مهلكه سنة ٥٣١م كان أول من نظم القصائد الطويلة وأدخل فيها الغزل .

'আরবী প্রণয় কাব্য অনেক প্রচীন, 'আরবী কবিতাই একে প্রাচীন করেছে। কেননা 'আরবী কবিতা মূলে ছিল সঙ্গীতমূলক কবিতা,যা উৎসারিত হয়েছে ভালবাসার আবেগ থেকে, আর ভালবাসার আবেগের সাথেই প্রণয় জড়িত,সুতরাং এ আবেগটাই প্রণয় বিষয়কে প্রাচীন করেছে।'আরবী কবিতার মধ্যে সর্ব প্রথম কে প্রণয়কাব্য রচনা করেছেন, তা আমরা বলতে সক্ষম নয়, তবে আধুনিক গবেষকগণ যেমন-আল-আব লূঈস.শায়খূ, মারজিলিয়ূস. 'আগানী এর বারাত দিয়ে বলেন যে, মুহালহিল ইবনে রাবি'আহ (মৃত-৫৩১ খ্রী.) সর্ব প্রথম দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন এবং তাতে গাযল বা প্রণয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি :

১। মাওলানা মুমতায, উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

২। ড. 'আব্দুল হামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাহিলী যুগের গাযলিয়াত রচনাকারী কবি গোষ্ঠি

এটা সবার কাছে পরিস্কার যে, জাহেলী যুগের কবিদের মধ্যে একটা প্রচলন ছিল, তারা কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করলে আগে তাদের প্রেমিকা নিয়ে কবিতা বলত, কবিতার প্রথমাংশে তাদের প্রেমিকার বিভিন্ন বিষয় যেমন দৈহিক বর্ণনা, বাস্তভিটাকে স্বরণ করে ক্রন্দন, প্রেমিকার বাহন নিয়ে আলোচনা ইত্যদির পর তারা তাদের আসল বিষয়, যেমন- هجاء، وصف، مدح، اعتذار، رثاء ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা বলে শেষ করত। এ হিসেবে জাহেলী যুগের সকল কবিকেই আমরা গাযাল বা প্রণয় কাব্য রচিয়তা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তবে সবার এদিকে অগ্রণী ভূমিকা না থাকাই স্বাভাবিক, বিধায় আমরা তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবিদের নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বেশী গাযাল বা প্রণয় কাব্য নিয়ে চর্চা করেছেন তাদের নিযে আলোচনা করব।

شنفري الأزدي

শানফারা আল আয.দী (মৃত-৫১০)(১)

পরিচয় : নাম-সাবিত, পিতা- আওস, (২) দাদা-হাজর, গোত্রগতভাবে-আযদিয়্যাহ, জাতিগতভাবে-ইয়ামনিয়্যাহ, বংশগতভাবে-ক্বাহ্তানী,(৩) জন্ম-তার জন্ম সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।(৪)

জীবনের বর্ণনা : শানফারা অতি দ্রুত দৌড়াতে পারতেন। এমনকি দ্রুতগামী ঘোড়াও অনেক সময় তার সাথে পাল্লা দিতে পারতনা। সারা 'আরবে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি তার সাথে দৌড়ে পারতেন। এদের মধ্যে তার সাথী তা'ব্বাতা শাররান্ অন্যতম। বর্ণিত আছে যে, বনু সালমান গোত্রের দস্যুরা তাকে অতি শৈশবে ধরে নিয়ে যায়। তিনি তাদের ওখানে বড় হন। বড় হয়ে যখন তার পরিচয় জানতে পারেন, তখন তিনি স্বীয় গোত্রে ফিরে যান এবং এই শপথ করেন যে, বনু সালমানের ১০০ ব্যক্তিকে হত্যা করবেন। তাদের ৯৮ জনকে হত্যা করার পর তাদের একজনের দ্বারা আহত হন ও মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ অবস্থাতেই বনূ সালামানের এক ব্যক্তিকে নিজের কর্তিত হস্তের আঘাতে মারতে সক্ষম হন। মৃত্যুর পর তার মাথার খুলিটি পড়ে থাকে মাঠিতে। বনূ সালামানের এক ব্যক্তি ঐ পথ ধরে যাবার কালে খুলিটিতে লাথি দেয়। ঘটনাক্রমে একটি হাড় তার পায়ে বিধে গেলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষত দুষ্ট হয়ে তার মৃত্যুর কারণ ঘটে। এমনিভাবে শানফারার প্রতিশোধ সংক্রান্ত শপথ পূর্ণ হয়। জুরজী যায়দান বলেন, (৫)

Dhaka University Institutional Repository

و يقال ان الشفرى حلف يقلن مئه رجل من بنى سلامان فقتل ٩٩ فاحتالوا عليه فامسكه رجل منهم عداء هواسيد بن جابرثم قتله فمربه رجل منهم فرفس جمجمته فدخلت شظية منها برجله فمات فتمت القتلى مئه ـ

হান্না আল-ফাখূরীর ভাষায়, যে ব্যক্তি তাকে ৯৯ জন হত্যার পর ধরতে সক্ষম হয়েছিল, তার নাম উস.ায়দ ইবনে জাবির। তিনি বলেন-(৬)

ومما يروى عنه انه حلف ليقتلن مئة رجل من بنى سلامان، فقتل تسعة و تسعين ثم احتالوا عليه فأمسكه رجل منهم عدّاء هوأسيدبن جابر ثم قتله فمرّبه رجل فرفس جمجمته فدخلت شظيّة منها برجله فماته فتمّت القتلى مئة.

অর্থাৎ- তার সম্পর্কে বর্ণনা ধারায় জানা যায়, তিনি শপথ করেছিলেন বনী স.ালামান গোত্রের ১০০ ব্যক্তিকে হত্যা করবেন। অতঃপর তাদের ৯৯ জনকে হত্যা করার পর তাদের মধ্যে দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তি উস.াইদ বিন জাবির তাকে ধরে ফেললেন। এবং অবশেষে তাকে হত্যা করলেন, অতঃপর তার পাশ দিয়ে ঐ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন, তার পায়ে শানফারার মাথার খুলি বিদ্ধ হলো এবং এভাবে ১০০ পূর্ণ হলো।

শানফারার কবিতায় খাটি 'আরব অনুভূতি পরিস্ফুট হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ কবিতা লামিয়াতুল 'আরব। শেষ অক্ষর তথা অন্তমিল লাম এর দ্বারা 'আরব মানস পরিস্ফুটিত হয়েছে এ জন্য তার এ কবিতাকে লামিয়াতুল 'আরব বলা হয়।

তিনি ছিলেন রিক্ত হস্ত, কপর্দকহীন, দরিদ্র কবি, তার অধিকাংশ কবিতা গৌরব গাঁথা ও বীরত্বমূলক কবিতা। তার গাযাল বা প্রণয়মূলক কবিতাও আছে। অন্তমিল তা (تـــا) যুক্ত কবিতার আল মুফাদ্দালিয়াত যা মুফাদ্দাল আদ্দাব্বী বা সংগ্রহ করেছেন, তাতে বিশেষ ভাবে তার বীরত্বমূলক কবিতা (حـمـاسة) ও প্রণয়মূলক কবিতা (غـزل) স্থান পেয়েছে- তর গাযাল বা প্রণয়মূলক কবিতার কিয়দংশ নিম্নে পেশ করা হল-(৭)

لقدأعجبتنى لاسقوطاًقناعُها+اذا مامشت ولابذات تلفت
تبيت بعيد النوم تُهدى عبوقها+لجارتها اذا الهدبة قلّت
تحلّ بمنجاة من اللوم بيتها+ اذامابيوتٌ بالمذمّة حُلّت
كأن لهافى الأرض نسياًتقصه+على أمّها ' وان تكلمك تبْلت
أميمة لايخزى نثاهاحليلها+اذا ذكر النسوان عفّت وجلّت
اذا هوأمسى آب قرّة عينه +مآب السعيد، لم يسل اين ظلت

Dhaka University Institutional Repository

فدقّت وجلّت واسبكرّت وأكملت + فلو جُن إنسان من الحسن جُنت
فبتنا كأن البيت حجّر فوقنا + بريحانة ريحت عِشاءً وطُلّت

অর্থাৎ- সে প্রেয়সী নিশ্চয় আমাকে মুগ্ধ করে যখন হেটে যায়, আর তার প্রদত্ত ঘোমটা কখনও পড়ে যায় না এবং সে ডানে-বামে তাকায়ও না।

তার ঘুম আসার পরক্ষণেই সে রাত্রি যাপন করতে শুরু করে এবং সে তার প্রতিবেশীকে সুগন্ধি উপহার দিতে থাকে। যখন মানুষের উপহার একেবারে কমে যায় নিঃশেষ হয়ে যায় (অর্থাৎ একজন মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের একেবারে নূন্যতম কষ্ট হচ্ছে, তার মুখের দূর্গন্ধ কিন্তু প্রেয়সীর মধ্যে এ কষ্টটুকুও নেই।)

যখন বিভিন্ন ঘরে নিন্দা ও তিরস্কারের সাথে মহিলারা অবস্থান করে তখনও সে নিন্দা, অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে তার ঘরে অবস্থান করে থাকে।

সে চলার সময় এমন ভাবে চলে, যেন মনে হয় সে ভূ-পৃষ্ঠের উপর হারিয়ে যাওয়া কোন বস্তুকে অনুসন্ধিৎসু মনে খুজছে, যদি সে তোমার সাথে কথা বলে, তাহলে সে তোমাকে থামিয়ে দিবে তথা বিস্মিত করবে। সে এমন একজন মৌলিক রমণী, যে তার স্বামীর সমালোচনা করে স্বামীকে অপদস্থ করে না, যখন সে নারীদের মুখে আলোচিত হয়ে তখন সে হয় পবিত্র ও সম্মানিত।

যখন তার স্বামী সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে তখন সে তার সুখের নীড়, সৌভাগ্যময় আশ্রয়স্থল তার নয়নের মনিতে ফিরে আসে। তার(স্বামীর) এমন কোন প্রশ্ন করা লাগেনা যে, সে কোথায় সময় কাটিয়েছিল।

অতঃপর ক্ষীণ (কটিদেশ বিশিষ্টা) সুঠাম দেহী, দীর্ঘকায় পরিপূর্ণ ও নিখুত আকৃতি বিশিষ্টা, যদি কেউ তার দৈহিক সৌন্দর্য দেখে পাগল হয় সেও অনুরূপ পাগল হয়ে যায়।

অতএব, এমনি একজন প্রেমিকার সাথে রাত্রি যাপন করলাম এমন ঘরে যার ছাদে রয়েছে সুগন্ধির উদ্ভিদ রাজি যা সন্ধ্যার সময় থেকেই বাতাসের সাথে বিচ্ছুরিত হয়, এমতাবস্থায় তাতে বারিপাত এবং তা উজ্জল হয়ে আরও সুগন্ধি বেড়ে যায়।)

مهلهل بن ربيعة

মুহালহিল ইবনে রবী'আহ (মৃত্যু- আনুমানিক ৫৩১ খ্রীঃ)(৮)

পরিচয় : নাম-'আদী, উপনাম-আবু লাইলাহ,(৯) উপাধী-মুহালহিল ও যীর, (মুহালহিল বলা

Dhaka University Institutional Repository

হতো চুলের সুক্ষ্মতা, কমনিয়তার দরুণ, আর যীর বলা হতো নারীদের সাথে লেগে থাকার দরুন), (১০) পিতার নাম-রবী'আহ, গোত্র-তাঘলিব, তিনি ছিলেন তাঘলিব ও বকর গোত্রের প্রধান কুলাইবের আপন ভাই (১১) তিনি ছিলেন ইম্রাউল কায়েসের মামা, অর্থাৎ ইম্রাউল কায়েসের মাতা ছিলেন তার আপন বোন।

জীবনের বর্ণনা : যৌবনে নারীদের নিয়ে তিনি আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকতেন। এজন্য কুলাইব তার নাম দিয়েছিলেন যীরুন্‌নিসা (زير النساء) অর্থাৎ নারীদের সাথী। বসূসের যুদ্ধে কুলাইব নিহত হলে ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি তৎপর হয়ে পড়েন। তিনি কুলাইবের মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণ করে মুরসিয়া (শোক গাঁথা) রচনা করেন।

তিনি বলেন-

كليب لاخيرفى الدنيا ومن فيها + ان انت خليتها فيمن يخليها

كليب اى فتى عزومكرمة + تحب السقائف اذ يعلوك سافيها

نعى النعاة كليباالى فقلت لهم + مادت بنا الارض ام مادت رواسيها

ليت السماء على من تحتها وقعت + وانشقت الارض فانجابت بمن فيها

হে কুলাইব দুনিয়া ও দুনিয়ার যা কিছু আছে তাতে নেই কোন মঙ্গল। যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাও, অতঃপর কে দুনিয়া ছেড়ে গেলো সে সংবাদেও নেই কোন গুরুত্ব।

হে কুলাইব আকাশের নিম্নে তুমি সম্মান ও আভিজাত্যের যুবক, যখন সে তোমাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে করেছে পরাভূত।

শোকার্ত রমণীরা কুলাইবের জন্য আমার নিকট শোক করছে। আমি তাদের বলছি, পৃথিবী আমাদের নিয়ে কাঁপছে, পাহাড় পর্বত দুলছে।

কতইনা ভাল হতো, আকাশ যদি পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়ত, পৃথিবী ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত। (১২)

উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ দিকে (৪৯৫-৫৩৫) বকর ও তাঘলিব গোত্রের মধ্যে বসূসের যুদ্ধ বাধে। মুহালহিলের ভাইয়ের নাম ছিল ওয়াইল তিনি ছিলেন তার সম্প্রদায়ের নেতা। (১৩) তিনি ৪৪০ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। (১৪) ওয়াইল তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের বলে মানুষের উপর জুলুম ও স্বৈর শাসন আরম্ভ করেন, এমন কি তা এ পর্যন্ত গিয়ে পৌছায় যে, তিনি সকল বৃষ্টিপাতের পানির ক্ষেত্র নিজ নিয়ন্ত্রানাধীন করে নিতেন, যখন কোন স্থানে বৃষ্টির পানি জমা হতো,

Dhaka University Institutional Repository

তখনই ঐ স্থানে কুলাইব তথা কুকুরের বাচ্ছা বসিয়ে রাখতেন। ফলে কুকুরের ঘেউ-ঘেউতে কেহ ওখানে পৌছতে পারত না, অথবা কেউ ওখানে পানি পান করাতে হলে ওয়াইলের অনুমতি নিতে হতো। ওখান থেকে তাকে কুলাইব উপাধিতে ভূষিত করা হয়। (১৫) এ কুলাইব বকর গোত্রের জালীলাহ বিনতে মুররাহকে বিবাহ করেন, মুররার ছিল ১০ ছেলে, সর্ব কনিষ্ট ছিলেন জাছ্ছাছ। (১৬) কুলাইবের শ্যালক জাছ্ছাছ ও কুলাইবের উট একই স্থানে চরত। একবার তার তথা জাছ্ছাছের নিকটতম একদল মানুষ জাছ্ছাছের মেহমান হন। তাদের সাথে বসূস নাম্নী এক উষ্ট্রী ছিল। কেউ-কেউ বলেন, বসূস ছিল জাছ্ছাছের খালার নাম। ঐ উষ্ট্রী জাছ্ছাছের ও কুলাইবের উটের সাথে একস্থান চরতে লাগল। এদিকে কুলাইব অপরিচিত এ উষ্ট্রীকে দেখে খুবই রাগান্বিত হন এবং কিছু না জেনেই উষ্ট্রীটি হত্যা করেন। এতে জাছ্ছাছের মেহমান জাছ্ছাছকে জানালো। এতে জাছ্ছাছ উত্তেজিত হলো এবং কুলাইবকে অবশেষে হত্যা করল। (১৭) এ মুহুর্তে মুহালহিল বাড়ীতে আসলেন এবং উত্তেজিত হয়ে কবিতা রচনা করলেন। এতে তাদের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এবং ৪০ বছর পর্যন্ত দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা চলতে থাকলো। অবশেষে মুহালহিল বন্দী হলেন এবং বন্দী অবস্থায় ৫৩১ সালে মারা গেলেন। (১৮) ঐ যুদ্ধে সর্বশেষ নিহত ব্যক্তি ছিলেন জাছ্ছাছ।(১৯)

মুহালহিল ইবনে রবী'আহ ছিলেন 'আরবী সাহিত্যের প্রথম কবি, 'উমর ফাররুখ বলেন- (২০)

وأول من قصد (اطال) القصائد والمقصود، بلاريب، أنه كان من أوائل الذين فعلوا ذالك وأغراض المهلهل هى الرثاء الوجدانى لأخيه كليب فى الدرجة الأولى، ثم الحماسة، وله شئى من الغزل.

অর্থাৎ- তিনি হচ্ছেন প্রথম দীর্ঘ কবিতা রচনাকারী। এতে কোন সন্দেহ নেই, তিনিই ছিলেন এ ধরণের প্রথম কবিতা রচনাকারী। মুহালহিলের রচিত কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল। رثـــاء (শাক গাঁথা) হামাসা (বীরত্ব গাঁথা) এছাড়া তার কিছু প্রণয় মূলক কবিতা ও ছিল। এ মহান কবির প্রণয়মূলক কবিতা সরাসরি পাওয়া না গেলেও ঈঙ্গিত মূলক ভাবে পাওয়া যায়, নিম্নে তার প্রথম কবিতা উল্লেখ করা হলো, এতে কিছু ঈঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। (২১)

كنا نغار على العواتق اذ ترى + بالأمس خارجة عن الاوطان
فخرجن حين ثوى كليب حسرا + مستيقنات بعده بهوان
فترى الكواعب كالظباء عوا طلا + اذ خان مصرعه من الأكفان

Dhaka University Institutional Repository

يخمشن من ادم الوجوه حواسرا + من بعده ويعدن بالازمان

متسلبات نكدهن وقد ورى + أجوافهن بحرقة و روانى .

(আমরা গতকাল কয়েকজন স্বাধীনা রমণীর উপর অভিযান চালিয়েছিলাম, যখন তুমি দেখতে পাচ্ছিলে তারা তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তারা ঐ সময়ই বেরিয়ে এসেছিল যখন কুলায়ব দুঃখের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি লাঞ্চনার শিকার হয়েছেন।

যখন কুলায়বের দাফন-কাফনের সময় হয়েছিল, তখন তুমি অলংকার বিহিন যুবতী-রমণীদের দেখতে পাচ্ছিলে, তারা হরিণীর রূপ ধারণ করেছে।

তারা কুলায়বের দাফনের উলঙ্গ মুখমন্ডলের ত্বকে আচড় কাটছে এবং কালের স্মৃতিতে এসব হচ্ছে।

তারা বাচ্চাহারা রমণীর মত কষ্ট পাচ্ছিল, এতদ্ব্যবতীত তারা নিবিড়ভাবে বিরহের দহনে জ্বলছিল।

امرؤ القيس

ইম্রাউল ক্বায়েস (মৃঃ-৫৪০ খ্রিঃ)

পরিচয় : নাম, জুনদুহ্, 'আদী, মুলাইকাহ, পিতা-হুজর বিন হ্বারিস, উপনাম-আবুওয়াহব, আবু যায়েদ, আবুল হ্বারিস, উপাধী-যুল কুরুহ্, মালিকুদ্বদ্বিলীল, প্রসিদ্ধ উপাধী-ইম্রাউল ক্বায়েস। ক্বায়েস হচ্ছে জাহেলী যুগের মুশরিকদের দেবতার নাম, তারা তার পুজার করত এবং তার নামের সাথে নিজেদের নাম সম্মানার্থে সম্পৃক্ত করত। জাহেলী যুগে ১৬জন কবি ছিলেন তাদের সবার নামই ছিল ইম্রাউল ক্বায়েস। মাতার নাম-ফাত্বিমাহ বিনতে রাবি'আহ, তিনি ছিলেন, তাঘলিব গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুহালহিল ও কুলাইবের বোন। তার জন্ম সম্পর্কে সঠিক কোন কিছু জানা যায়নি শাওক্বী দ্বাইফ বলেন-

لانعرف سنة مولده، ويظن انه ولد فى أوئل القرن السادس للميلاد

অর্থাৎ-তার জন্ম সম্পর্কে সঠিক কোন কিছু বলা যায় না, ধারনা করা হয় যে, তিনি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। (২২) তিনি ছিলেন তার পিতার সর্ব কনিষ্ট সন্তান। (২৩)

জীবনের বর্ণনা : তার শৈশব কাল সম্পর্কেও তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে যা জানা যায় তা হচ্ছে- তিনি কবিতা, গান আর সূরা নিয়ে জীবন কাটাতেন। ঘরের চাইতে বাইরের টান ছিল তার বেশী। তাই তাকে ملك الضليل বা ভবঘুরে যুবরাজ নামে ডাকা হয়। শৈশবে তিনি অতি

Dhaka University Institutional Repository

আদর যত্নে লালিত-পালিত হন, কিন্তু পরে যখন তার মদ্যপান, খেলাধুলা, উশৃঙ্খল জীবন আরম্ভ হয় তখন পিতা তাকে তিরস্কার করে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। (২৪) ইবনে ক্বুতাইবাহর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যখন কবি তার চাচাত বোন ফাতিমাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে পড়েন তখন তাকে পাওয়ার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে পড়েন এবং অবশেষে دارة جلجل (দারাতু জুল জুল) এ যা ঘটার ঘটে। তখন তিনি তার কবিতা قفا نبك من ذكرى الخ রচনা করেন। এ খবর বাবার কাছে পৌঁছে গেলে বাবা অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে তাড়িয়ে দেন। (২৫) এ ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ থাকলেও মূল কথা হলো, তারা দুষ্টুমী বেশী বেড়ে গেলে বাবা তাকে তাড়িয়ে দেন। পিতার তাড়িয়ে দেওয়ার পর তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তিনি তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে কুপ পান সেখানে তাবু তৈরী করে অবস্থান করেন। এখানে যখন পানি শুকিয়ে যায় তখন অন্য স্থানে তাবু তৈরী করেন। এমনিভাবে তিনি জীবন যাপন করতে-করতে এক সময় তিনি ইয়ামনের দিমুন নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। ওখানে তার পিতার মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছায় তখন বলে উঠলেন,

ضيعني أبي صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لأصحوا اليوم ولأسكر غداً اليوم خمر وغداً أمر.

অর্থাৎ- পিতা আমাকে ছোট বেলায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আজ এ প্রৌঢ় বয়সে তার মৃত্যুর প্রতিশোধের বোঝা আমর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজ হুশ নেই, কাল আর নেশা নয়, আজ মদের পেয়ালা, কাল কাজের কথা। (২৬)

এরপর তিনি শপথ করেন যে, তিনি গোশত ভক্ষণ করবেন না, মদ পান করবেন না, তৈল মর্দন করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বনু আসাদ গোত্রের ১০০ জন ব্যক্তিকে হত্যা না করবেন। পরে তিনি তার মামার গোত্র তাগলিব ও বকরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন, বনু আসাদ তার এ উগ্র অবস্থা দেখে তাদের ১০০ জনকে তার হাতে তুলে দিতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেন। এতে তাগলিব ও বকর গোত্র রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে তার সহায়তা প্রত্যাখ্যান করল। (২৭) এদিকে তাদের প্রাচীন শত্রু হীরাধিপতি তৃতীয় মুনযির নিজের প্রভাব খাটিয়ে তার কাজে বাঁধার সৃষ্টি করেন। ফলে কবি নিরাশ হয়ে স.ামওয়াল ইবনে 'আদিয়ার নিকট তার উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত লৌহবর্ম গচ্ছিত রেখে কনষ্টান্টিনোপোলের পথে যাত্রা করেন। স.ামওয়াল কবির জন্য সুপারিশ করে শিমর ঘাস.স.ানীকে একটি পত্র ও লিখেছিলেন। শিমর কবিকে রোম সম্রাটের নিকট পাঠালে সম্রাট তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল কবির প্রতিশোধ স্পৃহাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে লাগানো। কিন্তু কবির এক শত্রু তিমাহ আস.াদী তখন সম্রাটের নিকটে কবির

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ফলে সম্রাট কবির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কবির সাথে একদল সৈন্য প্রেরণ করেও অর্ধেক পথ থেকে তা ফিরিয়ে নেন। আর কবি এক অদ্ভূত রোগে আক্রান্ত হন। তার সমস্ত শরীর দগদগে ঘা'তে ভরে যায়। কেউ বলে, এটি রোগ, আবার কেউ বলে, এটি সম্রাট জাষ্টিনিয়নের দেয়া বর্মের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সে যাই হোক, এর ফলে 'আরবী কবিকুল সম্রাট অকালে অন্ধকারায় ৫৪০ খ্রীঃ মৃত্যু বরণ করেন।(২৮)

ইম্রাউল ক্বায়েসের কবিতায় ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা উপমা উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পরিপাট্য আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা বিদ্যমান। তিনি তার মু'আল্লাক্বায় যে সব রীতির প্রবর্তন করেছেন সেগুলো নতুন। পরবর্তী কালের কবিগণ তাকে অনুসরণ করেছেন। পরিত্যক্ত বাস্তবিটায় যাত্রা বিরতি করে প্রিয়ার স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। দূর্গম পথের ও পথকষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে 'আরবীয় অশ্বের এক চমৎকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার রাত্রির বর্ণনাটাও হচ্ছে অনুপম। প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় সুন্দর-সুন্দর উপমার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। তিনিই প্রথম 'আরব কবি, যিনি চঞ্চলা হরিণীর ও বন্য গাভীর সাথে নারীর তুলনা করেছেন। 'আরবের অমার্জিত আবেগ ও উদ্দাম কামাচারের চিত্র তার কাব্যে ফুটে উঠেছে।তার কবিতা অশ্লীল তবে উপভোগ্য । তার ভাষা অতি বিশুদ্ধ। চিত্র ও ভাবের সংগতি রেখে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। প্রতিটি চরণে রয়েছে সুরের মূর্ছনা। তার কবিতা হচ্ছে তার জীবনের প্রতিচ্ছবি। উদ্দীপিত ও অসংগত জীবনের নানা ঘটনা সকল যুগের বন্ধনহীন মানুষের মনে আগ্রহ ও আকাংখা সৃষ্টি করবে। একদিকে বাদশাহী মিযাজ অন্যদিকে অভাব অনটন ও সহায় সম্বলহীনতার অপূর্ব সমাবেশ তার কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রেমের লীলা বৈচিত্র নগ্নরূপে তার কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। আর এগুলো কাল্পনিক নয় বরং কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, তাই এত সচল-সজীব। গাযাল সাহিত্য রচনায় তিনি বিশেষভাবে পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন । তার কবিতা সকলের কাছে প্রিয়, কেননা তিনি বর্ণনার সময় কখনও কপটতার আশ্রয় নেননি, তার গাযাল মূলক কবিতার একটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

تسلت عمايات الرجال عن الصبا

وليست فوادى عن موالك بمنسل

অর্থাৎ- নওজওয়ানীর প্রেমের মোহ হৃদয় হতে মুছলো সবে, হায়রে আমার হৃদয় হতে তোমার সে প্রেম মুছবে কবে।

কবি ছিলেন ভবঘুরে মানুষ। প্রান্তর থেকে প্রান্তর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে ছিলেন কবি, অন্যদিকে রাজ পরিবারে জন্ম, কাজেই সর্বত্র তার সমাদর ছিল। তার কবিতায় তার জীবন দৃশ্যমান। তার মু'আল্লাক্বাহ তার কয়েকটি প্রেমাভিসারের বর্ণনার সমষ্টি। তার চাচাত বোন উনাইয.াহর প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। কিন্তু তার এ ভালবাসা সফল হয়নি বলে মনে হয়। তবুও মাঝে-মধ্যে 'উনায়য.াহর নিকটে পৌঁছেন। দারাতুল জুলজুল নামক উদ্যানে, 'উনায়যাহকে নিকটে পাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। 'উনায়যাহ তার সাথীদের সঙ্গে ঐ মুরুদ্যানের একটি সরোবরে প্রমোদ স্নান প্রবৃত্তা ছিল। 'আরবের রীতি অনুযায়ী তারা বিবস্ত্রা হয়ে সরোবরে ক্রীড়া কৌতুক করছিল। কবি সরোবরের পাড়ে থাকা ঐ রমণীদের সব কাপড় নিয়ে যান এবং গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের খেলা দেখতে থাকেন। স্নান সেরে রমণীরা কাপড় নিতে গিয়ে কবির এ দুষ্টুমির কথা জানতে পারে। অতঃপর কথামত তার উলঙ্গ অবস্থায় কবির নিকট গিয়ে যার-যার কাপড় চেয়ে নেয়। 'উনায়যাহ প্রথমত আপত্তি করে, কিন্তু উপায় না দেখে তাকেও কবির শর্ত মেনে নিয়ে বস্ত্র ফিরে পেতে হয়। কবি তখন তার একমাত্র বাহন উটনীকে জবাই করে সকলকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। ফেরার সময় কবির বাহন না থাকায় কবি 'উনায়যাহর হাওদায় উঠে পড়েন এবং আমোদ-প্রমোদে পথ অতিবাহিত করেন। কবি এ ঘটনাকে স্মরণ করে বলেছেন-

الارُبّ يوم كان منهن صالح + ولاسيما يوم بدارة جلجل

অর্থাৎ-জীবনের বহুদিন অজস্র নারীর মায়া ডোরে নিজেকে বেঁধেছি আমি। কিন্তু সেই জুলজুল দিন (একটি স্থানের নাম, এখানে কবি তার প্রিয়ার সাথে আমোদ করেছেন)। (২৯) কবি এ সম্পর্কে আরও বলেন-

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة + فقالت لك الويلات انك مرجلى

(আর বিশেষ করে সেদিনের কথা স্মরণ হয়, যেদিন আমি আমার প্রেমিকা উনায়যাহ (মুল নাম ফাতিমাহ) এর হাওদাজে প্রবেশ করেছি, তখন সে বলেছিল, তোমার ধ্বংস হউক, তুমিই আমাকে পদব্রজে হেটে যেতে বাধ্য করেছিলে) কবির আরও কিছু প্রেমাভিসারের বর্ণনা এই মু'আল্লাক্বায় রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন-

وبيضة خدر لايرام خباء ها + تمتعت من لهو بها غير معجل

অনেক কুমারী নারী মুরগীর ডিমের মত দাগহীন দেহের সৌষ্ঠব, আর কোন দিন ভুলে যাদের তাবুতে অন্য পুরুষের পদক্ষেপ পড়েনি কখনো নির্বিঘ্নে করেছি খেলা সেই সব রমণীর সাথে। কবি তার প্রিয়াকে হরিণী অথবা নীল গাভীর সাথে তুলনা করেছেন। এ উপমা ও এর পূর্বে আর দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়নি। তিনি বলেছেন-

وجيد كجيد الرّيم ليس بقامس + اذاًهى نصته ولا بمعطلس

ইষৎ বাঁকায়ে গ্রীবা সেই বর-নারী আমাকে দেখালো তার গালের নরম। অতঃপর তাকালো আমার পানে, লাজ নম্র চোখের চাহনি। বনের হরিণী সেও হার মানে যেন, মায়াময় সেই চাহনিতে। কবি তার প্রেয়সীর চোখের চাহনির ব্যাপারে বলেন-

وماذرفت عينيك الاتصربى + بسهميلت فى أعشار قلب مقتل

শুধু এজন্যই তোমার দু'চোখের অশ্রু ঝরে, যাতে ওরা তীরের মত এসে এক প্রেমোস্পদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে বিধতে পারে।

প্রেয়সীর সাথে কবির রাত কাটানোর বিবরণ দিয়ে বলেন-

وليل كموج البحرارخى سدوله + على بانواع الهموم ليبقلى

فقلت لها لما تمطى بجوزة + وأردف اعجاز وناء بكلكل

الاأيها الليل الطويل الاانجل + بصبح وما الا صباح منك بامثل

অর্থাৎ- সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন অনেক বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি সন্দেহ দোলায়। সেখানে কেবলি ছিল নিরঙ্কুশ ত্রাসের সঞ্চয় তাকে আমি পাব কি পাব না।

রাত্রিকে বলেছি আমি, আমার মনের দুঃখ-ব্যথা তুমি কি কিছু জান না? সে কেবল আপন গতিতে চলেছে সম্মুখ পথে অবিরাম ক্লান্তির প্রহরে বড়ই নিষ্ঠুর তুমি, যে সুদীর্ঘ রাত্রির নায়ক।

তুমি কি পারনা এনে দিতে আমার প্রিয়াকে পাওয়া প্রভাতের অরুণ আলোক। অথবা তুমিই বলো সে আলো হবে কি শ্রেষ্ঠতর তোমার সান্নিধ্য থেকে কভূ? তবে কবির প্রেমে সফলতা আসেনি, তিনি এর মাধ্যমে সামান্য সুখ্যাতি ও চেয়েছিলেন যা ছিল তাদের পৌরুষত্বের লক্ষণ। কবি বলেন-

فلوان ماسعى لادنى معيشة + كفانى ولم اطلب قليل من المال ولكنما اسعى لمجد مؤثل

+ وقديدرك المجد المؤثل امثال

জীবনের তরে সামান্য কিছু ধন আমি যে চাইনি, সে আমার কাম্য ও নয়, আমি চাই সেই বিরাট বিপুল খ্যাতি সাধনায় শুধু আমার মত উদ্যোগী পুরুষ যার দেখা পায়।

কবি তার প্রেমের জীবনে অপেক্ষাকৃত দুঃখই বেশী পেয়েছেন, যার প্রেম কামনা করেছেন তাকে পাননি তিনি, তিনি বলেন-

اذا قلت هذا صاحب قدرضيته + وقرت به العينان بدلت اخرا

كذلك جدى : لااصاحب واحدا + من الناس الاخاننى ولغيرا

Dhaka University Institutional Repository

আমি যখনই আমার বন্ধুকে বলেছি, সে ভাল, তাকে দেখলে আমার চোখ জুড়ায়, তখনি আর তাকে খোজে পাইনি।

আমার কপাল এমনি, আমার সাহচর্য্যে যে-ই আসুক না কেন, হয় সে বদলে গেছে না হয় হারিয়ে গেছে।

তার প্রেমের জীবন আরও হতাশায় পরিণত হয়েছে যখন তার পিতা শত্রু কর্তৃক নিহত হন, তখন তিনি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েন যে, তার পুরো জীবনটাই যেন বৃথা- কবি বলেন-

كانى لم اركب جواد اللذة + ولم اتبطن كاعباذات خلخال

ولم اسبالزق الروى ولم اقل + لخيلى كري كرة بعد اجفال

আমি যেন স্ফুর্তির জন্য আশ্বারোহণ করিনি, আমি যেন ভূষিতা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুনীকে বক্ষে ধারণ করিনি, আমি যেন তৃপ্তিদায়ক পুরনো মদ পান করিনি, আমি যেন বলিনি আমার অশ্বকে পিছিয়ে আসার পর আবার ঝাপিয়ে পড়।

কবির ভাষা সাবলীল, ভাবনাগুলো এক সহজ সরল হৃদয় থেকে উদ্ভূত। তাই পাঠকের মনকে সহজে জয় করতে পারে। এতদসত্ত্বেও কোন-কোন সমালোচনার দৃষ্টিতে তার ভাবনায় সংগতিহীনতা ও শব্দ ব্যবহারে নিপুনতার অভাব ধরা পড়েছে। তাদের মতে এমনকি ব্যাকরণগত দোষত্রুটি থেকেও তিনি মুক্ত নন। (৩০)

কবি প্রেমিকার চুলের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে যে, কবি ইম্রাউল ক্বায়েসের কবিতায় غـــزل বা প্রণয় মূলক কবিতাই বেশী বিবৃত হয়েছে। আর 'আরবী সাহিত্যের জাহেলী যুগ বলতেই সবাই ইম্রাউল ক্বায়েসকে বুঝে থাকেন, অতএব তিনি যেহেতু غـزل নিয়েই বেশী কবিতা বলেছেন, সেহেতু অন্যান্য কবিরাও তার উর্ধ্বে নন। এটাই যুক্তি সঙ্গত কথা। আর সাহিত্যের জগতে ইম্রাউল ক্বায়েস তার মনের কথাকে সুন্দর চিত্র দ্বারা চিত্রায়ন করতে পেরেছেন বলেই তিনি এত অমর হয়ে আছে ।

المرقش الاكبر

আল-মুরাক্কাশ আল-আকবার (মৃত- ৫০০-৫৫২)

পরিচয় : নাম-'আওফ/'আমর, পিতা-সা'দ,দাদা-মালিক (৩১), পর দাদা দ্বাবী'আহ (৩২) গোত্র- বনু ক্বায়েস. ইবনে সা'লাবাহ, তাদের বাসস্থান ছিল আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে হাজারের

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্ববর্তী এলাকায়।(৩৩) তিনি হচ্ছেন মুরাক্কাশ আল-আছগারের চাচা। (৩৪) জন্ম-আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ামনে জন্ম গ্রহণ করেন।

জীবনের বর্ণনা : তিনি তার শৈশব ইরাক্বে কাটান এবং ওখানে পবিত্র ক্বোরআন শিক্ষা করেন, ওখানে লেখাও শেখেন। ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হ্বারিস ইবনে আবিশ-শামরিল গাস.স.ানীর সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি তার সহযোগিতা করেন, তার প্রশংসা করে কবিতা লেখেন। অতঃপর হ্বারিস তাকে স্বীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর বসূ.সে.র যুদ্ধে (৫৩২-৫৭২) তিনি কঠিন পরীক্ষায় পড়েন। ঐ যুদ্ধে তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নেতৃত্বে ছিলেন, তার পিতা।

মুরাক্কাশ আল-আকবার ছিলেন 'আরবদের প্রখ্যাত প্রেমিক কবি। তিনি তার শৈশব কালে তার চাচাত বোন-আস.মা বিনতে 'আওফের প্রেমে আবদ্ধ হন। কিন্তু তার চাচা তার এ কামনায় অভিসম্পাত করেন। অতঃপর তিনি (চাচা) বনূ মুরাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন। এতে কবি মুরাক্কাশ আল-আকবার কষ্ট পান এবং একেবারে শীর্ণকায় হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

তার কাছ থেকে প্রাপ্ত কবিতা একেবারে কম। তাছাড়া তার কিছু কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে তার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশ ও উত্তমাংশ প্রণয় কাব্য। একে মুফাদ্দ্বাল আদ্দ্বাব্বী তার আল-মুফাদ্দ্বালিয়াত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে হচ্ছে- হ্বামাস.াহ (বীরত্ব গাঁথা) ফাখর (গৌরব গাঁথা) ওয়াস.ফ (বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনামূলক কবিতা।)

নিম্নে মুরাক্কাশ আল-আকবারের প্রণয়মূলক কবিতার কিয়দংশ উল্লেখ করা হল। কবি বলেন-(৩৫)

سرى ليلاً خيَالٌ من سُليمى + فأرّقنى وأصحابي هُجود
فبِتّ أدير أمرى كلّ حال + وأرقب أهلها وهم بعيد
على ان قد سما طرفى لنار + يشَب لهابذى الارطى وقود
حوالَيها مَهاًجُمّ التراقى + وآرام غِزلان رُقود
نواعم لاتعالج بؤسَ عيش + أوانس لاتروح ولاترود
يرحفن معابِطاءَ المشى بدّاً + عليهن المجاسد والبرود
سكنّ ببلدة وسكنت أخرى + وقطّعت المواثق والعهود
فمابالى أفى ويخان عهدى + ومابالى أصاد ولاأصيد

Dhaka University Institutional Repository

ورب أسيلة الخدّين بكرٍ+منعمة لهافرع وجيد
وذو أشُرشتيتُ النبت عذبٌ +نقيّ اللّون برّاق برود
لهوت بهازماناًمن شبابى + وزارتها النجائب والقصيد
أناس كلما أخلقت وصلاً + عَنانى منهم وصل جديد

অর্থাৎ- সুলাইমার কল্পনায় রাত কেটে যায়, ফলে আমার আরামের ঘুমও হারাম হয়, অথচ আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

অতএব, আমি সর্বাবস্থায় আমার বিষয় নিয়ে আওড়াতে থাকি এবং তার পরিবারকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি, অথচ তারা আমা হতে অনেক দূরে।

আমার পর্যবেক্ষণের বিষয় হচ্ছে আমর চক্ষুদ্বয় উন্নিত হয়ে দেখে ঐ আগুনকে যা যুল আরত্বা নামক স্থানে প্রজ্বলিত হয় এবং চারিপার্শ্বের সব কিছুকে আলোকময় করে তোলে।

তার চারিপার্শ্বের মাংসল নীলগাই, স্বেত হরিণী এবং ঘুম-কাতর হরিণ শাবকগুলোকে উজ্জল করে তোলে।

তারা হলো কোমল ও মসৃন দেহের অধিকারী, তাদেরকে জীবনের অভাব-অনটনের প্রতিবিধান করা লাগেনা এবং এমন ষোড়শী যুবতী যে, তারা রুজীর সন্ধান করে বিকালে বাড়ী ফিরতে হয় না। এমন কি তারা রিযিকের সন্ধানে বেরও হয় না।

তারা মাংসল দেহ নিয়ে ধীর গতিতে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে (বাহিরে বেড়ানো থেকে) তখন তাদের থাকে গায়ের সাথে জড়ানো কাপড় (ব্লাউজ, সেমিজ ইত্যাদি) আবার তাদের বড় চাঁদর রয়েছে।

তারা এক জায়গায় বসবাস করে আর আমি অন্য জায়গায় বসবাস করি। আবার তাদের ও আমাদের মধ্যকার চুক্তির মেয়াদ ও শেষ হয়ে গেছে।

আমার কি হলো যে, আমি সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে চলব, আর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আবার আমাকে শিকার করা হবে। আর আমি শিকার করতে পারব না।

এমন অনেক রমণী রয়েছে যারা দীর্ঘ গন্ডদেশ বিশিষ্টা, কুমারী, প্রাচুর্যবান তাদের রয়েছে লম্বা চুল ও দীর্ঘ গ্রীবা। তারা হচ্ছে দাগ বিশিষ্ট দাঁতওয়ালা (কম বয়সের নারী) যাদের দাঁত রয়েছে পৃথক-পৃথক, সুস্বাদুময়, চমৎকার পরিস্কার রং, উজ্জল ও শীতল।

আমার যৌবনের কতকাল এ সকল রমণীদের সাথে খেলা-তামাসা করেছি আর তাদের সাথে ছিল সম্বংশজাত নারী সকল বা সম্বংশজাত দ্রুতগামী উষ্ট্রী এবং প্রণয়মূলক কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এমন কিছু লোক আছে, যারা আমার লাগামের রশি পুরানো হলে আবার নতুন লাগামের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেয়। (অর্থাৎ বন্ধুত্ব পুরানো হলে আবার নতুন করে বন্ধুত্ব গড়ার পরামর্শ দেয়।) কিন্তু আমি তা করি না)।

عبيد بن الأبرص

'আবীদ ইবনুল আবরাছ (মৃঃ-৫৫৪ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-'আবীদ, পিতা-আবরাছ, গোত্র-আসাদ, এ গোত্রের লোকেরাই ইম্রাউল ক্বায়েসের বাবাকে হত্যা করেছে।জন্ম-আনুমানিক ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নাজ্‌দে জন্ম গ্রহণ করেন। (৩৬)

জীবনের বর্ণনা : তার জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়টা সবার কাছ থেকে পরিস্কার ভাবে জানা যায় যে, ইম্রাউল ক্বায়েসের পিতা হুজর বিন হারিস আল-কিন্দী 'আবীদের সময়কালে বনু আস.াদ গোত্রের নেতা ছিলেন, 'আবীদ ছিলেন তার সহকারী অর্থাৎ তিনি তার বিভিন্ন সহযোগিতা করতেন। (৩৭) বনু আসাদ গোত্র এক সময় নেতা হুজরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে এবং কর প্রদাণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রভাবশালী হুজর বনু আস.াদের এ আচরণের দরুন শাস্তি প্রদান করেন। কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করলেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করে রাখলেন। এ সকল বন্দীদের মধ্যে 'আবীদও ছিলেন। অবশেষে কবি তাদের মুক্তির ব্যাপারে হুজরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ বিষয়টি হান্না আল ফাখুরীর ভাষায় (৩৮)

وانه شفع فى اشراف قومه لاى هذا الملك الذى حبسهم لامساكهم عن دفع الاتاوة فكانت شفاعته مقبولة

(অর্থাৎ কবি তার গোত্রের মুক্তির জন্য নেতা হুজরের নিকট সুপারিশ করলেন, ঐ গোত্র কর না দিয়ে বিদ্রোহ করার অপরাধে তিনি তাদেরকে বন্দী করেছিলেন। অবশেষে তার সুপারিশ গৃহীত হল।)

পরবর্তীকালে সুযোগ পেয়ে বনু আস.াদ হুজরকে হত্যা করে।(৩৯) কবি 'আবীদ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এসব ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। কবি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তৃতীয় মুনযিরের (মৃঃ-৫৫৪ খ্রীঃ) হাতে তার মৃত্যু ঘটেছিল। সে সম্বন্ধে ইতিহাসে উল্লেখিত ঘটনাটি হলো, তৃতীয় মুনযির মদ্যপানের মজলিসের দুই অন্তরঙ্গ সাথীকে নেশার ঘোরে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে দুই সাথীর খোজ নেন তিনি। পূর্বদিনের ঘটনা তার মোটেই ৭২ স্মরণ ছিলনা। ব্যাপারটি জানার পর তিনি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন। তখন তিনি নিয়ম করলেন, বছরে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

দু'দিন তাদের সমাধিস্থলে যাবেন। প্রথম দিন তিনি প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখবেন, তাকে তিনি ১০০টি কালো উট দান করবেন। ২য় দিন যে ব্যক্তিকে প্রথম দেখবেন, তাকে একটি কালো বন বিড়ালের মাথা প্রদাণ করে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত দিয়ে সমাধি ফলককে করবেন রক্তাক্ত। কবি তেমনি এক ২য় দিনে মুনযিরের দৃষ্টিতে প্রথমে পড়েন ও নির্মমভাবে হত্যা করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল। কবি দু'শ বছরেরও বেশী সময় বেঁচেছিলেন। কারো-কারো মতে, তিনি ৩০০ বছর জীবিত ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন,

حتى يقال لمن تعرف دهره- ياذا الزمانة، هل رأيت عبيداً مئتى زمان كامل او بضعة وعشرين عشت معمرا محمودا

(তখন তাকে বলা হয়, যার সময় অতি দীর্ঘ হয়েছে, তুমি কি 'আবীদকে দেখেছ? তুমি পূর্ণ ২০০ বছর অথবা আরও বিশ বছরও অধিককাল সুদীর্ঘ প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেছ।

জাহেলী যুগের সেরা কবিদের একজন ছিলেন 'আবীদ। তাকে ত্বরফাহর সমকক্ষ মনে করা হয়। তার কবিতা উত্তম চিন্তাধারা ও সুন্দর রচনাশৈলীর জন্য সমাদর লাভ করেছে। তার খুব অল্পসংখ্যক কবিতা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তার কবিতায় উপদেশমূলক সুন্দর বাক্যের সমাবেশ ও দেখা যায়। তার ভাষায় সাবলীলতা আছে। অতি সহজ ভাষায় বেদুইন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে তার রচনায়। তাকে মু'আল্লাক্বাত কবিদের একজন বলেও কেউ-কেউ উল্লেখ করেন।

প্রণয়মূলক কবিতায় ও তার অবদান রয়েছে। তিনি বৃদ্ধ হওয়ার পর তার আপন স্ত্রী তাকে অপছন্দ করতে লাগল এতে কবির মন খারাপ হয়ে গেল, তিনি কবিতা রচনা করে বলেন-(৪০)

تلك عرسى غضبى تريد زيالى + البين تريد أم لدلائل
ان يكن طبّك الفراق فلا أحفل + أن تعطفى صدورا الجمال
او يكن طبك الدلالُ، فلوفى + سالف الدهر والليالى الخوالى
كنت بيضاء كالمَهاة، واذ آ+ تيكِ نشوانَ مرخيا أذيالى
فاتركى مطّ جاجبيكِ وعيشى + معنابالرجاء والتّأمال
زعمتْ أنى كبرت، وأنى + قلّ مالى، وضنّ عنى الموالى
وصحاباطلى، واصبحت شيخا + لايؤاتى امثالها امثالى
ان تريْنى تغيرالرأسُ منى + وعلاالشيبُ مَفْرِقى وقَذالى
فيماأدخل الخباء على مهضومة + الكشح طَفْلة كالغزال

Dhaka University Institutional Repository

فتعاطيْتَ جيدَها، ثم مالت + ميلان القضيب بين الرِمال

ثم قالت: فِدىً لنفسكَ نفسى + وفداءٌ لمال اهلك مالى

অর্থাৎ- ঐ রমণী হলো, আমার স্ত্রী, আমার ক্রোধ, সে আমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ্য জীবন চায় অথবা অভিমান করে।?

হে স্ত্রী, যদি তোমার এ বর্তমান অবস্থার চিকিৎসা প্রকৃত বিচ্ছেদ হওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমি এর জন্য গণবৈঠক বা মাহফিল ডাকবনা যে, তুমি তোমার উট তথা বাহনকে ফিরাবে।

অথবা যদি এর দ্বার শুধু অভিমানই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অতীত যুগ থেকে এভাবে চলে আসছে।

তুমি ছিলে সূর্যের ন্যায় উজ্জল ও নিষ্কলুষ এবং তখন আমি তোমার কাছে আসতাম মাতাল অবস্থায় কাপড় লটকিয়ে।

সুতরাং তুমি তোমার ভ্রু টান দেওয়া থেকে বিরত থাক এবং আমাদের সাথে আশা ও আকাংখার সাথে জীবন যাপন কর।

সে ধারণা করেছে যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার সম্পদ কম এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ও আমাকে সাহায্য করতে কার্পণ্য দেখায়।

আমার মধ্যে রসিকতা জাগ্রত হয়েছে, আমি অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, তার জন্য আমি উপযুক্ত নই।

হে স্ত্রী, যদিও তুমি আমার মধ্যে মাথার চুল পরিবর্তন হওয়া দেখছ, আমার মাথার সামনে পিছে বার্ধক্যের ছাপ লক্ষ্য করছ (তবুও আমার যৌবন শেষ হয়ে যায়নি)

তাহলে কিভাবে আমি হরিণীর মত কোমল দেহ বিশিষ্টা, চিকন কটিদেশ বিশিষ্টা একজন রমণীর তাবুতে প্রবেশ করি।

অতঃপর সে তার গলদেশ দীর্ঘ কর আসক্ত হলো এবং মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত দন্ডের ন্যায় ঝুকে পড়ল।

তখন সে (স্ত্রী) বলল, তোমার জন্য আমার আত্মাকে উৎসর্গ করে দিলাম এবং তোমার সম্পদের সাথে আমার সম্পদকেও উৎসর্গ করে দিলাম।

এভাবে কবির অন্যান্য বিষয়ে অবদান রয়েছে, তার দীওয়ান (ديوان عبيد بن الأبرص) ১৯১৩ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে ও ৪৮ বাইত/শ্লোক কবিতা আছে। (৪১)

Dhaka University Institutional Repository

علقمة بن عبدة

'আলক্বামাহ ইবনে 'আব্দাহ (মৃত-৫৬১)

পরিচয় : নাম-'আলক্বামাহ, উপাধি-'আলক্বামাতুল ফাহ্ল তথা ঘোটক 'আলক্বামাহ, পিতা-'আব্দাহ, দাদা-নু'মান, গোত্র-বনু রবী'আহ ইবনে মালিক, এ গোত্র হচ্ছে বনু তামীম গোত্রের শাখা গোত্র। (৪২)

জীবনের বর্ণনা : তিনি ছিলেন ইম্রাউল ক্বায়েসের সমসাময়িক। কথিত আছে যে, 'আলক্বামাহ ও ইম্রাউল ক্বায়েসের মধ্যে কবিতা রচনায় প্রতিযোগিতা হয়েছিল এতে ইম্রাউল ক্বায়েসের স্ত্রী উম্মুল জুনদুব ছিলেন বিচারক। ঘোড়ার প্রশংসায় রচিত দু'জনের কবিতা শুনে তিনি 'আলক্বামাহকে ইম্রাউল ক্বায়েসের চাইতে উত্তম কবি বলে মত দিয়েছিলেন, ইম্রাউল ক্বায়েস এতে রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে তালাক্ব দেন। 'আলক্বামাহ তাকে সঙ্গে সঙ্গে তালাক্ব দেন। (৪৩) গাস.স.ানী বংশের সামন্ত রাজা হ্বারিস ইবনে আবিশ শামরিল গাস.স.ানী (৫২৯-৫৬৯) এর সম-সাময়িক ছিলেন তিনি। (৪৪) তখন তিনি তাকে (হ্বারিসকে) সম্বোধন করে যে কবিতা লিখেন তাতে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। এ কবিতায় তিনি রাজা হ্বারিসকে অনুরোধ করেছিলেন, হ্বালীমাহর যুদ্ধে ধৃত তার গোত্রের লোকদের মুক্ত করে দিতে। যুদ্ধটি হ্বীরার অধিপতি ৩য় মুনযির ও হ্বারিসের মধ্যে ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে মুনযির নিহত হয়েছিলেন এবং হ্বীরার সৈন্যদল পরাজয় বরণ করেছিল। হ্বারিসের কন্যা হ্বালীমাহ সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। যার ফলে বিজয় লাভ হয়েছিল ত্বরান্বিত। তাই এ যুদ্ধেরত নাম হলো হ্বালীমাহর যুদ্ধ। কবি তার এ কবিতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। তার কাব্য প্রতিভা তাকে গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে সাহায্য করেছে। ইবনে খালদূন তাকে মু'আল্লাকাতের কবিদের একজন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তার কোন্ কবিতাটি মু'আল্লাক্বাতের অন্তর্ভূক্ত তা তিনি বলেন নি। (৪৫)

তার প্রণয়মূলক কবিতার উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল। (৪৬)

طحابك قلبٌ فى الحسان طَروب + بُعيد الشباب عصر حان مشيب

يكلّفى ليلى وقدشطّ وليُها + وعادت عوادٍ بيننا وخطوب

منعمةٌ مايُستطاع كلامها + على بابهامن أن تزار رقيب

اذاغاب عنهاالبعل لم تُفش سرّه + وترضى غياب البعل حين يؤوب

فلاتعدلى بينى وبين مغمّرا + سقتك رواياالمزن حين تصوب

فان تسألونى بالنساء فاننى +بصبر بأدواء النساء طبيب

Dhaka University Institutional Repository

اذاشاب رأس المرء أوقل ماله + فليس له فى ودّهن نصيب

يردن ثراء المال حيث وجدنه + وشرخ الشباب عندهن عجيب

فدعها وسل الهمّ عنك بجسرة + كهمّك فيها بالرداف خبيب

তোমার প্রতি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি একটি আনন্দিত হৃদয় তার যৌবনের পরক্ষণে বার্ধক্যের মুহূর্তে মনোযোগী হয়েছে।

লায়লা নাম্নী প্রেমিকা আমাকে বাধ্য করেছে তার দিকে যাওয়ার জন্য এদিকে তার প্রতিবেশীরা দূরে সরে পড়েছে। এবং আমার জীবনের ব্যস্ততা ও বিপদ-আপদ বেড়ে গিয়েছে।

কোন অপেক্ষমান ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করার চাইতে তার সাথে সামান্য কথা বলার সুযোগটাই হচ্ছে অধিক প্রাচুর্যের ব্যাপার।

যখন তার স্বামী তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তখন সে তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় না, আবার তার স্বামীও ফিরে আসলে তার সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয় না।

ফলে তুমি আমার ও একজন পিপাসার্ত ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধান কর না। আর তোমাকে নেঘমালার বর্ষণ যখন বর্ষিত হয় তখন পরিতৃপ্ত করেছে।

নারীদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর, কারণ আমি দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় তাদের রোগ সমূহ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াক্বিফহাল আছি।

শুভ্র কেশ বিশিষ্ট পুরুষ অথবা যার ধন-দৌলত গিয়েছে কমে, তাদের জন্য নারীর হৃদয়ে নেই কোন প্রীতি।

ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা তারা ভালভাবে জানে, তবে ধনের আকাঙ্খা রেখেও প্রস্ফুটিত যৌবন তাদের নিকট অতি প্রিয়।

অতএব, নারীর কথা পরিত্যাগ কর এবং তোমা হতে দুঃশ্চিন্তা দূর কর, যেভাবে তুমি চিন্তার ক্ষেত্রে দ্রুতগামী হওয়ার যখন একজন উষ্ট্রীরোহী তোমার পিছনে আসতে থাকে।

তার দীওয়ান ১২৯৩ এবং ১৩২৪ সালে দীওয়ানু 'আলক্বামাতুল ফাহুল (ديوان علقمة الفحل) নামে কায়রোতে প্রকাশ হয়েছে,অতঃপর অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থও প্রকাশ হয়েছে,এর মধ্যে ১৯২৫ সালে আলজেরিয়া থেকে প্রকাশিত শারহু দীওয়ানে 'আলক্বামাহ ইবনে 'আব্দাহ شرح ديوان علقمة بن عبدة)প্রসিদ্ধ। (৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

طرفة بن عبد بكري

ত্বরফাহ ইবনে 'আব্দিল বকরী (৫৪৩-৫৬৯)

পরিচয় : নাম-'আমর, উপাধি-ত্বরফাহ,পিতা-'আবদ বিন সুফিয়ান, মাতা-ওয়ারদাহ ইবনে 'আব্দিল উজ্জা, গোত্র-বনু সা'দ ইবনে মালিক, এটা 'আরবের বিখ্যাত বকর গোত্রের শাখা গোত্র। 'আরব দেশের উত্তর-পূর্ব এলাকা বাহুরাইনে তার গোত্র বসবাস করত। এখানেই কবি জন্ম গ্রহণ করেন। (৪৮) তিনি আনুমানিক ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। (৪৯) আমরা তার কবিতা থেকে যা জানতে পারি, মা'বাদ নামে তার একজন সহোদর ভাই ছিলেন। এবং তার কয়েকজন বোন ছিলেন। একজন ছিলেন খিরনিক্ব বিনতে বদর ইবনে মালিক তিনিও কবি ছিলেন। এভাবে তার একজন চাচাত ভাই ছিলেন তার নাম ছিল মালিক। তবে তার আপন ভাই ও চাচাত ভাই এর সাথে তার সম্পর্ক ভাল ছিলনা। (৫০) মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি পরিবারের লোক, কেননা তার দাদা, তার পিতা, তার দুই চাচা মুরাক্কাশ আল-আকবর এবং মুরাক্কাশ আল-আসগার এবং তার মামা মুতালাম্মিস সকলেই কবি ছিলেন।

448595

জীবনের বর্ণনা : শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়। ফলে তিনি তার চাচাদের পরিবারে লালিত-পালিত হন, কিন্তু তারা তার লালন-পালন সঠিক ভাবে করেন নি, এবং তার ভরন-পোষণ সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন, এতে কবি রাগান্বিত হন, এবং তাদেরকে এ বলে হুমকি দেন-(৫১)

ماتنظرون بحق وردة فيكم + صغُرالبنون ورهط وردة غيب
قديبعث الأمر العظيم صغيره + حتى تظل له الدماء تصبّب
والظُلم فرق بين حيى وائل +بكر تساقيها المنايا تغلب

অর্থাৎ- তোমরা আমার মা ওয়ারদাহ সম্পর্কে কি মনে কর। তার ছোট-ছোট সন্তান অথচ তার নিকটবর্তী লোকজন গোপন হয়ে গেছে (মারা গেছে)।

মহান বিষয় (বসূ.সে.র যুদ্ধ) সামান্য জিনিসে শুরু হয়েছে এমন কি অবশেষে রক্তপাত ঘটেছে, ওয়াইলের আর ওয়াইলের দুই গোত্র বকর ও তাঘলিব এর মধ্যে য:লুম ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছ।

অভিভাবকদের অবহেলার কারণে তিনি এক পর্যায়ে উশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। যৌবনে পদার্পন করে তিনি মদ্যপান ও আনুষাঙ্গিক ভোগ-সম্ভোগে মশগুল হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি।(৫২) মাত্র সাত বছর বয়সে কবিতা রচনা করেন তিনি। কিন্তু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে যাকে-তাকে নাজেহাল করার অভ্যাস গড়ে উঠে। যার ফলে অনেকেই তার প্রতি বিরূপ মনোভাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করতেন। এক দূরন্ত আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ধন-সম্পদ যা কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সবই দেখতে না দেখতে উড়িয়ে দিলেন ইন্দ্রিয় লালসা-চরিতার্থ করতে। এ সময় চাচাত ভাইদের সাথে তার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য ঘটে। তার প্রসিদ্ধ কবিতা মু'আল্লাক্বাহ তেমনি একটি ঘটনায় কবির মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ।(৫৩) বর্ণিত আছে যে, কবি ও তার ভাই মা'বাদের কিছু উট ছিল। তারা পর্যায়ক্রমে উটগুলো মাঠে চরাতেন। কবি উটগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে কবিতা রচনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। তার এ গাফলতির সুযোগ নিয়ে মুদ্বার গোত্রের কিছু লোক উটগুলো ধরে নিয়ে যায়। কবি সেগুলো উদ্ধার করার জন্য তার চাচাত ভাই মালিকের নিকট সাহায্য চান। মালিক সাহায্য দেওয়ার পরিবর্তে কবিকে ভৎর্সনা করে। কবি মর্মাহত হন। তখনকার তার মনের অবস্থা কবিতায় প্রকাশ লাভ করে। এ কবিতায় তার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন এক ধনী আত্মীয়ের বদান্যতায় কবির অভাব কিছু দিনের জন্য দূর হলে ও আবার নিঃস হয়ে পড়েন।(৫৪)

হীরার অধিপতি 'আমর ইবনে হিন্দের (৫৫৪-৫৬৯) দরবারে তার মাতুল কবি মুতালাম্মিস এর সঙ্গে তিনি উপস্থিত হন। বাদশাহ সাদরে তাদের গ্রহণ করেন। কবি তার পুরানো অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি। একদিন নিতান্ত অকারণে তিনি বাদশাহর নিন্দা করে বসেন।(৫৫) অথচ সে বাদশাহর দরবার থেকে তার পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমর অত্যন্ত বদ-মেজাজী ছিলেন। ত্বরফাহর এ ব্যঙ্গ কবিতার কথা জানতে পেরে তিনি খুব রেগে যান। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলেন না, কারণ তাতে কবির গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে আসতে পারে। কবি মুতালাম্মিস ও পূর্বে বাদশাহর নিন্দা করে কবিতা রচনা করেছিলেন। বাদশাহ দু'জনকেই দু'টো সীল মোহর করা চিঠি দিয়ে বাহুরাইনের শাসনকর্তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, এবং বললেন, ওখানে গেলেই তোমরা যোগ্য পুরস্কার পেয়ে যাবে। চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মতালাম্মিসের সন্দেহ আসলে, তিনি একজন অল্প বয়স্ক পাঠক দিয়ে তার পত্রটা পড়ালেন। তাতে তাকে হাত কেটে জীবন্ত কবর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। পত্রখানা তিনি নষ্ট করে দিলেন এবং ভাগ্নেকেও পত্রখানা নষ্ট করার জন্য বললেন, কিন্তু বেপরোয়া কবি ত্বরফাহ তা কানে তুললেন না এবং নিশ্চিন্তে পুরস্কারের আশায় বাহুরাইনের ওয়ালীর নিকট পৌঁছে গেলেন। এ পত্রে ও একটি দন্ডাদেশ ছিল। ফরে ভরা যৌবনে মাত্র ২৬ বছর বয়সে নির্মম ভাবে কবির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।(৫৬) তিনি মু'আল্লাকাহর প্রণয়মূলক অংশে কোন নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। ৩৫টি বাইতে তার বাহন উষ্ট্রীর বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি সুক্ষ চিত্রের রূপ নিলেও এক ঘেয়ে মনে হয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা, আশা-আকাঙ্খা জীবনের কামনা-বাসনা যে অংশে বিবৃত হয়েছে সে অংশই অতি চমৎকার ও উপভোগ্য জীবনকে কবি পূর্ণভাবে উপভোগ করতে উৎগ্রীব। তাই জীবনে তার তিনটি কামনা, যা না হলে তিনি যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। তার একটি মদ্যপান, ২য় টি প্রাণ দিয়ে হলেও দুঃখীজনের সেবা, আর ৩য় টি মেঘলা দিনে আধো আলো, আধো অন্ধকারে প্রিয়াকে নিয়ে আনন্দে সময় কাটান। কল্পনায় হলেও এ ছবি চিত্তাকর্ষক, এতে সন্দেহ নেই।(৫৭) কবি বলেন-

فمن هن سبقى العاذ لات بشربة
كميت متى ماتغل بالماء تزبد
وكرى اذانادىٰ المضاف مجنبا
كسيد الغضا فبهته المتورد
وتقصير يوم الدجن معجب
ببهكنة تحت الخباء المعمد

অর্থাৎ- রক্তাক্ত মদিরা পান
পিছে ফেলি নিন্দুকের দল
যে সূরা মিশ্রনে বারি
হয়ে উঠে ফেনিল উচ্ছল
২য় কামনা মোর
শুনি সবে আর্তের আহবান
ছুটি যেন উদ্ধারিতে
অশ্বযোগে শার্দুল সমান
যে শার্দুল করে বাস
মরুভূমি গাজা বৃক্ষতলে
তৃষ্ণার্ত কূপের তীরে
খেয়ে তাড়া বেগে যায় চলে
৩য় কামনা মোর
হ্রাস করা বাদলের দিন
যাপি উচ্চ তাবু তলে
লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন(৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

তার মু'আল্লাক্বাহর প্রথমাংশে غـــزل বা প্রণয়মূলক কবিতা বিবৃত হয়েছে, নিম্নে এর কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো-(৫৯)

لخولة اهلال ببرقة ثهمد + تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد
كان حدوج المالكية عدوة + خلاياسفين بالنواصف من دد
عدولية اومن سفين ابن يامن + يجور بها الملّاح طوراً ويهتدى
يشق حَباب الماءِ حيزومها بها + كماقسم التراب المغائل باليد
وفي الحي أحوي ينفض المرد شادن + مظاهر سمطى لؤلؤوزبرجد
خذولٌ تُراعى رَبرَبا بالخميلة + تَناول أطراف البرير وترتدى
وتبسَم عن ألمى كان منوراً + تخلّل حرّ الرّمل دعص لّه ند
سقتْه اياةُ الشمس الّا لثاته + أسف ولم تكدم عليه بأثمد
ووجه كأن الشمس ألقت ردائها+عليه نقى اللّون لم يتخدر
وانى لأمضى الهمّ عند احتضاره + بعوجآء مرقالٍ تروح وتغتدى
أمون كألواح الأران نصاتُها + على لاحب كانّه ظهر برجد
جماليّة وجناء تردى كأنها + سفنّجة تبري لازعرأربد
تُبارى عتاقا ناجيات واتبعت + وظيفاً وظيفاًفوق مور مّعبد

সাহমাদ নামক জায়গার পাথর এবং বালুকাময় স্থানে আমার প্রিয়তমার ঘরের নিশান এবং চিহ্নগুলো এমন ভাবে চকচক করছে যেমন ভাবে রূপসী মেয়ে লোকের হাতের মধ্যকার উলকি চকচক করে থাকে।

আমার সাথীগণ তাদের সওয়ারী গুলোকে দাঁড় করিয়ে বললো, আরে তুমি নিজেকে ধ্বংশ করে দিওনা,ধৈর্য্য ধারণ কর।

আমার প্রিয়তমা 'খাওলাহ' থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিন সকাল বেলা মলেকী বংশের মেয়ে লোকদের সওয়ারীগুলো যার মধ্যে আমার প্রিয়তমা খাওলার সওয়ারীও ছিল। যখন তাদের সওয়ারীগুলো দাদ নামক পাহাড়ী সমতল ভূমিতে চলতে আরম্ভ করে তখন তাদের সওয়ারী গুলোকে দেখতে মনে হয় যেন বড় নৌকা যা পানির স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ঐ নৌকাগুলো হয়তোবা আদাওলী (বাহুরাইনের এক বিখ্যাত স্থান) আর না হয় ইবনে ইয়ামিনের নির্মিত। এর মাঝি কোন সময় সোজা পথে চালায়, আবার কোন সময় বাঁকা পথে চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সকল নৌকা তার অগ্রভাগ দিয়ে সাগরের মধ্যকার ঢেউকে এমনভাবে ছিন্ন করে, যেমন ভাবে ধুলা দ্বারা খেলা-ধুলাকারী বালক একত্রিত ধুলাকে দুই ভাগ করে।

মালেকী বংশে এমন একটি যুবতী হরিণী আছে (অর্থাৎ আমার প্রিয়তমা খাওলা) যার লাল রং এর দু'টি ঠোট এবং 'ইরাক গাছের ফল খাওয়ার জন্য গলা লম্বা করে 'ইরাক গাছ ঝাকুনি দিচ্ছে। দেখতে মনে হয় যেন, মুক্তা এবং য.বরজুদ পাথরের তৈরী দু'খানা হার গলায় ব্যবহৃত।

আমার প্রিয়তমা খাওলাহ আমা হতে পৃথক হয়ে তার বংশের রমণীদের সাথে প্রত্যাবর্তন অবস্থায় বার-বার পিছনের দিকে (আমার প্রতি) তাকাতে থাকে, যে হরিণী তার বাছুর এবং সঙ্গীদেরকে ছেড়ে অন্য কোন হরিণের পালের সাথে মিশে চারণ ভূমিতে চরছে এবং 'ইরাক গাছের ফল খাচ্ছে আবার কখনো কখনো তার পাতার মধ্যে লুকিয়ে যাচ্ছে। (এ হরিণী যেরূপ চরার মুহূর্তে তার বাছুর ও সঙ্গীদের প্রতি বারংবার তাকাতে থাকে। আমার প্রিয়তমা সে রূপ আমার দিকে তাকাতে থাকে। হরিণীর মত প্রিয়তমা তার লাল ঠোট দ্বারা হাসবার সময় প্রকাশিত দাঁতগুলোকে দেখতে সিক্ত এবং খাটি বালুর স্তুপে ফুটন্ত বাবনা ফুলের কলির ন্যায় মনে হয়।

তার দাঁতগুলো সৃষ্টিগত ভাবে সুন্দর আকৃতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে, মনে হয় তার সৌন্দর্যকে সূর্যের আলো দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। তার দাঁতের গোড়াগুলো কালো বর্ণ হওয়াতে অধিক সুন্দর দেখাচ্ছে, তাকে সুন্দর দেখানোর জন্য আসমাদ সুরমা লাগানো হয়নি। এর ফলে তার দাঁতের দিকে তাকিয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই।

প্রিয়তমা খাওলার সুন্দর চেহারা এমন যে, তাতে সূর্যের কিরণ পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে, যেন সূর্য স্বীয় চাঁদর তার উপর ঢেলে দিয়েছে,আবার তার চেহারা এমন পরিস্কার যে, তা কখনও কুঞ্চিত হয় না।

প্রিয়া দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার পর যখন তার সাক্ষাৎ লাভের দ্বারা আমার অন্তরের দুঃখ যাতনা দূরীভূত করতে চাই তখন আমি এমন এক উষ্ট্রী দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সফল করি যা হালকা পাতলা হওয়াতে ক্ষীপ্র গতি সম্পন্ন এবং সে সকাল-বিকাল সমান দ্রুতগতিতে চলতে তার কোন বেগ পেতে হয় না।

আমার উষ্ট্রী- যার উপর আমি আরোহন করেছিলাম, সে খুবই শক্তিশালী তার উপর আরোহন করলে কোনরূপ হোচট খাওয়ার ভয় নেই। তার বক্ষদেশ সিন্দুকের তক্তার ন্যায় খুবই মোটা ও প্রশস্ত। আমি ঐ উটনীর উপর আরোহন করতঃ প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে কাঙ্খীত স্থানে চলে যেতে পারি। (চলার গতিতে মনে হয় সে রাস্তা প্রশস্ত অথচ খুবই সংকীর্ণ) আরোহন করার পর

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় ঐ রাস্তা নকশীদার কম্বলের ন্যায় সংকটময়।

আমার উষ্ট্রী অতি মোটা রশির মত মজবুত, শক্তিশালী এবং তার চেহারাটা একটি মাদী কোন নরপশুর সম্মুখে পড়া অবস্থায় নর থেকে কামভাব পূর্ণ করতে ইচ্ছুক হলে তখন মাদী পশু অতি দ্রুত গতিতে পলায়ন করে।

অতি উত্তম দ্রুতগামী উটনীদের সাথে আমার উটনীর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, পালা এবং মোকাবেলা হয় (এতে আমার উটনী জয়ী হয়ে থাকে) আমার উটনীর চলার নিয়ম হলো, অগ্রভাগের পা যেখানে রাখে পশ্চাত্যের পা সেখানে রাখে। এরূপ ভ্রমণ করতে সক্ষম হওয়ায় সে অতি সহজে পথ অতিক্রম করতে পারে।

المرقش الأصغر

আল মুরাক্কাশ আল-আছগার (মৃঃ ৫৭০)

পরিচয় : নাম-রবী'আহ, উপাধি-মুরাক্কাশ আল-'আছগার, পিতা-সুফিয়ান, দাদা-সা'দ, চাচা-মুরাক্কাশ আল-'আকবার। তিনি তার চাচার মত নেতৃত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন, যারা বসূ.সে.র যুদ্ধে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

জীবনের বর্ণনা : তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, সুদর্শনা পুরুষ, দুঃসাহসী প্রেমিক, তার লজ্জা-শরম ছিল একেবারে কম। হীরার অধিপতি মুনযিরের (৫১৪-৫৫৪) কন্যা ফাত্বিমাহর সাথে তার প্রেম ছিল। এছাড়া 'আমর ইবনে হিন্দ (৫৫৪-৫৭০) এর ভগ্নির সাথে তার যে প্রেমের কাহিনী আছে তা অনেক দীর্ঘ।

তিনি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। মুরাক্কাশ আল-আস্‌গার তার চাচা মুরাক্কাশ আল-আকবার এর চাইতেও বেশী প্রতিভাধর কবি ছিলেন। তিনি প্রণয় (غـــــزل) মদ (خـمر) বীরত্ব (حـمـاسة) গৌরব গাঁথা (فـخر) বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। এছাড়া হেকমতপূর্ণ কবিতা (حكمة) সম্পর্কেও তার উন্নতমানের কবিতা পাওয়া যায়।

আবু যায়িদ কুরাশী তার جمهرة أشعار العرب নামক গ্রন্থে সাত জন কবিকে বাছাই করেছেন, তিনিও তাদের মধ্যে আছেন। মুফাদ্দিল আদ্দাব্বী তার মুফাদ্দালিয়াত নামক কাব্যগ্রন্থে তার ৫টি ক্বাছীদাহ নির্বাচন করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, মুরাক্কাশ আল-আসগার এর এক চাচাত ভাই ছিল তার নাম ছিল জনাব ইবনে আওফ جـنـاب بـن عـوف তার স্বভাব ছিল সে কাউকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতনা। মুরাক্কাশ আল-আসগারের সাথে তার এত সম্পর্ক ছিল যে, তিনি তার কাছে কোন বিষয় গোপন

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন না। একবার জনাব ইবনে আওফ মুরাক্কাশ আল-আসগারকে চাপ সৃষ্টি করল যে, সে যেন ফাত্বিমাহর কাছে একটি রাত্র থাকার সুযোগ দান করে। মুরাক্কাশ আল-আসগার এতে অনেক দিন পর্যন্ত রাজি হতে পারেননি। পরে একদিন তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এতে ফাত্বিমাহ রাগান্বিত হলো, অতঃপর কবি মুরাক্কাশ আল-আসগার নিজ কর্মের উপর লজ্জিত হলেন এবং লজ্জায় তার বৃদ্ধাঙ্গুলিকে দাঁত দ্বারা কাটতে-কাটতে এক পর্যায়ে কেটে ফেললেন। মুরাক্কাশ আল-আসগার তার প্রেমিকা ফাত্বিমাহর কাছে অক্ষমতা ও লজ্জা প্রকাশ করে প্রণয় মূলক কবিতা বলেন। তিনি বলেন-(৬০)

أفاطم، لوان النساء ببلدة + وانتِ بأخرى لاتبعتك هائما
متى مايشاء ذوالوُديصرم خليله + ويعبَد عليه لامحالة ظالما
وآلى جناب حِلفة فاطعته + فنفسك ولِّ اللّوم ان كنت لائما
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره + ومن يغوَلايعدم على الغيّ نادما
ألم ترأن المرء يجذم كفّه + ويجشَم من لوم الصديق المجاشما

অর্থাৎ হে ফাত্বিমাহ যদি সকল নারীগণ এক শহরে থাকে আর তুমি থাক অন্য শহরে, তাহলেও আমি তোমাকে দিশেহারা হয়ে খোজে বেড়াব। যখন একজন প্রেমিক তার বন্ধুকে পরিত্যাগ করবে এবং তার উপর রাগান্বিত হবে, তখন নিশ্চিত ভাবে সে য:ালিম হবে।

আর জনাব ইবনে 'আউফ আমার সাথে শপথ করে কথা দিয়েছে, বিধায় আমি তার কথা শুনেছি। অতএব তুমি নিজেকে নিজেই নিন্দা করতে প্রস্তুত হতে পার, যদি তুমি নিন্দুক হয়ে থাক।

অতএব, যে ব্যক্তি কল্যাণ কুড়ায় সকল মানুষ তার প্রশংসা করে। আর যে ভ্রষ্ট সে তার ভ্রষ্টতার উপর লজ্জাশীল না হয়ে পারে না। তুমি কি দেখনা, একজন মানুষ লজ্জিত হয়ে তার হাত কেটে ফেলেছে (মুখ দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলি) এবং প্রেয়সীর কাছে পৌঁছতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে।

الحارث بن حلّزة اليشكرى

হ্বারিস ইবনে হিল্লিয.াহ আল ইয়াশকুরী

(মৃত- ৫৫৪-৫৬০/৫৬৯/৫৮০)

পরিচয় : নাম-হ্বারিস, উপনাম-আবুয: য;লাইম, পিতা-হিল্লিয.াহ, গোত্র-ইয়াশকুর (বকর গোত্রের শাখা গোত্র), পূর্ণ নাম-আবুয: য;লাইম হ্বারিস ইবনে হিল্লিয.াহ আল ইয়াশকুরী আল বিকরী (৬১)।

জন্ম-তার জন্ম সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করেন। (৬২)

জীবনের বর্ণনা : তিনি আমর ইবনে কুলসুমের (عمرو بن كلثوم) এর ন্যায় তার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘদিন গোত্র পরিচালনার ভার তার হাতে ন্যস্ত ছিল। (৬৩) হান্না আল ফাখূরী বলেন, বকরও তাগলিব দু'টি ভ্রাতৃগোত্র।(৬৪) "তারা হচ্ছে রবীয়াহ গোত্রের দুটি শাখা" (৬৫) তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বসূ.সে.র যুদ্ধ, অবশেষে তাদের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন হিরার তৎকালীন মুনযির ইবনে মাউস. স.মা' (منذر بن ماء السماء) কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তাদের মধ্যে আবার বিরোধ বেধে গেল, ফলে তারা উভয়ে হিরার বর্তমান অধিপতি 'আমর ইবনে হিন্দ এর কাছে নালিশ করলো। তখন তাদের মুখপাত্র ছিলেন দুই জন বিশিষ্ট কবি, আর তারা হচ্ছেন 'আমর ইবনে কুলসুম এবং হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ। 'আমর ইবনে কুলসুম ছিলেন তাগলিব গোত্রের মুখপাত্র এবং হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ ছিলেন বকর গোত্রের মুখপাত্র। 'আমর ইবনে কুলসুম তার মু'আল্লাক্বায় তার নিজের ও তার সম্প্রদায়ের গৌরব গাঁথা নিয়ে কবিতা রচনা করলেন, আর হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ তার নিজের ও নিজ গোত্রের গৌরব গাঁথা নিয়ে কবিতা রচনা করলেন। এটা অনেকটা 'আমর ইবনে কুলসুমের কবিতার জবাব, এতদ্ব্যতীত তার কবিতায় মুরুব্বীসূলভ গাম্ভীর্য, জীবনের অভিজ্ঞতা, 'আমরের মতামতের নিন্দা, যুদ্ধের বোঝা বা দায়-দায়িত্ব তাগলিব গোত্রের উপর, এ সকল বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তার কবিতায় 'আমর ইবনে হিন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এভাবে তার ভাল মানসিকতার কারণে তাগলিব গোত্রের উপর বকর গোত্রের নেতৃত্ব প্রকাশ পেল। (৬৬) তিনি হিরার অধিপতি 'আমর ইবনে হিন্দের দরবারেই তার মু'আল্লাক্বাহ আবৃত্তি করেছিলেন। তার কবিতা শুনে বাদশাহ তাকে সম্মানিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, হারিস ছিলেন কুষ্ঠরোগী, তাই বাদশাহ তাকে নিকটে বসতে দিতেন না। কথোপকথনের সময় তাদের মধ্যে সাতটি পর্দার ব্যবধানে থাকত, কিন্তু কবির কবিতা শুনে বাদশাহ বিমুগ্ধ হন এবং একে-একে সাতটি পর্দা তুলে দিয়ে কবিকে তার পার্শ্বে বসতে দেন।

তার কবিতা তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করেছিলেন বলে কেউ -কেউ উল্লেখ করেছেন। তবে তার কবিতা পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে মনে করা সমীচীন, কিন্তু হয়তো বা কোন-কোন চরণ সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে তিনি রচনা করে থাকবেন বলে মনে হয়। তার কবিতায় উপমা, উৎপেক্ষার, ব্যবহার নেই বললেই চলে। ভাষার স্বচ্ছতা তার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতে বাগ্মীতার ছাপ পরিস্ফুট। পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তর আরবে সংঘটিত কিছু ঝগড়া-বিবাদের উল্লেখ ও তার কবিতায় রয়েছে বলে কবিতাটির ঐতিহাসিক অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তার কবিতাটি

Dhaka University Institutional Repository

লোকের মুখে-মুখে 'আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে মৃত্যু বরণ করেন। হান্না আল-ফাখূরী বলেন, তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। অতঃপর ৫৮০ খ্রীঃ মৃত্যু মুখে পতিত হন। (৬৭) তার বয়স হয়েছিল ১৩৫ বছর। (৬৮)

হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ আমাদের জন্যে বিক্ষিপ্ত কিছু কবিতা রেখে গেছেন। তার খ্যাতি তার মু'আল্লক্বায় পরিস্ফূটিত হয়েছে। তার মু'আল্লাক্বাহ ৮৫ বাইতে (শ্লোকে) খাফীফ নামক ছন্দে রচিত হয়েছে। তার এ অবদানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন য.াওয.ানী(زوزنـي)ইহা ১৮২০ খ্রীঃ অক্সফোর্ডে প্রকাশিত হয়। ইহা ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। (৬৯) যুদ্ধের পূর্বক্ষণে প্রস্তুতি পর্বে যে কোলাহল উত্থিত হয়েছিল তার একটি নিখুত চিত্র দু'টি শ্লোকে ফুটে উঠেছে-

اجمعوا مرهم عشاء فلما + اصبحوا اصبحت لهم ضوضاء

من ضاد ومن مجيب ومن + تصهال خيل خلال ذاك رغاء

তারা তাদের কর্ম পন্থা নিশাকালে নির্ধারিত করেছিল এবং উষাকালে তাদের ভীষণ কলরব শ্রুত হয়েছিল।

আহবানকারী ও জবাব দানকারী শব্দ অশ্ব ও উষ্ট্রের হ্রেষা ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল।(৭০)

প্রণয়মূলক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন যদিও তা অপেক্ষাকৃত কম। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হল-(৭১)

لمن الدّيار عفون بالحبس + آياتها كمَهارق الفُرْس

لاشئى فيهاغيرأصورة + سُفْع الخدود يلحن كالشّمس

اوغير آثار الجياد بأعراض + الجماد، وآية الدَّعْس

فحبست فيهاالركب أحدس + فى كل الأمور، وكنت ذاحَدْس

حتى اذاالتَفَعَ الظباء +باطراف الظلال وقِلن فى الكُنْس

وبئست مماقدشغفت به + منهاولايسليك كاليأس

(কবি নিজের কাছ থেকে জানতে চান) নিশ্চিহ্ন বাড়ী সমূহ কার? যার চিহ্ন সমূহ পারস্যের সাদা রেশমী কাপড়ের মত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানে আমার প্রেমিকা ও তার পরিবার বসবাস করেছে। অথচ তারা চলে যাওয়ায় এখন তা বিরান ভূমি।

এখানে লালচে-কালো রঙ্গের একদল গরুর বিচরণ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, তারা ওখানে সূর্যের ন্যায় শুভ্র হয়ে আছে বা পরিস্কার হয়ে আছে।

অথবা, এখানকার উচু ভূমিতে একদল দ্রুতগামী ঘোড়া ও অধিক চলাচলের পথ-চিহ্ন ব্যতিত

Dhaka University Institutional Repository

আর কিছু নেই। ফলে আমি এ পথ দিয়ে গমনকারী আরোহীদের পথ আগলে আমার সমূহ ব্যাপারে খবর নেই, আর মূলতঃ আমি একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি।

এমন কি যখন হরিণ তার গায়ে স্বীয় চাঁদর জড়ালো এবং তার বাসস্থানে বিশ্রাম নিল ততক্ষণণ পর্যন্ত আমি খবর নিতে থাকলাম।

অবশেষে আমি যে সকল বিষয়কে ভাল বেসেছি, সেগুলো সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লাম আর মনকে বললাম, তুমি নিরাশ হয়েও যেন ঐ বিষয়গুলো না ভুল।

مسيب بن علس

মুস.ায়্যাব ইবনে 'আলাস. (মৃত - ৫৮০)

পরিচয় : নাম-যুহাইর, উপাধি-মুস.ায়্যাব,(৭২) পিতা-'আলাস., দাদা-মালিক, পরদাদা-'আমর, গোত্র-বনু মালিক ইবনে দ্বাবীয়াহ আল বকর। তারা 'ইরাকের বংশধর।তিনি ছিলেন আ'শা মায়মূন ইবনে ক্বায়েসে.র মামা। আ'শা ছিলেন তার কবিতার ভাষ্যকার বা বর্ণনাকারী বা সুরকার।

জীবনের বর্ণনা : মুস.ায়্যাব ইবনে 'আলাস. ছিলেন জাহেলী যুগের মানুষ, ইসলামী যুগ তিনি পাননি। তিনি ছিলেন 'আমর ইবনে হিন্দের সময়কালীন কবি। তিনি কবি মুতালাম্মিস. ও ত্বরফাহর সাক্ষাত করেন।

কবি মুস.ায়্যাব তার কবিতার দ্বারা 'আরব ও পারস্যে টাকা উপার্জন করেন। বলা হয়, তিনি 'আজমে তথা অনারব দেশে ও তার কবিতার মাধ্যমে টাকা উপার্জন করেন। অতঃপর তার কাছে তার এক শত্রু আগমণ করতঃ তাকে প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করে বিষ মিশ্রিত করে হত্যা করেছে। তিনি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তবে তার কবিতা (যা আমাদের কাছে পৌছেছে তা একেবারে কম। তার কবিতার উদ্দশ্য প্রশংসা (مــــدح) শোক গাঁথা (رثــاء) প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা (حـــكـمة) তবে তিনি বিশেষ ভাবে غــزل বা প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেছেন। (৭৩) নিম্নে তার প্রণয়মূলক কবিতার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-(৭৪)

ولقد أرى ظُعناً أخيّلها+تحدَى كأن زهائَها نخلُ
فى الآل يرفعهاويَخفضها + ريعٌ كأن متونَه سُحُلُ
عقْماً و رقْماً ثم أردفه + كِللٌ على أطرافها الخَمْلُ

আর নিশ্চয় আমি হাওদাগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে, (এর মধ্যে আমার প্রেমিকা

Dhaka University Institutional Repository

আছে) এগুলো উট চালক হুদা গেয়ে পরিচালনা করছে। দেখতে মনে হচ্ছে, ওগুলো খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়।

উটগুলো মরিচিকার মধ্যে উচু-নিচু জায়গায় উঠা-নামা করছে, মরিচিকা দেখতে মনে হচ্ছে, তার পৃষ্ঠদেশ সাদা কাপড়ের ন্যায়। সে কাপড় নকশা করা ও ডোরা যুক্ত। এতদ্ব্যতিত তার প্রান্তভাগে রয়েছে পশমের ন্যায় আঁশযুক্ত পাতলা আবরণ।

المثقب العبدي

আল মুসাক্কাব আল-'আব্দী (মৃঃ ৫৮৭)

পরিচয় : নাম-'আইয, উপাধি-মুসাক্কাব (যেহেতু তিনি তার কবিতায় ''নারীর বোরকায় চোখ দিয়ে দেখার জন্য ছিদ্র করেছে'' বিষয়টি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন।) কুনিয়াত-আবূ 'আমর, পিতা-সা'লাবা, গোত্র-বনূ নুকরাহ ইবনে 'আব্দিল ক্বায়েস। তারা হচ্ছে, বনূ আসাদ গোত্রের শাখা গোত্র। তার সম্প্রদায়ের বাসস্থান হচ্ছে বাহুরায়ন।

জীবনের নর্ণনা : মুসাক্কাব তার সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতা ছিলেন। তিনি বকর ও তাঘলিব গোত্রের মধ্যকার বসূ.সে.র যুদ্ধ মিমাংসায় ভূমিকা পালনকারী। তিনি 'আমর ইবনে হিন্দের সমসাময়িক কবি ছিলেন। অতঃপর তিনি ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

মুসাক্কাব ছিলেন উত্তম কবি, তার কবিতায় ছিল চমৎকার শব্দাবলী ও শব্দের সুন্দর গঠন। তার কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল, প্রশংসামূলক (مدح) গৌরব গাঁথা (فخر) প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা (حكمة) তবে, বিশেষভাবে তার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল প্রণয়মূলক কবিতা বা غزل - নিম্নে তার غزل বা প্রণয়মূলক কবিতার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো। (৭৫)

افاطمَ قبل بينكِ متّعينى + ومنعُك ماسألت كأن تبينى
فلاتعِدى مواعدَ كاذباتٍ + تمرّ بها رياحُ الصيف دونى
فإننى لوتخالفنى شِمالى + خلافَك، ماوصلت بهايمينى
اذن لقطعتهاولقلت : بينى + كذلك اجتوى من يجتوينى
لمن ظعن تطالع من صبيب + فماخرجتْ من الوادى لِحِين
ظهرن بكلّة وسدلن أخرى + وثَقَبْنَ الوصاوصَ للعيون
فقلت لبعضهن، وشُدَّ رَحلى +لهاجرة نصبْتُ لهاجبينى
لعلّكِ ان صرمت الجبل منّى + كذلك أكون مصحبتى قَرونى

Dhaka University Institutional Repository

فسلِّ الهمّ عنك بذات لَوث + عُذافرة كمطرقة القُيون

হে ফাত্বিমাহ, তোমার বিচ্ছেদের আগে আমাকে উপভোগ করার সুযোগ দাও, আর আমি তোমার কাছে যা তলব করেছি, তাতে তুমি বাধ সাধলে আমি বুঝব, তুমি আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে চাচ্ছ।

অতএব, তুমি আমার সাথে দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গের চিন্তা করোনা, তাতে আমার গায়ে গ্রীষ্মকালীন বাতাস বইতে শুরু করবে। কেননা যদি আমার দূর্ভাগ্য আমার বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে আমার সৌভাগ্য আমার পক্ষে কাজ করতে পারবে না।

এমন হলে, আমি আমার প্রেমিকার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাব এবং বলব, তার সাথে আমার বিচ্ছেদ হলো, আর এভাবে যারা আমাকে অপছন্দ করে আমিও তাদের অপছন্দ করি।

আমার প্রেমিকার দিক থেকে কার হাওদাজগুলো উঁকি মারছে? তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও উপত্যকা থেকে প্রেমিকা বের হচ্ছে না।

তারা আশযুক্ত হালকা-পাতলা পর্দা নিয়ে একপাশ টেনে এবং একপাশ ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং তারা তাদের ছোট বোরকা (বয়স কম হওয়ায় তারা ছোট বোরকা পরেছে) গুলো ছিদ্র করে ফেলেছে, চোখ দিয়ে দেখার জন্য।

অতঃপর, আমি তাদের কিছু সংখ্যককে বললাম, আমার বাহনটি হিজরত কারিনী ঐ মহিলার জন্য বেধে নাও, আমি তার জন্য আমার পার্শ্ব ঠিক করেছি।

সম্ভবত এমন হবে, তুমি যদি আমা হতে রশি ছিড়ে ফেল, তাহলে এভাবে আমি সবাইকে ছেড়ে আমি আমার নিজের সাথী হয়ে যাব।

অতএব, তুমি সিংহ শার্দুলের ন্যায় শক্তির সাথে তোমার সমূহ দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেল। যেভাবে কর্মকার হাতুড়ি দিয়ে জোরে আঘাত করে।

بشربن ابى خازم الأسدى

বিশ্র ইবনে 'আবী খাযি.ম আল আস.াদী (মৃঃ ৫৯০ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-বিশর, পিতা-আবু খাযি.ম 'আমর, দাদা-'আওফ ইবনে হ্বিময়ারী ইবনে নাশিরাহ ইবনে উস.ামাহ ইবনে ওয়ালিবাহ ইবনে হ্বারিস ইবনে সা'লাবাহ ইবনে দাওদান ইবনে আস.াদ, গোত্র-বনু আস.াদ।

জীবনের বর্ণনা : তিনি হচ্ছেন বনূ আস.াদ গোত্রের বিশিষ্ট কবি। বর্ণিত আছে যে, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

'আবীদুবনুল আবরাছের মত বড় কবিকে পেয়েছিলেন। তিনি ইম্রাউল ক্বায়েসের পিতা হুজর ইবনুল হুারিসের হত্যাকান্ড (৫৩০ খ্রীঃ) প্রত্যক্ষ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ৩য় নু'মান আবু ক্বাবূস.কেও পেয়েছিলেন। বিশ্র ছিলেন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী কবি, তিনি ছিলেন, একজন বীর সৈনিক। বনূ ত্বাঈ এবং বনূ আস.াদ গোত্রের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইয়াওমুন নিস.ার (يوم النّسار) এবং ইয়াওমুল জিফারে (يوم الجفار) (৫৭৫ খ্রীঃ) উপস্থিত ছিলেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি কবিতা ও বলেছেন। তিনি তার জীবনের প্রথম দিকে 'আওস. ইবনে হুারিস ইবনে উম্মুত্ব ত্বায়ীর নিন্দা সূচক কবিতা বলেছেন। অতঃপর বিশ্রকে আওস. ত্বায়ী বন্দী করলেন, আবার কিছু দিন পর তাকে আবার মুক্ত করে দেন। ফলে বিশ্র ও 'আওসের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি ৬টি ক্বাছীদাহ রচনা করে তার প্রশংসা করেন এতে তিনি আগের নিন্দাসূচক ৬টি কবিতার খন্ডন করেন। অবশেষে 'আওসের মৃত্যু ঘটলে তিনি তার শোক গাঁথা (رثاء) রচনা করেন।

অবশেষে বিশ্র বনী সা'সা'হ ইবনে মু'আবিয়াহর আক্রমণে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ৩২ হিজরীতে নিহত হন। বলা হয় যে, তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তার জন্ম-সন সম্পর্কে জানা যায় নি।

তিনি ছিলেন বনূ আস.াদ গোত্রের বড়-বড় ও বিখ্যাত কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি। তবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত কবিতা তথা আমাদের পর্যন্ত পৌছা তার কবিতা একেবারে কম। তিনি পরিমার্জিত কথা বলতে পটু ও উদাহরণে দক্ষ ছিলেন আবু য.াইদ ক্বুরাশী তার মুজামহারাত (مجمهرات) এবং মুফদ্দ্বাল আদ্দ্বাব্বী তার মুফাদ্দ্বালিয়াত (مفضليات) এ তার কবিতা নির্বাচিত করেছেন। তার কবিতার বিষয়বস্তু হলো প্রশংসামূলক (مدح) নিন্দাসূচক (هجاء) শোক গাঁথা (رثاء) উল্লেখ্য তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না তখন তিনি নিজেই নিজের শোক গাঁথা রচনা করেছিলেন। এছাড়াও বিরত্ব গাঁথা (حماسة) বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। বর্ণনা মূলক (وصف) এবং প্রজ্ঞামূলক (حكمة) বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কবিতা পাওয়া যায়। (৭৬)

প্রণয় (غزل) বিষয়ে তার বিশেষ স্থান রয়েছে নিম্নে তার রচিত প্রণয় কবিতার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-(৭৭)

ألا بانَ الخَليطُ وَلَم يُزاروا + وقلبك فى الظعائن مستعار
تومٌ بها الحُداة مياهَ نخل + وفيها عن أبانين ازورار
أُسائل صاحبى ولقدأرانى + بصيرا بالظعائن حيث ساروا
أحاذر أن تبين بنوعقيل + بجارتنا فقد حق الحذار

Dhaka University Institutional Repository

فلأياماقصرت الطّرفَ عنهم + بقانية وقد تلع النهار
بليل ما أتين على أروم + وشابة عن شمائل تعار
كأن ظباء أسنمة عليها + كوانس قالصاًعنها المغار
فبت مسهّد أرقاً كأنى + تمشّت فى مفاصلى العُقار
أراقب فى السماء بناتَ نعش + وقد دارت كماعُطِف الصُوار
وعاندت الثريّابعد هدء + معاندة لهاالعَيّوق جار
فيا للناس للرّجل المُعنّى + بطول الدهر اذ طال الحصار

হে আত্মা বন্ধু-বান্ধব সবাই চলে গেছে, আর কখনও সাক্ষাৎ করবে না, আর এদিকে তুমি হওদাগুলোর কাছে ঋণী (অর্থাৎ যারা চলে গেছে তাদের কাছে ভাল বাসায় আবদ্ধ।

হুদীগানকারী উট চালক নাখ্‌ল নামক স্থানের পানি তলব করছে, অথচ ওখানকার আবান ও সুলমা নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্য দিয়ে তাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। আমি আমার সাথীকে প্রশ্ন করি, আর সে আমাকে হাওদাগুলোর দিক দেখিয়ে দেয়, যেদিকে তারা চলে গেছে। (মূলত, তিনি তা জানেন, স্মরণ করার জন্য প্রশ্ন করেছেন) আমি সর্বদা সতর্ক হয়ে চলি যে, বনূ উক্বাইন গোত্র আমার প্রতিবেশিনীর সাথে বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করে। অবশেষে সতর্কতা কার্যকরী হলো।

আমি অলসতার জন্য "ক্বানিয়া" নামক পানির এর ব্যাপারে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে ত্রুটি করিনি। এদিকে দিবস উদিত হয়ে গেছে। আমার স্মরণ হয় আরওয়াম, শাবাহ, এবং তার উত্তর দিকে অবস্থিত তিয়ার নামক অঞ্চলের কথা যাতে তাদের বিচরণ ছিল রাত্রি কালে। আমার ঐ সকল প্রেমিকাদের উদাহরণ হচ্ছে আসনুমা নামক স্থানের হরিনীর মত যারা অধিক মোটা না হওয়ার কারণে আসনুমায় অবস্থিত তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে।

এসকল স্মৃতি স্মরণ হওয়ায় আমি বিনিদ্র রাত্রি কাটালাম, এমতাবস্থায় আমার দেহের গ্রন্থিগুলো মাদকাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় পাক করতে শুরু করল। ঐ বিনিদ্র রজনীতে আমি আক্যুশের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম দেখলাম সপ্তর্ষিমন্ডলী বন্য সাদা গাভীর দলের ন্যায় বঁদক খেতে লাগল।

আর সুরাইয়া তারকা একটু থেমে যেয়ে বিদ্রোহী বেশে ঘুরপাক করছে আর কাপিলা (ইতসনররত) তারকা তার প্রতি বেশীত্ব গ্রহণ করেছে।

অতএব, দীর্ঘদিন থেকে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হে ব্যক্তি তোমার জন্য আফসোস, যখন যমানার আবেইন তোমাকে ঘিরে ফেলেছে।

উপরিউক্ত কবিতাগুলোতে কবি যাদের সাথে প্রণয় করে ছিলেন তাদের সাথে বিচ্ছেদ হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার জীবনকে নির্যাতিত জীবন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কেননা এ জীবনে প্রেয়সীদের পাওয়ার কোন আশা নেই। আবার রাত কাটে বিনিদ্র অবস্থায়, আকাশের তারকাগুণে এভাবে দিবস ও কাটে তাদের স্মৃতি চারণ করে। আর তার বর্ণনানুযায়ী কবি তাদেরকে কেমনে ভুলে যাবেন অথচ তারা বেশী স্থূলকায় না হওয়ায় তারা ছিল রূপবান, রূপবতী, আকর্ষণকারিণী। তাদের উদাহরণ দেওয়া চলে সুন্দর হরিনীর সাথে।

عمرو بن كلثوم

'আমর ইবনে কুলসূম (মৃঃ ৬০০ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-'আমর, পিতা-কুলসূম, (তিনি ছিলেন তাদের গোত্রের নেতা) (৭৮) দাদা-মালিক ইবনে 'আত্তাব, গোত্র-তাঘলিব, তাদের বাসস্থান ছিল সিরিয়া ও 'ইরাক্বের উত্তরাঞ্চলে (৭৯) মাতা-লায়লাহ, এ মহিলা ছিলেন কুলাইবের ভাই বিখ্যাত কবি, 'আরবী কবিতার উৎস মুহালহিল ইবনে রবী'য়াহ এর কন্যা। তিনিও তাঘলিবী। তাঘলিব গোত্রের এত বেশী প্রভাব ছিল যে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়- لو ابطأ الاسلام لأكلت بنو تغلب الناس যদি ইসলাম আসতে দেরী করত, তাহলে তাঘলিব গোত্র সকল মানুষকে খেয়ে ফেলত। এমনি এক পরিবেশের মধ্যে কবি লালিত-পালিত হন। এক পর্যায়ে তাকেই নেতা নির্ধারণ করা হয়ে গেল। তখন তার বয়স মাত্র ১৫ বছর। (৮০) তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। অবশেষে তিনি ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। (৮১)

জীবনের নর্ণনা : তিনি কবি, বাগ্মী ও দুঃসাহসী যোদ্ধা হিসেবে সুখ্যতি অর্জন করেছিলেন। তিনি পুরুষোচিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঘলিব ও বক্‌রের মধ্যে সংঘটি বসূ.সে.র যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত হীরার অধিপতি তৃতীয় মুনযির (৫০৫-৫৫৪ খ্রীঃ) এর মধ্যস্থতায় আনুমানিক ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়।

সন্ধি স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরই আবার ও উভয় গোত্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এবার হীরার রাজা 'আমর ইবনে হিন্দ (৫৫৪-৫৬৯ খ্রীঃ) এর দরবারেই একদিন বাক বিতন্ডার সূত্রপাত হয়, বনূ বক্‌রের কবি হারিস ইবনে হিল্লিয.াহ সেখানে দাঁড়িয়েই একটি দীর্ঘ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি তার গোত্রের কীর্তি গাঁথা। কবিতা শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। লজ্জাবনত শিরে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় 'আমর ইবনে কুলসূমকে। একটা ভিন্নমত হলো যে, তিনিও তখন তথায় তার গোত্রের গৌরব বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তবে তার মু'আল্লাকাহর বেলায় মতভেদ রয়েছে, কেউ বলেন, 'আমর ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দের দরবারে হুারিস ইবনে হিল্লিয.াহর কবিতার জবাবে। কেউ বলেন, 'আমর ইবনে হিন্দকে হত্যা করে ফিরে আসার সময়।

কবির মাতামহ মুহালহিল প্রথম সুসম্পন্ন ক্বাছীদাহ রচনা করেন। কবিত্ব ও বীরত্ব এ দু'টি গুণ তার চরিত্রে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়েছিল। ফলে, তিনি তাঘলিবের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। তাঘলিব ও বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত বসূ.স. যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিলেন তিনি। এমনই এক বীর পুরুষের কন্যা হিসেবে লায়লাহ ছিলেন 'আরবে এক সম্মানিতা ও সমাদৃতা নারী। কথিত আছে, একদিন বাদশাহ 'আমর দরবারে বসে গর্ব করে বলেছিলেন, আরে ছেড়ে দাও বেদুইনদের কথা। পুরো 'আরবে কে আছে, যার মা আমার মায়ের সেবা করতে রাজী হবেন? সভাসদ একজন সাহস করে বলেন, নিশ্চয় আছে, আর সে হচ্ছে আমরের মা লায়লাহ। বাদশাহ 'আমরকে ডেকে পাঠালেন এবং সঙ্গে তার লায়লাহকে ও নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। তারপর, একদিন ফুরাতের তীরে শাহী তাবুতে 'আমর তার মা'কে নিয়ে এলেন। তিনি বাদশাহর মায়ের সাথে সাক্ষাৎও করলেন। বাদশাহর মা পূর্বেই জানতেন ব্যাপারটা। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী দুই মহিলা একত্র হওয়ার পর দাস-দাসীরা এদিক-সেদিক দূরে সরে গেল। তখনই বাদশাহর মা লায়লাহকে একটি পাত্র এগিয়ে দিতে বললেন, লায়লাহ তাতে অস্বীকৃতি জানালে, রাজ-মাতা আবার একই কথা বললেন। এতে লায়লা আর্তনাদ করে উঠলেন। দরবারে বসে 'আমর শুনলেন সেই চিৎকার। রাগে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাবুর খুটিতে ঝুলছিল একটি তরবারী। তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিলেন বাদশাহর বুকে। তারপর তিনি সসম্মানে মা'কে নিয়ে নিজ গোত্রে ফিরে এলেন।

অবশেষে বিজয়ের আনন্দে তার মন নেচে উঠলো। সেই আনন্দ -ঘণ প্রাণের আকুতি ছড়িয়ে দিলেন তিনি তার বিখ্যাত মু'আল্লাক্বায়। বনু তাঘলিবের সকলে ক্বাসীদাহটি উৎফুল্ল ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলো। এর পর এটা আবৃত্ত হতে লাগল ঘরে-ঘরে লোক-মুখে। 'আমর আর তার কবিতা নিয়ে সমস্ত গোত্র আনন্দে আত্মহারা তাই কোন কবি বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'আমর ইবনে কুলসূমের কবিতা তাঘলিব গোত্রের সকলকে তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রেখেছে। এমনি খ্যাতি আর সমাদরের মধ্যে পরিণত বয়সে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে কবি 'আমর মৃত্যু বরণ করেন।

তার মু'আল্লাক্বাহ শরাবের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। পুরোপুরিভাবে তিনি গতানুগতিকতার অনুবর্তী হননি। সূরার বর্ণনা শেষে প্রেম সুধার বর্ণনায় কবি অবতীর্ণ হয়েছেন। বিদায়ের পূর্বক্ষণে ক্ষণিকের জন্য প্রিয়ার দর্শন পেয়েছেন তিনি। বিরহের কথা ভেবে তিনি বিষন্ন হননি বরং

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্পক্ষণের মধুর মিলন প্রাণ ভরে ভোগ করতে চেয়েছেন। প্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা অলঙ্কারিক ভাষায় সংক্ষেপে সমাপ্ত করে বেদুইন জীবনের বিভিন্ন গুণের কথা ওজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সৌর্য-বীর্য, গোত্র-প্রীতি, আত্মমর্যাদা বোধ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাগুলো ও সহজ সরল অথচ জোরালো ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। তার কবিতার ভাষা সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত তবে তার কাব্যকর্ম খুব বেশী নেই। তার বিখ্যাত মুয়াল্লাক্বাহ ছাড়া আর যে কয়টি ছত্র পাওয়া যায় সেগুলো বৈচিত্র হীন।

'আমরের কবিতা হচ্ছে- অশ্লীলতা বর্জিত, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, উল্লাস, মহানুভবতা, মানুষের জন্য সহানুভূতি, বিপদে ধৈর্য্য ইত্যাদি সদগুণের অধিকারী এক বীর পুরুষের আত্মজিবনী।(৮২)

তার মু'আল্লাক্বাহ য.াওয.ানী ও তিররীযী প্রমূখ ব্যাখ্যা করেছেন। তার কবিতা অনেকবার ছাপানো হয়েছে। ১৮১৯ সালে এটা প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। তার কবিতা ল্যাটিন, ইংরেজী, জার্মানী ও পারস্য ভাষায় তরজমা করা হয়েছে। (৮৩)

নিম্নে তার প্রণয়মূলক কবিতার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-(৮৪)

تريك اذا دخلت على خلاء + وقدأمِنَت عُيون الكا شِحينا

ذراعى عيطل أدماءَ بكر + هجان اللون لم تقرأ جنينا

وثديا مثل حق العاج رخصا + حصانا من أكف اللامسينا

ومتنىْ لدنةٍ سَمَقت، وطالت +روادفها تنوء بسايلينا

ومأكمة يضيقُ الباب عنها + وكشحا قد جُنِنْتُ به جُنونا

وساريتى بَلَنْط أورخام + يرنّ خشاشُ حَلْيِهما رَنينا

আমার প্রেয়সী হচ্ছে এমন যে, যখন তুমি তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। এদিকে সে দুশমনদের চোখ থেকে নিরাপদ।

তার বাহুযুগল গৌরবর্ণের দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট সুদর্শন উষ্ট্রীর বাহুর ন্যায় আবার তা পূর্ণ যৌবনকালের উষ্ট্রের বাহুর ন্যায় শক্ত ও মজবুত। সে উন্নত জাত সাদা ও শ্রভ্র রঙ্গের যুবতী এমন উষ্ট্রীর ন্যায় যে গর্ভবতী না হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দরী এবং চিত্তাকর্ষণকারিনী।

তার স্তন যুগল হাতির সাদা দাঁতের মাড়ির ন্যায় কোমল ও উজ্জল, আবার সে স্পর্শকারীর স্পর্শ হতে পুত-পবিত্র। তার পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত নরম ও দীর্ঘ। আবার নিতম্বদয় পুরু ও মাংসল হওয়ায় দর্শকের দিকে ঝুকে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তার নিতম্বদ্বয় এত মাংসল যে, দরজা তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এবং তার কটিদেশ এত সুন্দর যে, এর জন্যে আমি পাগল হয়ে পড়েছি।

তার পদ যুগল অত্যন্ত শুভ্র আবার অত্যন্ত কোমল, সে চলার পথে তার পায়ের অলংকারের খস-খস আওয়াজ হতে থাকে।

نابغة الذبياني

নাবিঘাহ যুবইয়ানী (মৃঃ ৬০৪ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-যি.য়াদ, উপাধি-নাবিঘাহ, কেননা তিনি পরিণত বয়সেই কবিতা বলা আরম্ভ করেছিলেন, আর তাকে নাবিঘাহ যুবয়ানী এজন্য বলা হতো যে, নাবিঘাহ দুইজন ছিলেন, একজন হলেন নাবিঘাহ আল জা'দী এবং অপরজন নাবিঘাহ বনি -শায়বান এ দুই নাবিঘাহকে আলাদা করতে যেয়ে তাকে নাবিঘাহ যুবয়ানী বলা হয়। পিতা-মু'আবিয়াহ, দাদা-সা'দ, গোত্র-যুবয়ান। (৮৫)

জীবনের বর্ণনা : তিনি ছিলেন যুবয়ান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যারা মু'আল্লাক্বাহর সংখ্যা আট বা দশ বলেন, তারা তাকে মুআল্লাক্বাহর কবিদের অন্যতম কবি বলেছেন।কাব্য রচনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই তার সম্মান কিছুটা কমে যায়। 'আরব বেদুইনদের স্বাধীনতা প্রীতির বিশেষ গুণ তার চরিত্রে পরিস্ফুটন হয়নি। গোত্রের কীর্তি গাঁথা প্রকাশ করার চাইতে ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তনে তিনি মনোযোগ দেন বেশী। তৎকালীন হীরাহ নৃপতি নু'মান ইবনে মুনযিরের দরবারে সসম্মানে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গের প্রশস্তি রচনা করে খুব আরাম-আয়েশে তার দিন কাটছিল। কিন্তু সুখী ব্যক্তির শত্রু সর্বত্রই। তাই একদিন বাদশাহ নু'মান কান-কথায় বিশ্বাস করে আবিস্কার করলেন, দরবারের কবি-রত্ন নাবিঘাহ তার বেগমের নামে যে কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে শুভ প্রশস্তি নয় আরও অন্য কিছু আছে। আবার কেউ বলেন, তার শত্রুরা বাদশাহর নিন্দাসূচক কবিতা নিজেরা রচনা করে বাদশাহকে জানায় যে, নাবিঘাহ এটি রচনা করেছে। আর তাতেই বাদশাহ ক্ষেপে যান। অবস্থা সুবিধার নয় টের পেয়ে কবি সেখান থেকে কেটে পড়লেন এবং ঘাস্.স.ানে এসে আর এক সামন্ত 'আমর ইবনে হ্বারিসের প্রশংসা করে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু হীরাহর কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। নু'মান অসুস্থ হয়ে পড়লেন, একবার কবির অনুরোধে এক সভাসদ কবির জন্য নু'মানের নিকট সুপরিশ করলেন। নু'মানের রোগশয্যার পাশে কবি গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে তার প্রশংসার বাণী। নু'মান তাকে মার্জনা করলেন। কবি ও নিজের ঠাঁই ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

পেলেন। আবার পারস্য সম্রাট খসরু-পারভেজ কর্তৃক নু'মান (৬০২ খ্রীঃ) নিহত হলে হীরাহ রাজ্যের পতন ঘটে এবং নাবিঘাহ ও তার এলাকায় ফিরে যান। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ এলাকাতেই ছিলেন। (৮৬) তিনি ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। (৮৭)

কবি নাবিঘাহ ছিলেন একজন শহুরে কবি, কেননা তিনি রাজা বাদশাহদের সাথে জীবন কাটিয়েছেন। এজন্য আমরা তার কবিতায় দেখতে পাই রয়েছে- শহুরে ভাষা, সহজ গঠন, সুন্দর ও উপযুক্ত শব্দাবলী। এছাড়া তুলনা মূলকভাবে আমরা কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. এবং ত্বরফাহ ইবনে আব্দ এর কবিতার বৈশিষ্ট্যের বিপরীত দেখতে পাই। অতএব, তার কবিতায় রয়েছে নতুন শিল্প, ওমর ফররুখ বলেন ولكنه خلق فى الشعر العربى فناجديداً-

(অর্থাৎ তিনি তার কবিতায় নতুন শিল্প সৃষ্টি করেছেন) (৮৮)

তিনি ছিলেন আরব দেশের তিনজন বড় এবং অন্যতম। তিনি ছাড়া আর ও দুইজন হচ্ছেন- ইম্রাউল ক্বায়েস ও যুহায়র। যায়্যাত বলেন-

النابغة أحد فحول الشعراء الثلاثة الذين لايشق غبارهم ولاتلحق اثارهم، وهم امرؤ القيس وهو وزهير

(নাবিঘাহ ছিলেন ঐ তিনজন বিশিষ্ট কবির অন্যতম, যাদের কাব্যিক জীবন অনেক উন্নত,আর তারা হচ্ছেন, ইম্রাউল ক্বায়েস তিনি এবং যুহায়র) (৮৯)

তার কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষায় নতুনত্ব রয়েছে, কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিক বর্ণনা তার কবিতায় বিরল। পরিচ্ছন্ন বর্ণনা, মৌলিক চিন্তাধারা, শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা তার কবিতাকে নিখুত সৌন্দর্যের অধিকারী করেছে। তার কবিতায় ভাবাবেগের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার বিষয় বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য কবি কখনো কখনো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপাখ্যান ও বর্ণনা করেছেন, যেমন বন্য ষাড় ও সর্পের কাহিনী। সুর ও ছন্দের সাবলীলতা তার কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। (৯০)

তিনি বিশেষভাবে শহুরে বিষয়সমূহের বর্ণনা যেমন- সফরের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা, সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা এবং সাধারণ ভাবে গ্রাম্য বিষয়ের বর্ণনা করতে পটু ছিলেন। গায়ক-গায়িকারা তার কবিতা গাইতে পছন্দ করতেন। 'উক্বায মেলায় কবিতার বিচারের দায় দায়িত্ব তারই উপর ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার সিদ্ধান্তই সকলেই মেনে নিত।

তার কবিতার বিষয়স্তুর মধ্যে রয়েছে رثاء (শোক গাঁথা) مدح (প্রশংসামূলক কবিতা) فخر (গৌরব গাঁথা) وصف (বর্ণনামূলক) কবিতা। প্রণয়মূলক কবিতা বা غزل এর ব্যাপারে কথা হলো,

Dhaka University Institutional Repository

তার এ বিষয়ের কবিতা ছিল গতানুগতিক। (৯১) নিম্নে তার প্রণয়মূলক কবিতার নমুনা পেশ করা হলো-(৯২)

كلينى لهم ياأميمة ناصبٍ + وليل أقاسيه بطئى الكواكب

وصدر اراح الليل عازب همه + تضاعف فيه الحزن من كل جانب

(হে উমাইমাহ তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর তাতে কোন সমস্যা নেই, তবে আমার দুঃখের বোঝা বেড়ে যাবে; রাত্রি কাটাবো অনেক কষ্টে, তারকারাজি অনেক দেরীতে অস্ত যাবে।)

(আমার অন্তর দুঃখে ভরা, রাত্রি কালে সে দুঃখ সবদিক থেকে দিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আমাকে পাকড়াও করে।)

তার প্রণয়মূলক কবিতার আরও উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো, তিনি বলেন-(৯৩)

نظرتْ بمقلة شادن متربب + أحوى أحَمّ المقلتين مقلّد

صفراءُ كالسير أُكمِلَ خلقُها + كالغصن فى غلوائه المتأود

محطوطة المتنين غيرُ مُفاضة + ريّا الروادف بضّةُ المتجرّد

قامت تَراءَ ى بين سجفى كلّة + كالشمس يوم طلوعها بالأسعد

اودُرّة صدفيّة غوّاصُها + بهِج متى يرَها يهلّ ويسجدِ

اودُمية من مرمرٍ مرفوعة + ينيت بآجر يشاد وقرمد

سقط النّصيف ولم ترد أسقاطه + فتناولته واتّقتْنا باليد

بمُخضّبٍ رخص كأن بنانَه + عَنَمٌ على أغصانه لم يُعقد

نظرت اليك بحاجة لم تقضِها + نظر السقيم الى وجوه العوّد

تجلوبقادمتى حَمامة أيكةٍ + برداً أُسِفَّ لثاتُه بالأُثْمِدِ

আমার প্রেয়সী নব যৌবনা হরিণীর চাহনির ন্যায় তাকায়, তার ওষ্ঠদ্বয় গাঢ় লাল বর্ণের, নেত্রযুগল গাঢ় কালো বর্ণের, আবার গ্রীবাদেশে রয়েছে চমৎকার হার।

তার রঙ্গ হরিদ্রা বর্ণের ডোরা কাটা রেশমী কাপড়ের ন্যায়, তার গঠনের পূর্ণতার উপমা হচ্ছে,তা যেন কোন বৃক্ষের প্রস্ফুটিত হওয়া নতুন ডাল যা অতিরিক্ত কোমলতার দরুণ বক্র হয়ে আছে।

তার পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্ব এমন ভাবে পালিশ করা যে, তা ঢিলা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় কুঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয় না।

তার নিতম্বদ্বয় অত্যন্ত পুরু ও মাংসল, এতদ্ব্যতীত তার সারা দেহ হচ্ছে কোমল ও সুলকায়।

Dhaka University Institutional Repository

সে যখন তার হালকা-পাতলা দুই পর্দার মধ্য দিয়ে সামনা-সামনি এসে হাজির হয়, তখন মনে হয় যেন- সূর্য তার মঞ্জিলের মধ্য দিয়ে উদিত হয়েছে।

অথবা তা যেন ঝিনুকের মুক্তা, যখন ডুবুরী অনেক কষ্টের পর পেয়ে যায় তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে সিজদাবনত হয়।

অথবা মর্মর পাথরের তৈরী সুউচ্চ দালান যাকে ইষ্টক দ্বারা তৈরী করে আস্তর করে পালিশ করা হয়েছে।

সে তার মাথায় ওড়না দিয়ে সর্বদা চলতে চায়, ফলে যখনই তা পড়ে গেছে তখনই তা টেনে নিয়ে হাত দ্বারা মজবুত করে রেখেছে।

সে যখন ঐ ঘোমটা খানা তার কোমল ও রঙ্গীন হাত দ্বারা টান দেয়, তখন দেখতে মনে হয়, তার হাতের আঙ্গুলীর অগ্রভাগ 'আনাম গাছের কান্ডের ন্যায় যা তার ডালের সাথে এখনও যুক্ত হয়নি। ('আনাম পুরো বৃক্ষকে লাল ধরে উপমা দেওয়া হয়)

সে তোমার প্রতি বিশেষ প্রয়োজনে তাকাবে, কিন্তু কোন সাক্ষাৎকারীর চেহারার দিকে রুগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাল ক্ষেপণ করবেনা।

সে জঙ্গলের হ্বামামাহ্ গাছের শাখার ন্যায় দুই আঙ্গুলী দ্বারা এমন দাঁত মিসওয়াক দিয়ে পরিস্কার করে যার মাড়ীতে সুরমা লাগানো আছে,আবার ঐ দাঁত গুলো বরফের ন্যায় সাদা।

উপরিউক্ত উদাহরণ দ্বারা তার প্রণয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, আসমা'য়ী দীওয়ান ২৪টি ক্বাছীদায় ৯ম শতাব্দীতে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তার দীওয়ান ব্যাখ্যা সহকারে ১০৮৩ ও ১০০ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যে এবং কায়রো ও বৈরুতে বেশ কয়েক বার ছাপানো হয়েছে।

حاطم الطائي

হা'ত্বিম ত্বাঈ (মৃ-৬০৫)

পরিচয় : তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত দানশীল হা'ত্বিম ত্বাঈ। দানশীলতার খ্যাতির সাথে-সাথে তার কাব্য চর্চাও ছিল। তার পূর্ব পুরুষসহ পূর্ণ নাম হচ্ছে- হ্বাত্বিম ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ হ্বাশরাজ আত্ব-ত্বাঈ।

জীবনের বর্ণনা : তার পিতা শৈশব কালে মারা যান। ফলে তার লালন-পালনের ভার মায়ের উপরেই পড়ে, মা ছিলেন অনেক সম্পদের মালিক। তবে অতুলনীয় দানশীলা ছিলেন। দানশীলতার কারণে তিনি দুই হাত বখশিশ দিয়ে পূর্ণ করে রাখতেন, যে মালই তার হাতে আসত তা ধরে

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে পারতেন না, বিলিয়ে দিতেন। এর ফলে তার ভাইদের পক্ষ থেকে বাধা আসল এবং তারা তাকে এক বছর বন্দী করে রাখল যাতে তিনি দারিদ্রের কষ্ট বুঝে ধনের গুরুত্ব প্রদান করেন। এরপর তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং সামান্য মালও দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাওয়াযিন গোত্রের একজন মহিলা এসে দানপ্রার্থী হলে তিনি তাকে ঐ সামান্যটুকুও দান করে দিলেন।

এমনি একজন দানশীলা রমনীর কাছে তিনি লালিত-পালিত হলেন, তার দুগ্ধ পান করে বড় হলেন, অতঃপর এমন দানশীলতার মধ্যেই যৌবন লাভ করলেন, যার আধিক্যের কারণে তাকে বোকা মনে হত। ছোট বেলায়ই তার স্বভাব ছিল তিনি কাউকে সাথে না পেলে কোন কিছু খেতেন না, কিন্তু এরকম মানসিকতা পরিশেষে তার মন্দ ডেকে নিয়ে এসেছে। তার দাদা তাকে উট রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। একবার তিনি ছাগল চরাচ্ছেন, এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন 'আবীদুবনুল আবরাছ, বিশর বিন আবী হ্বাযিম, নাবিগাহ যুবয়ানী তারা যাচ্ছিলেন হীরার অধিপতি নু'মান ইবনে মুনযিরের কাছে। তারা এসে হ্বাত্বিমের আতিথ্য গ্রহণ করল। হ্বাত্বিম তাদের পরিচয় গ্রহণ না করেই প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট জবাই করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর যখন তাদের পরিচয় পেলেন তখন তিনি তাদেরকে সবগুলো উট বন্টন করে দিলেন। ওখানে উটের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০টি । অতঃপর তিনি খালি হাতে বাড়ী ফিরে এসে দাদাকে আনন্দের সাথে জানালেন, আমি এমনভাবে দান করে এসেছি, আমি আপনাকে জামানার শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করেছি। দাদা রাগ করে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিলেন। কবিও বললেন, তাহলে আমি পরওয়া করিনা, অতঃপর বললেন-

وانى لعف الفقر مشترك الغنى +وتارك شكل لايوافقه شكلى
وأجعل مالى دون عرضى جنة +لنفسى وأستغنى بما كان من فضلى
وماضرنى أن سار سعد باهل+وأفردنى فى الدارس ليس معى أهلى

অর্থাৎ- আর নিশ্চয় আমি দারিদ্রকে দূরীভূতকারী। সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এমন আকৃতিকে পরিত্যাগকারী যা আমার আকৃতির সাথে মিলে না।

আমি আমার সম্মানের জন্য মাল খরচ করব, আমার নিজের ঢাল স্বরূপ। এবং বাকীটুকু দিয়ে আমি আমার অভাব মোচন করব।

আর আমার এ ব্যাপারে কোন ক্ষতি নেই যে, সা'দ তার পরিবার নিয়ে আমা হতে আলাদা হয়েছে, এবং আমাকে এমন এক বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে যাতে আমার নিজের কেউ নেই।

হ্বাত্বিম ত্বাঈ যুদ্ধেও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কবি হিসেবে তার খ্যাতির কথা বলার অপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

রাখেনা। তার অধিকাংশ কবিতায় স্বীয় বদান্যতার বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। مــاوى (মাবি/মাওয়া) তার স্ত্রীর নাম তিনি তার স্ত্রীর কছে বদান্যতার কথা তুলে ধরে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করছেন এর মাধ্যমে হালকা হলেও প্রেম নিবেদন হচ্ছে, নিম্নের এ কবিতায় তিনি তার স্ত্রীর কাছে নিজ বাদান্যতার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন-(৯৪)

اماوى ان المال غاد وارائح + ويبغى من المال الا حاديث والذكر
اماوى ان يصبح صداى لقفرة + من الارض لاماء لدى ولا خمر
ترى ان ماأنفقت لم يك ضرتى + وان يدى مما بخلت به صفر
اماوى ان المال امابذلته + فاوله شكر واخره ذكر
وقد علم الاقوام لو أن حاتماً + اراد ثراء المال كان له وفر

হে মাবি/মাওয়া ধন ঐশ্বর্য অস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। কিন্তু দান করে যে খ্যাতি লাভ হয় তা চিরস্থায়ী।

হে মাবি/মাওয়া আমি একদিন এমন এক উজাড় ভূমিতে গিয়ে পৌঁছবো যেখানে আমার কাছে পানিও থাকবে না। মদ ও থাকবে না।

তখন তুমি দেখতে পাবে আমি যা দান করেছি তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আর আমি কৃপনতার মাধ্যমে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলান, তাও আমার হাতে নেই।

হে মাবী/মাওয়া যে সম্পদ আমি দান করলাম, তার জন্য প্রথমে পাবো শোকর আর আখেরাতে আমার মৃত্যুর পর আমার সুনাম থাকবে স্থায়ী।

এ কথা তো সবাই জানে, হাত্তেম যদি সম্পদের প্রত্যাশী হতেন, তাহলে তা পরিপূর্ণ ভাবেই তার হাতে থাকত।(৯৫)

زهيربن أبى سلمى

যু.হায়র বিন আবী সূ.লমা (মৃঃ ৬০৯ খ্রীঃ)

পরিচিতি : নাম-যুহায়র, পিতা-আবু সূ.লমা, রাবী'আহ ইবনে রিয়াহ্, গোত্র-মুযায়নাহ।(৯৬) মুদ্বার গোত্রের একটি শাখার নাম হচ্ছে মুযায়নাহ। (৯৭) আর মুযায়নাহ ছিলেন কা'ব ইবনে রাবওয়ার বোন, 'আমর ইবনে 'উদ এর ''মা'' তিনি ছিলেন পিতার দিক থেকে যুহায়রের কোন এক দাদী। (৯৮)

তার পিতা আবু সূ.লমা রাবী'আহ বনূ সাহম ইবনে মুররাহ ইবনে 'আওফ সা'দ ইবনে যুবয়ান এর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। সে মহিলা ছিলেন বিখ্যাত কবি বাশামাহ ইবনুল ঘাদীর

Dhaka University Institutional Repository

(بشـــامة بـــن الـــغـديـــر) এর আপন বোন। উল্লেখ্য যে, আবু সূলমা অতি দ্রুত তার শশুর বংশের লোকদের সাথে মতবিরোধে চলে গেলেন; ফলে, তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে বনী 'আব্দিল্লাহ ইবনে গাত্বফানকে পরিত্যাগ করে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে চলে যান। (৯৯) আর এ বিরোধের কারণ ছিল তিনি সহ তার শশুর গোষ্ঠি বনূ ত্বাই গোত্রের উপর আক্রমণ করে অনেক গণীমতের মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু তারা আমাদের কবির পিতা রাবী'আহকে কোন কিছু দেননি। এতে তিনি মনঃক্ষুন্ন হন।(১০০) তবে পরে আবার তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল, তাই তিনি তাদের ওখানে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। ওখানেই যুহায়র ও অন্যান্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্যে অনেকে এ বিষয়ে সন্দিহান যে, তিনি কি গাত্বফান গোত্রের না কি মুয.য়িনাহ গোত্রের। আসলে মুযায়নাহ গোত্রের, আর লালিত-পালিত হয়েছেন গাত্বফান গোত্রে। (১০১) উল্লেখ্য যে, হ্বাস.ান যায়্যাত বাশামাহ ইবনুল গাদীরকে (بشـامة بـن الـغدير) কবির মামা না বলে কবির পিতার মামা বলেছেন। তিনি বলেন- (১০২) ولزم بشامة بن الغدير خال أبيه

এভাবে হ্বান্না আল ফাখরী বলেন- (১০৩)

هو بشامة الشاعر خال ربيعة والد زهير

কিন্তু আমরা 'ওমর ফররুখ ও শওক্বী দ্বাইফের বর্ণনায় জানতে পারি তিনি ছিলেন কবি যুহাইরের মামা।

জীবনের বর্ণনা : কবি যুহায়র আনুমানিক ৫২০ খ্রীঃ নাজদের হাজির নামক স্থানে (বর্তমানে রিয়াদের দক্ষিণভাগ) জন্ম গ্রহণ করেন। ওখানেই তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। শৈশব কালেই কবির পিতা মারা যান বিধায় তার মাতার বিবাহ হয় 'আওস ইবনে হ্বাজার (أوس بن حجر) এর সাথে। কবি 'আওস ইবনে হ্বাজার (أوس بن حجر) অধীনেই লালিত-পালিত হন। (১০৪) যুহায়র তার মামা বাশামাহর কাছ থেকে অনেক সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হন। ঐতিহাসিক ইবনে সাল্লাম বলেন, তিনি (তার মামা) ছিলেন অনেক সম্পত্তির মালিক; ফলে, তিনি জাহেলী যুগে উষ্ট্রের চোখ ফোড়া করে দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঐ যুগে একটা প্রচলন ছিল যে, যখন তারা ১০০০ উটের মালিক হয়ে যেত, তখন তারা উষ্ট্রের চক্ষু ফোড়া করে দিতেন। বাশামাহর কোন সন্তান না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি সম্পদ বন্টনের সময় যুহায়রকেও বিরাট এক অংশ দান করেন। বর্ণিত আছে যে, বাশামাহ যুহায়রকে ঐ বন্টনের সময় বললেন, আমি তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ দান করেছি। যুহায়র বললেন, তা কিভাবে বাশামাহ বললেন, আমি আমার কবিতা তোমাকে উপহার দিয়েছি। এছাড়া তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, এ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যুহায়রের উপরও

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব পড়ে। (১০৫)

যুহায়র প্রথমে ''লায়লাহ'' নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন তার উপনাম ছিল ''উম্মু আওফা'' তার পক্ষ থেকে কয়েক জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা কেহ বাঁচেনি সবাই শিশুকালে মারা যায়। এ জন্যেই সম্ভবতঃ কবি উম্মু আওফাকে অপছন্দ করেন এবং তাকে ত্বালাক্ব প্রদান করেন। অতঃপর কাবশাহ বিনতে 'আম্মার ইবনে সুহায়ম كبشة بنت عمّار بن سحيم তিনি ছিলেন বনি 'আব্দিল্লাহ ইবনে গাত্বফান গোত্রের এক মহিলা।

এ স্ত্রীর পক্ষ থেকে জন্ম গ্রহণ করেন দুই বিশিষ্ট কবি বুজাইর ও কা'ব (بجير و كعب)। বর্ণিত আছে যে, এ স্ত্রী কাবশাহ (كبشة) দেখতে তেমন ভাল ছিলেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন অপচয়কারী, অহঙ্কারী, তাই কবি শেষ জীবনে তাকেও অপছন্দ করেন এবং আবার উম্মে আওফাকে (أم أوفى) আনতে চান, কিন্তু উম্মে আওফা আসতে অস্বীকার করেন। (১০৬) কাবশার পক্ষ থেকে কবির আরেক সন্তান ছিল। তার নাম ছিল ''ছালিম'' সে শৈশবেই মারা যায়। কবি তার নামে শোক গাঁথা গেয়েছেন। (১০৭) যুহায়র প্রায় ৯০ বছর বেঁচে ছিলেন। অবশেষে তিনি রাসূল (দ:) এর নবুওয়াতের পূর্বে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। (১০৮)

কোন-কোন ঐতিহাসিক তাকে খ্রীষ্টান ছিলেন বলে দাবী করেন। কেননা তার কবিতায় তাওহীদ, পরকালের ঈমান ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়। (১০৯) মু'আল্লাক্বায় তার এ ধরণের একটি কবিতা হচ্ছে।

فلاتكتمن الله مافى نفوسكم+ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر + ليوم الحساب أويعجل فينتقم

(সুতরাং তোমরা তোমাদের অন্তরের কোন কিছু আল্লাহ পাক থেকে লুকিয়ে রেখনা। কেননা যাই অন্তরে গোপন রাখা হয়, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।)

(আল্লাহ তাআলা মানুষের 'আমলকে কিতাবে লিখে হিসাব দিবসের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা তাড়া-তাড়ী করে শাস্তি প্রদান করেন।) (১১০)

তার কাব্য প্রতিভা ছিল চমৎকার, জাহেলী যুগে তিনি জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তারা হচ্ছেন ইম্রাউল ক্বায়েস, যুহায়র. নাবিঘাহ, যুহায়র ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম, কেননা তিনি ছিলেন কবি পরিবারের মানুষ, তার পিতা ছিলেন কবি, তার মামাও ছিলেন কবি, তার দুই বোন সূলমা ও খানসা' দুই পুত্র বুজাইর ও কা'ব এবং গোত্র 'উক্ববাহ ইবনে কা'ব (عقبة بن كعب)। প্রপৌত্র 'আওয়াম ইবনে 'উকবাহ (عوام بن عقبة) ও কবি ছিলেন। (১১১)

Dhaka University Institutional Repository

তার কবিতা সাহিত্য জগতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে, কবি জারীরের মতে তিনি সবার উর্ধ্বে। হযরত 'ওমর (রা.) তাকে কবিদের কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। (১১২) কবি হুতাই'য়াহ ছিলেন যুহায়রের রাভী বা বর্ণনাকারী। তিনি তার কাব্যের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করতেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলতেন না। কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ তিনি পরিহার করে চলতেন। অশ্লীল কথা তার কবিতায় নেই বললেই চলে। কারো প্রশংসা করলেও তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না। যা বলতেন, সত্য বলতেন। তিনি নিন্দাসূচক কবিতা (هجاء) তেমন রচনা করেন নি। তার কবিতার কিছু-কিছু তত্তজ্ঞানের কথা প্রতিভাত হয়েছে। তার কিছু সংখ্যক কবিতা প্রবাদ বাক্যেও পরিণত হয়েছে। তিনি তার কবিতায় সুন্দর-সুন্দর উপমা পেশ করেছেন। একটি ক্বাসীদা রচনা করতে তার এক বছর সময় লাগত। বার বার কবিতাগুলোর মান উন্নয়নের চেষ্টা করতেন তিনি। এর ফলে তার কবিতা খুবই মার্জিত, মধুর ও সাবলীল হতো। (১১৩) তার কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল প্রধানত: প্রশংসা মূলক (مدح) প্রজ্ঞামূলক বানসীহাত মূলক (حكمة) অপারগতামূলক (اعتذار) 'ওমর ফররুখ বলেন, তিনি ছিলেন কবিতা যাছাই-বাছাইয়ের ব্যাপারে অন্যতম, ধারণা করা হয় যে, তিনি ক্বাছীদাহ রচনা করতেন ৪ মাসে, বাছাই করতেন ৪ মাসে তার সাথীবর্গের কাছে উপস্থাপন করতেন ৪ মাস এভাবে তার একটি ক্বাসীদা রচনায় এক বছর সময় লাগত। (১১৪)

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি ঘোড় দৌড়কে কেন্দ্র করে আবস ও যুবইয়ান গোত্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ বেধেছিল। আবস প্রধান ক্বায়েসের দাহিস নামে একটি ঘোড়া ছিল। ঘাবরা নামে একটি ঘোড়ী ছিল যুবইয়ান প্রধাণ হুযায়ফার। তারা এ দু'টোতে দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। দাহিস প্রথম হতে যাচ্ছিল। তখনই যুবইয়ানের এক ব্যক্তি সামনে এসে ওকে ভয় পাইয়ে দেয়। ফলে ঘাবরা এ সুযোগে আগে চলে যায়। ক্বায়স স্বাভাবিক কারণেই তার ঘোড়া প্রথম হয়েছে বলে পুরস্কার দাবী করে এ নিয়ে হারিস ইবনে জিনানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে আমাদের কবি যেহেতু শান্তি প্রিয় সেহেতু তিনি তাদের এ কাজের প্রশংসা করে কবিতা লেখেন। (১১৫) প্রণয় কবিতা (غزل) এ তার বিশেষ দখল ছিল। হান্না আল-ফাখুরী তার কবিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ১। প্রণয়মূলক বিভাগ (قسم غزلى) এ অংশে কবি আত্বলাল, বাস্তভিটা, সফরের বাহন এর বর্ণনা দেন। (১-১৫)

২। (ক) যারা সংশোধন করেছে তাদের প্রশংসা- (১৬-২৫)

(খ) উপদেশ, যুদ্ধের বর্ণনা, সতর্ককরণ- (২৬-৩৫)

(গ) হুছায়ন ইবনে দ্বামদ্বামের কাহিনী- (৩৬-৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) প্রজ্ঞাবানী, প্রবাদ (৪৮-৬৪) (১১৬)

তার কবিতার দীওয়ান বেশ কয়েকবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শারহুল আ'লাম আশ-শান্তামরী-১০৮৩ সালে একবার তা প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ সালে লন্ডনে ১৯০৫ সালে মিশরে ছাপানো হয়। ১৮৭০ সালে সর্ব প্রথম তার কবিতা ছাপানো হয়।

তার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিন্দমূলক (هجاء) গৌরবগাঁথা (فخر) বর্ণনামূলক (وصف) বিষয় ও পরিলক্ষিত হয়। (১১৭) তার প্রণয়মূলক কবিতা (غـــزل) এর উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো-(১১৮)

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم + بحومانة الدرّاج فالمتثلّم

ودارلها بالرّقمتين كانها + مراجيع وشم فى نواشر معصم

بهاالعين والأرام يمشين خِلفة + واطلاء ها ينهضن كل مجثم

وقفت بهامن بعد عشرين حِجّة + فلأياًعرفت الدار بعد توهّم

أثافى سفعًافى معَرّسِ مِرجل +ونوياًكجذم الحوض لم يتثلم

فلماعرفت الدار قلت لربعها + الاأنعم صباحا أيها الربع وأسلم

تبصر خليلى هل ترى من ظعائن + تحملن بالعليامن فوق جُرثم

علون بأنماط عتاق وكلّة + وّراد حواشيهامشاكهة الدم

ووركن فى السوبان يعلون متنة+ عليهن دلّ الناعم المتنعّم

بكرن بكورا واستحرن بسحرة + فهن لواد الرّسّ كاليد للفم

وفيهن ملهى للّلطيف ومنظرٌ+ وأنيق لعين الناظر المتوسّم

كأنّ فُتات العهن فى كُلّ منزل + نزلن به حَبّ الفنا لم يحطّم

فلما وردن الماء زرقا جِمامُه +وَضعن عصىّ الحاضر المتخيّم

جعلن القنان عن يّمين وحزنه + وكم بالقنان من مّحل ومُحرَم

ظهرن من السّوبان ثم جزعنه + على كل قينىٍّ قشيبٍ ومفأم

দাররাজ মুতাসাল্লাম নামক স্থানদ্বয়ের শক্ত ভূমিতে এটা কি উম্মে 'আওফা নাম্মী প্রেমিকার বাড়ীর চিহ্ন যা নীরব হয়ে আছে। অর্থাৎ এখানে আমার প্রেমিকা থাকাকালীন সময়ে খুবই মুখরিত ছিল, এখন তারা চলে যাওয়া একেবারে নীরব হয়ে আছে।

দুই দিকে বাগান বেষ্টিত প্রেয়সীর ঘরাখানা কি এখনও বিদ্যমান আছে এটাতো দেখছি হাতের কব্জীতে বারংবার অঙ্কিত উল্কীর ন্যায় সু-স্পষ্ট হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বন্য গাভী ও হরিণগুলো একটা আরেকটার পেছনে ছুটছে, আর তাদের বাচ্ছাগুলো দুগ্ধপানের উদ্দেশ্য নিজ-নিজ স্থান থেকে উঠতে শুরু করেছে আমি এখানে দীর্ঘ ২০ বছর পর এসে দাড়িয়েছে এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বাড়ীটির পরিচয় লাভ করেছি।

আমি চিনতে পারলাম তখনকার চেগচী চড়ানোর কালো পাথর (ঝিকি) গুলোর মাধ্যমে যা এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি। এবং প্রেয়সীর বাড়ীর পার্শ্ববর্তী নহর সমূহের মাধ্যমে যা আজও হাওযের উৎসস্থলের ন্যায় এখনও ধ্বংস হয়নি। (অর্থাৎ এসবই প্রমাণ করছে যে, এটি প্রেমিকার বাড়ী)

যখন আমি প্রেয়সীর বাড়ী চিনে ফেললাম তখন তার বাসস্থানকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমার প্রাতঃকাল সুখী ও নিরাপদ হউক।

বন্ধু! দেখতো ওদিকে কোন হাওদাহ চোখে পড়ে কি না, যেথায় উপবিষ্ট মহিলারা জুরছুম নামক পুকুরের উপরস্থ উচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছে। তারা তাদের হাওদাহর উপর মূল্যবান পশমী কাপড় ও রক্তিম লাল বর্ণের আচল বিশিষ্ট, গোলাবী বর্ণের পাতলা পর্দা ঢেলে দিয়েছিল। 'সূবান' উপত্যকার উচু ভূমিতে আরোহনকালে তারা উষ্টের নিতম্বের উপর আসন গেড়ে বসে অতিক্রম করছিল। তখন তাদের মধ্যে সুখী ও স্বচ্ছল লোকের অভিমান বিরাজ করছিল।

তাদের কেউ প্রভাত বেলা এবং কেউ শেষ রাতে বের হয়ে রাস্ নামক উপত্যকায় এমন সহজে পৌঁছেছে, যেমনভাবে আহার-কালে হাত মুখের দিকে খুবই সহজে পৌছে যায়। তাদের মধ্যে রয়েছে রিসিকের জন্য হাস্যরসের খোরাক এবং একজন প্রেয়সীর জন্য রয়েছে চমৎকার দৃশ্য।

অতঃপর তারা যখন স্বচ্ছ প্রচুর পানির কাছে পৌছল তখন তারা তাবুস্থাপনকারী মুকীমের ন্যায় লাঠি রাখল। তারা ক্বানান পর্বত ও তার শক্ত ভূমিকে তাদের ডানে রাখল। অথচ ক্বানান পাহাড়ে তাদের অনেক শত্রু ও মিত্র আছে। তারা সূবান উপত্যকা থেকে বের হয়ে পূনরায় তাকে আড়া-আড়ি ভাবে রেখে নতুন ও প্রশস্থ হাওদার উপর বসে অতিক্রম করল।

عنترة بن شداد

'আন্তারাহ ইবনে শাদ্দাদ (মৃঃ ৬১৫ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-'আন্তারাহ, পিতা-'আমর ইবনে শাদ্দাদ, দাদা-শাদ্দাদ (১১৯), মাতা-যুবায়বাহ, বংশ-পিতার দিক থেকে 'আরবী, মাতার দিক থেকে হাবশী, তার মাতা ছিলেন হাবশী ক্রীতদাসী। এ কারণেই তিনি ছিলেন কালো রঙের মানুষ। আর এ জন্যেই তার পিতা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

"বনী 'আবস." গোত্রের মানুষ বলতে দ্বিধাবোধ করতেন। (১২০)

জীবনের বর্ণনা : কবি দাসীর ছেলে হলেও তিনি তার যোগ্যতা ও প্রতিভার দ্বারা দাসত্বের শৃঙখল হতে মুক্ত হতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীরপুরুষ। বর্ণিত আছে যে, 'আরবদের কোন একদল লুণ্ঠনকারী এসে আবস. গোত্রে আক্রমণ চালিয়ে তাদের কয়েকটি উট ছিনিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, আবস.ীরা তার পিছু ধরল। 'আন্তারাহ ও ওখানে ছিলেন। এমতাবস্থায়) জবাবে 'আন্তারাহ তার كرّ ياعنترة তার পিতা (মুনীব) বললেন, হে 'আন্তারাহ! আক্রমণ চালাও (দাসত্বের কথা ব্যক্ত করে বললেন,

"" العبد لايحسن الكرّ، وانمايحسن الحلب والضّرّ"

অর্থাৎ একজন দাস তো সুন্দরভাবে আক্রমণ চালাতে পারেনা বা তার জন্য আক্রমণ শোভা পায় না, বরং তার জন্য শোভা পায় শুধুমাত্র দুধ দোহন করা আর অভাব অনটনে দিন যাপন করা।(১২১) বা দুধ দোহন ও উটের ওলান বাধা (১২২) পিতা বললেন, كرّوانت حرّ অর্থাৎ আক্রমণ চালাও আজ থেকে তুমি মুক্ত। অবশেষে 'আন্তারাহ আক্রমণ চালালেন এবং প্রাণ-পন লড়াই করে উট উদ্ধার করলেন ছিনতাইকারী দল পালিয়ে গেল। এ দিন থেকেই তার নাম প্রবাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (১২৩)

'আন্তারাহ বীর পুরুষ হিসেবে সারা 'আরবে খ্যাত হয়ে পড়েছিলেন, তার বিশেষত্ব ছিল (ক) ছিনতাইকারীর আক্রমণ প্রতিহত করা (খ) দাহ্মিস. ও গাবারা'র যুদ্ধে নেতৃত্ব। (গ) পারস্যে যী-ক্বার এ (يوم ذى قار) রাসূল (দ:) এর নবুওয়াতের বছর ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে, যে দিনে তার বীরত্বের কথা শুনে রাসূল (দ:) বলেছেন,

"هذا أول يوم أخذت فيه العرب من العجم بحق"

এটাই হলো প্রথম দিন যেদিন 'আরবরা তাদের হক্ব 'আজমদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। (ঘ) বনূ ত্বাঈ গোত্রের সাথে আবস গোত্রের সংঘর্ষে তার নেতৃত্ব।

তার বীরত্বের ব্যাপারে কেহ তাকে প্রশ্ন করেছিল আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বীর পুরুষ। জবাবে তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন-

"كنت أقدم اذ رأيت الاقدام عزما وأُحْجم اذا رأيت الاحجام حزْما ولا أدخل موضعا لا أرى لى منه مخرجا"

(অর্থাৎ আমি সাহসী ভূমিকা পলন করি, যেখানে সাহসের যথার্থতা নিশ্চিত হয় এবং বিরত থাকি, যেখানে বিরত থাকার যথার্থতা নিশ্চিত হয়, আর আমি এমন জায়গায় প্রবেশ করিনা যেখান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বের হওয়ার পথ না থাকে।)

অবশেষে বনূ ত্বা'ঈ যুদ্ধে তিনি ৬১৪ খ্রীঃ বা (১২৪) বা ৬১৫ খ্রীঃ (১২৫) নিহত হন। তাকে হত্যা করে আল-আস.াদুররাহীছু জাব্বার ইবনে 'আমর ত্বা'ঈ। (১২৬) (الأسدالرهيص جبّار بن عمرو الطائى)

কবি 'আনতারাহ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। তবে তিনি তার ছোটকাল থেকেই চাচাত বোন 'আবলাহ বিনতে মালিক কে (عبْلة بنت مالك) প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন। অবশেষে তিনি প্রেমিকার পাণি গ্রহণের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন কিন্তু তার চাচা ''মালিক'' একজন কালো-দাসের সাথে বিবাহ দিতে অস্বীকৃতী জ্ঞাপন করেন। এতে 'আন্তারাহ তার অন্তরে দারুনভাবে আঘাত পান। এদিকে 'আন্তারার শৌর্য-বীর্য দেখে তার পরিবার বর্গ তার সাথে চুক্তি করে যে, যদি তিনি কোন সংঘর্ষে বীরত্ব দেখাতে পারেন, তাহলে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে। কিন্তু পরে তার বীরত্ব বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রকাশ পেলেও তারা অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। (১২৭)

প্রকৃত পক্ষে 'আরবী عنترة শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো الشجاعة فى الحرب অর্থাৎ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন (১২৮) ফলে কবির নাম তার জীবনের সাথে দরুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান ছিলেন, কোন বেগানা মহিলার প্রতি তিনি চোখ তুলে তাকাতেন না। তিনি ফাহ্শেশাহ বা অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে চাইতেন। তার কবিতা থেকে এ বিষয়টি জানা যায় তিনি বলেন-

إنى امرؤسمح الخليقة ماجد + لااتبع النّفس اللجوجَ هواها
ماستمتُ أنثى نفسها فى موطنٍ + حتى أوفى مهرها مولا ها
وأغضُّ طرفى ان بدت لى جارتى + حتى يوارمى جارتى مأواها

আমি নম্র স্বভাবের একজন মর্যদাবান ব্যক্তি, উগ্র প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর অনুসরণ আমি করি না। আমি কোন জায়গায় কোন নারীর পিছু আমি ধরিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অভিভাবকের কাছে তার মোহর আদায় না করেছি। কোন প্রতিবেশিনী আমার সামনে পড়ে গেলে আমি আমার চক্ষুকে সংযত করে নীচের দিকে নামিয়ে ফেলি, যতক্ষণ না সে তার বাসস্থানে গোপন হয়।

এছাড়া কবি ছিলেন আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি নিম্নের কবিতা থেকে তা পরিস্কার হয়। তিনি বলেন-

ولقد ابيتُ على الطَّوى وأظلُّه + حتى أنال به كريم المأكل

অর্থাৎ আমি উপবাস অবস্থায় রাত্রি যাপন করি এবং এমতাবস্থায় সময় ক্ষেপণ করতে থাকি,

Dhaka University Institutional Repository

যতক্ষণ না আমি সম্মানিত বা উৎকৃষ্ট খাবার না পাই। (১২৯)

তার রচিত কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে (১) বীরত্ব গাঁথা (الحماسة) (২) (১৩০) গৌরব গাঁথা (فخر) (৩) বর্ণনা মূলক (১৩১) (الوصف) বিশেষত, তার কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রণয়মূলক (غزل) তার প্রণয়কাব্য হচ্ছে নিষ্কলুষ প্রেম (الغزل العفيف) তবে তার কিয়দংশ খুবই সুমিষ্ট এবং কিয়দংশ কঠিন ও রূঢ়। 'আন্তারাহ দাহ্নিস. ও গাবরার যুদ্ধ উপলক্ষে ক্বাছীদাহ রচনা করেন, যা মু'আল্লাক্বাহ বা সপ্ত ঝুলন্ত কবিতার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ কবিতায় তিনি তার প্রেমিকা 'আবলাহ এর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তার কাছে তিনি স্বীয় শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করেছেন। তার পিতা ও চাচার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, কেননা তারা 'আবলাহকে তার কাছে বিবাহ দিতে কৃপনতা করেছেন। (১৩২) হান্না আল-ফাখূরী তার মু'আল্লাক্বাহকে ২ প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। প্রণয় মূলক

(ক) বাস্তভিটায় অবস্থান ও প্রেমিকার স্মরণ। (১-১২)

(খ) 'আবলাহ নামক প্রেমিকার বিবরণ। (১৩-২১)

(গ) উষ্ট্রীর বিবরণ। (২২-৩৪)

২। গৌরব গাঁথা

(ক) চারিত্রিক মর্যাদার বর্ণনা, বদান্যতার বর্ণনা। (৩৫-৪১)

(খ) যুদ্ধের বর্ণনা, বীরত্বের বর্ণনা। (৪২-৭৯)

নিম্নে তার প্রণয়মূলক কবিতা (غزل)বিবরণ দেওয়া হলো। (১৩৩)

وتحلُّ عبلةُ بالجواء واهلُنا + بالحَزن فالصَّمان فالمتثلَّم

ولقد نزلتِ فلا تظنّى غيرَه + منّى بمنزلة المحبّ المُكرم

كيف المزار وقد تربّع أهلها +وسْط الديار تسفّ حب الخِمخم

فيهاالثنتان وأربعون حلوبةً + سوداً كخيافه الغُراب الأسحم

اذ تسبيك بذى غروب واضح + عذْبٍ مقبله لذيذ المطعم

كالروضة الغناء جاد نباتَها + غيثٌ كريم الودق ليس بمعلم

جادت عليها كل بكرٍحرَّةٍ + فتركن كل قرارة كالدّرهم

ان تسدلى دونى القناع فإننى + طب بأخذ الفارس المستلئِم

আমার প্রেয়সী 'আবলাহ জাওয়া, ছিমান, মুতাসাল্লিম নামক স্থানে আগমণ করে থাকে এবং আমাদেরকে চিন্তা, দুঃখ বেদনার দ্বারা অভিনন্দন জানায় (ভারাক্রান্ত করে দেয়)। নিশ্চয় তুমি

Dhaka University Institutional Repository

একজন মর্যাদাবান প্রেমিকের এলাকায় অবতরণ করেছ, তাই তাকে পর মনে কর না।

পরিদর্শন স্থল কেমন? (এখনও দেখা হয়নি) অথচ প্রেমিকার অধিবাসীরা 'উনায়য.াতাইন নামক স্থানে আসন নিয়েছে, আর আমরা আসন নিয়েছি গইলাম নামক স্থানে।

আমাকে আর কেউ ভয় দেখায়নি, ভয় দেখিয়েছে আমার প্রেমিকার বাহন, যে দরজার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে খিমখিমের দানা (উটের খাবার) খাচ্ছিল।

ওখানে রয়েছে ৪২টি কালো দুগ্ধবর্ত উষ্ট্রী, যারা কালো কাকের পালকের ভিতরের লোমের ন্যায় কালো।

যখন সে তার মুখের অগ্রভাগের স্বচ্ছ, পরিপক্ক এবং শীতল, সুমিষ্ট দাঁত দ্বারা তোমাকে বন্দী করবে, তাকে গৃহীত করেছে সুস্বাদু খাবার। (অর্থাৎ প্রেমিকার দন্তরাজির সৌন্দর্য দেখেই কবি তার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন, আর তার উত্তম খাবার মানে তার প্রাচুর্যতা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।)

যেমন এক প্রাচুর্যের বাগান যাতে প্রচুর বারিপাতের মাধ্যমে উদ্ভিদ রাজি উত্তমভাবে গজিয়েছে আর বৃষ্টি এমনভাবে হয়েছে যে, পথ-চিহ্ন হারিয়ে গেছে। ওখানে বারিপাত হয়েছে উত্তমভাবে, ফলে প্রত্যেক সরোবর পরিপূর্ণ হয়েছে, অতএব অনুর্বর ভূমি হওয়ার কোন কারণ নেই। (অর্থাৎ এসব প্রাচুর্যের কারণেই তার প্রেমে কবি আবদ্ধ হয়েছেন।) যদি তুমি আমার দিকে ঘোনটা দিয়ে থাক তবে শুনে নাও আমি এমন অভিজ্ঞ যে, বর্ম পরিহিত কোন অশ্বারোহীকে ধরতে

আমার কোন বেগ পেতে হয় না। অর্থাৎ প্রেমে সফল না হলেও আমি আমার বীরত্বে সফল অতএব আমি তোমার পরওয়া করিনা।

কবি 'আন্তারাহ এর ১৫০০ বাইতের এক দীওয়ান প্রথমবার বৈরুতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়, মদীনায় কয়েকবার ছাপা হয়।

তার মু'আল্লাক্বায় (৭৯ বাইতের) বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছাপা হয়, এর মধ্যে য.াওয.ানী তিবরীয.ী, 'আনবারীর ব্যাখ্যা অতি প্রসিদ্ধ। এগুলো বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছে। এটা অনুবাদ করা হয়েছে ল্যাটিন ও ফার্সী ভাষায়। (১৩৪)

'আন্তারাহ কবিতার আলোচনায় আমরা বুঝতে পারি জাহেলী যুগে শুধু নারীর ভোগের জন্য প্রণয় কবিতা বলা হতো না, বরং তাদের প্রণয়ে ভদ্রতা, নম্রতা, আত্মমর্যাদাবোধ নিরপরাধ প্রবণতাও ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

الأعشى ميمون بن قيس

আল আ'শা মায়মূন ইবনে ক্বায়েস (মৃঃ ৬২৯ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-মায়মূন (১৩৫), উপাধি-আল-'আ'শা, (الأعشى) ছান্নাজাতুল 'আরব (صناجة العرب) 'আ'শা বলার কারণ হলো, তিনি ছিলেন দূর্বল দৃষ্টির অধিকারী। আর (صنّاجة العرب) বলার কারণ হলো, তিনি তার কবিতা দ্বারা গান করতেন। এবং লোকজন তা শুনতে পছন্দ করত। (১৩৬)

উপনাম- আবু বাছীর (ابو بصير) কেননা তার দৃষ্টি দূর্বল ছিল, অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তির দূর্বলতার দরুণ যেভাবে أعشى বলা হতো সেভাবে ابو بصير ও বলা হতো।

পিতা-ক্বায়েস ইবনে জান্দাল ইবনে শারাহ্বীল ইবনে 'আওফ ইবনে সা'দ ইবনে দ্বুবাই'আহ ইবনে ক্বায়েস ইবনে সা'লাবাহ। (১৩৭) তাকে বলা হত ক্বাতীলুল জাও' (قتيل الجوع) কেননা তিনি একবার ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য কোন এক গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু গুহামুখে একটি পাথর পড়ে, আর বের হতে পারেননি এবং ওখানেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। (১৩৮)

বংশ-তিনি ছিলেণ বকর বংশের লোক, শাওক্বী দ্বাইফ বলেন-

ينتسب الأعشى الى قبيلة بكربن وائل الكبيرة التى كانت تمتد
فروعها وبطونها فى شرقى الجزيرة من وادى الفرات الى اليمامة

অর্থাৎ আ'শাকে বকর ইবনে ওয়া'ইল আল কাবীরাহ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাদের শাখা আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকে ইয়ামামাহর ফুরাত পর্যন্ত বিস্তার করেছিল। (১৩৯)

জন্ম- তিনি ইয়ামানার মানফূহ্বাহ নামক বস্তিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্ম সন হচ্ছে আনুমানিক ৫৩০ খ্রীঃ।

জীবনের বর্ণনা : শৈশব কাল থেকেই তিনি তার মামা মুসায়্যাব ইবনে 'আলাস (مسيّب بن عـلـس) এর রাভী তথা কবিতা আবৃত্তি কারক হিসেবে কাজ করেন এবং এভাবে কাব্য জগতে প্রবেশ করেন। (১৪০) অবশেষে কবিতার মধ্যে তার এমন দখল আসে যে, তার সম্পর্কে বলা হতো انه ما مدح أحداً فى الجاهلية الا رفعه ولا هجا أحداً الا وضعه

(জাহেলী যুগে তিনি যারই প্রশংসা করেছেন, তাকে অনেক মর্যাদাবান করে তুলেছেন। এবং তিনি যার-ই নিন্দা করেছেন তাকে অপদস্থ করে ছেড়েছেন।) (১৪১)

আ'শা সম্ভবত তার দৃষ্টি শক্তির দূর্বলতার কারণে তিনি কবিতাকে অর্থ উপার্জনের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে যাদের প্রশংসা করে অর্থ উপার্জণ করেছিলেন তাদের নাম

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে।

(ক) নাজদে 'আমির ইবনে তুফায়ল (عامرين الطفيل فى النجد)

(খ) য়ামনে সাল্লামাতু যা ফাহ্বিশিল হ্বিময়ারী ও আসওয়াদ 'আনাস.ী (নবুওয়াতের দাবীদার)

(سلامة ذافاحش الحميدى والأسود العنسى)

(গ) আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে হাওযাহ ইবনে আলী নাছরানী

(هوذة بن على النصرانى)

(ঘ) হিজাযে.র পূর্বাঞ্চলে শুরায়হু ইবনে স.ামওয়াল ইবনে আদিয়্যা আল-য়াহুদী (১৪২)

(شريح بن سموال بن عاديا اليهودى)

তিনি অবশ্য রাসূল (দ:) এর প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেছিলেন। এবং তা নিয়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য রওয়ানা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এমন সিদ্ধান্ত শুনে কুরায়শরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তাদের নেতা আবু সু.ফিয়ান বললেন-

واللّه لئن أتى محمدا أو اتبعته ليُضرّمنّ عليكم نيران العرب بشعره، فاجمعوا له مائة من الابل.

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ করে বলছি। যদি সে মুহাম্মদের কাছে যায়, তাহলে তার কবিতার দ্বারা 'আরবের শত্রুতার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলবে। তোমরা তার জন্য একশত উটের ব্যবস্থা কর। নেতার কথামত তারা তাকে একশত উট উপহার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ফিরিয়ে রাখল, তিনিও ফিরে গেলেন। ফেরার পথে য়ামামাহর কাছাকাছি স্থানে পথে তিনি তার বাহন উষ্ট্রী থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে দারুনভাবে আহত হন এবং ওখানেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। (১৪৩) তার মৃত্যুকালের সন ছিল ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ। (১৪৪)

রাসূলে কারীম (দ:) এর শানে রচিত তার কবিতার কিয়দংশ নিম্নে পেশ করা হলো। (১৪৫)

ألم تغتمض عيناك أرمدا+ وبت كمابات السليم مسهّدا

وماذاك من عشق النساء وانما + تناسيت قبل اليوم خلة مهددا

ولكن أرى الدهر الذى خائن + اذا صلحت كفاى عاد فأفسدا

شباب وشيب افتقاق وثروة + فلله هذا الدهر كيف ترددا

فآليت لاأرثى لهامن كلالة + ولامن وجى حتى تلاقى محمدا

متى ماتناخى عند باب ابن هاشيم +تُراحى وتلقى من فواصله ندىً

সারা রাত তোমি চোখ খোলে কাটিয়েছ কেন? চোখ উঠেছে কি'না দংশেছে সাপ! না, সে তো

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রণয় জালাতে নয়। কবে মুহদ্‌দোর প্রেম-কথা ভুলে বসেছি আমিত দেখেছি সময়ের অবিচার সুখ যত আসে দুঃখ আসে তত বেশী।

যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন
সময়ের ধারা আল্লাহর ইচ্ছায় ঘুরপাক খায়।
আল্লাহর কসম, উটনী যদি বা মরে
পায়ে হেঁটে যাবো মুহাম্মদ (দ:) এর তরে।
বনূ হাশিমের পুত্রের দরজায় গিয়ে বসবো
আর পান করবো তার বখশিশ সুধা
তবেই মোর জুড়াবো হৃদয়। (১৪৬)

অনেক কাব্য সমালোচক আ'শাকে জাহেলী যুগের কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে গণ্য করেছেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে মন্তব্য করেছেন। বেদুইন কবিতার অন্যান্য গুণ ছাড়াও তার কবিতার বর্ণনার লালিত। ভাষার গঠণ সৌকর্য ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা পাঠকের মন স্পর্শ করে। (১৪৭)

তবে কবিতায় কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, কোন সময় দেখা যায় তিনি উত্তমভাবে কবিতা রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন, আবার কোন সময় দেখা যায় তিনি তেমন ভাল পারেন নি। তার কবিতায় অনেক ফার্সী শব্দাবলী রয়েছে। তবে কবিতা পাঠ করলে দেখা যায় তিনি অনেকটা আবেগ প্রবণ। ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামী অনেক শব্দ তার কবিতায় রয়েছে। তার কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে হচ্ছে। প্রশংসা মূলক (المدح) মদ্য পানের বর্ণনা(الخمر) বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা (الوصف) এবং বিশেষত, তার কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রণয় মূলক (الغزل) ও নিন্দাসূচক কবিতা (هجاء) তার কবিতার বড় একটি দীওয়ান আছে বলে বর্ণনা করা হয়। তার কবিতার মু'আল্লাক্বাহ ৬৫ শ্লোক নিয়ে গঠিত। এর ছন্দ হলো বাহুরুল বাস.ীত্ব (بحر البسيط) ইহা প্রথমবার ছাপানো হয় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা জার্মানী, ফার্স.ী, (ইরাক্বী) ফরাসী (ফ্রান্সী) ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। (১৪৮)

তার মু'আল্লাক্বাহকে হান্না আল-ফাখূরী যেভাবে বিভক্ত করেছেন, তা হচ্ছে-

(১) প্রেমিকার সাথে ক্রীড়া-কৌতুকের বর্ণনা। (১-৩২)

(২) সফরের বর্ণনা। (৩৩-৪৪)

(৩) য়ায.ীদ ইবনে মুস.হির আশ-শায়বানী(যিনি কবির চাচাত ভাই) এর প্রতি ধমক, যার সাথে গৌরব গাঁথার বর্ণনাও রয়েছে। (৪৫-৬৫) (১৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয় কবিতার বেলায় তার বিশেষ অবস্থান ছিল। তার প্রণয় কবিতার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি তার স্ত্রীর প্রেমে ছিলেন সুযোগ সন্ধানী, তিনি তার প্রেমে জয়ী হয়েছিলেন। তার প্রেম ছিল বস্তুগত। তিনি তার প্রেমিকার ভালবাসায় অনেক সময় পাগল পারা হয়ে যেতেন। তার প্রেমিকার বিদায় কালে তিনি বলেন।

ودع هريرة ان الركب مرتحل + وهل تطيق وداعا أيها الرجل

হে পাগল আত্মা, তুমি হুরায়রাহাকে বিদায় দিয়ে দাও, কেননা আরোহীদল এখনই চলে যাবে। হে পুরুষ, বিদায়ের প্রাক্কালে কেউ কি সহ্য করতে পারে? তার প্রেমে জাহেলী যুগের অন্যান্য কবির প্রেমের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তার প্রণয়ে রয়েছে সুক্ষ অনুভূতি ও অস্বাদন, এর মধ্যে রয়েছে সভ্যতা তার মু'আল্লাক্বাহর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি তার প্রেমিকার সাথে প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেছেন, ওখানে রয়েছে তাশবীব বা প্রণয়ের বর্ণনা, কিন্তু জাহেলী অন্যান্য কবিদের রয়েছে বাস্তুভিটা ও বাড়ী সমূহ নিয়ে ক্রন্দন। তবে তিনি স্মৃতিচারণ করতে ভুলেন নি। তিনি কোন সময় তার প্রেমিকার চুলের বর্ণনা, কোন সময় তার কোমল ত্বকের বর্ণনা আবার কোন সময় তার চলারা বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দর ভাবে।

আবার কোন কোন সময় তিনি তার প্রেমিকার সাক্ষাতের বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি বলেন-

قالت هريرة لما جئت زائرها +ويلي عليك وويلي منك يارجل

(আমি হুরায়রাহর সাক্ষাতে আসলে সে আমাকে বলল, তোমার ধ্বংস হউক! হে ব্যক্তি তুমি আমার সর্বনাশ করেছ।) (১৫০) তার প্রণয় কবিতার বিশেষ উদাহরণ নিম্নে প্রকাশ করা হলো-(১৫১)

وَدِّع هريرةَ ان الركب مرتحلُ + وهل تطيق وداعا أيها الرجل
...غرّاء فرعاءُ مصقولُ عوارضُها + تمشى الهُوَيْنا كما يمشى الوجِى الوجِل
كأن مشيتها من بيت جارتها + مَرُّالسحابة، لاريث ولاعجل
تسمع للحَلى وسواسا اذا انصرفت + كما استعان بريحٍ عِشرقٌ زجِل
ليست كمن يكره الجيران طلْعتَها + ولاتراها لسرالجار تختتل
يكاد يصرعها، لولاتَشَدُّدُها + اذاًتقوم الي جاراتها ' الكسلُ
اذاً تقوم يضوع المسك أصورة + والزنبق الورد من أردانها شمل
ماروضةٌ من رياض الحَزن مُعْشبَةٌ +خضراء جاد عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ
يضاحك الشمسَ منها كوكب شرِقٌ + مؤزّرٌ بعميم النبت مكتهل

Dhaka University Institutional Repository

يوما بأطيب منها نشرُ رائحة+ ولا بأحسن منها اذ دنا الأصلُ

হে আত্মা! প্রেমিকা হুরায়রাহকে বিদায় দিয়ে ফেল, কেননা আরোহী দল চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর হে পুরুষ, বিদায়ের প্রাক্কালে কেউ কি ধৈর্য্য ধরতে সক্ষম হয়।

আমার প্রেয়সী সুপ্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট,সুউজ্জল চেহারার অধিকারিনী, তার রয়েছে ঘন-লম্বা চুল, চকচকে-ঝকঝকে দন্তরাজি। সে এমন মন্থর গতিতে হাঁটে দেখলে মনে হয়, কেউ পায়ের ব্যথা নিয়ে আস্তে-আস্তে হাটছে অথবা কর্দমাক্ত পথে কাদার কারণে সন্তর্পনে এক পা ফেলছে আবার আরেক পা উঠাচ্ছে।

তার প্রতিবেশিনীর ঘর থেকে বের হয়ে সে মেষমালার চলার ন্যায় চলে, যাতে দ্রুত-গতি নেই, আবার মন্থরগতিও নেই।

চলার সময় ওয়াস-ওয়াস আওয়াজ তার পায়ের অলঙ্কার ধ্বনিত হয় ঐ আওয়াজ শুনে মনে হয় "ইশরিক্ব" নামক উদ্ভিদের দানা বাতাসের সাহায্য ধ্বনিত হচ্ছে।

সে এমন নয় যে, তার চেহারা দেখে কেউ তাকে অপছন্দ করবে। আবার সে এমন ও নয় যে, সে প্রতিবেশীর গোপন বিষয়ে কান লাগিয়ে শুনবে। অর্থাৎ সে যেমন দেখতে ভাল, তেমনি ব্যবহারেও ভাল।

কিন্তু সে আবার এত বিলাস-প্রিয় যে, সে যখন তার প্রতিবেশীনির উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন মাটি আছড়ে পড়বে। তবে মজবুত হওয়ায় পড়ে না।

সে যখন দন্ডায়মান যে তখন তার মধ্য থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে এত ব্যতীত তার জামার অন্তীনে পদ্ম ফুল ও গোলাপ ফুল সর্বদা শোভা পায়।

তার এমন সুগন্ধি এবং ফুলের সৌন্দর্য্য এমন সজীব বাগানে ও পাওয়া যায় না যা উচু ভূমিতে থাকায় সবার মন কাড়ে এবং তাতে প্রবল বর্ষণ হওয়ায় সবুজ তৃণলতায় ভরে উঠে।

সেখানকার দীর্ঘ পরিসিক্ত, উজ্জল, তৃণরাজি সূর্যের সাথে হেসে উঠে।

কিন্তু তার পরেও কোনদিন আমার প্রেমিকার পক্ষ থেকে বিচ্ছুরিত সুগন্ধির চাইতে উত্তম হতে পারে না এবং আমার প্রেমিকার সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্যের চাইতে সুন্দর হতে পারে না। (১)

لبيد بن ربيعةؓ

লাবীদ ইবনে রাবীয়াহ (রা.) (মৃঃ ৬৬১ খ্রীঃ)

পরিচয় : নাম-লাবীদ, উপনাম-আবূ 'উক্বাইল (ابو عقيل), পিতা-রাবী'আহ (ربيعة),

Dhaka University Institutional Repository

মাতা-তামিরাহ বিনতে যুনবা' (تـامـرة بنـت زنبـاغ), দাদা-মালিক ইবনে জা'ফর ইবনে কিলাব, বংশ-'আমির/বনূ 'আমির। (১৫২) বংশগতভাবে তিনি ছিলেন উচ্চ বংশের অধিকারী। তার পিতা-চাচা সবাই ছিলেন সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ। পিতা রবী'আহ ছিলেন সু-বিখ্যাত দানশীল ব্যক্তি। এজন্য তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল রাবী'উল মুক্বতিরীন ربيع المقترين (দরিদ্র মানুষের বসন্তকাল) কিন্তু তিনি কোন এক যুদ্ধে নিহত হন। এরপর তিনি তার চাচাদের ছায়াতলে লালিত-পালিত হন। তার চাচা ছিলেন তুফায়ল আবূ 'আমির ও মু'আবিয়াহ। তুফায়ল ছিলে বিশিষ্ট অশ্বারোহী। অর্থাৎ অশ্বারোহনে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। 'আবূ বারা' ছিলেন সাহসী ও বীরযোদ্ধা। এজন্য তাকে উপাধি দেওয়া হতো মুলা'ইবুল 'আসিন্নাহ ملاعب الأسنة (তীর নিয়ে খেলা-ধুলাকারী)। অপরজন মু'আবিয়াহ ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। এজন্য তাকে উপাধি দেওয়া হয় মুয়াব্বিযুল হুকামা معوذ الحكماء (জ্ঞানীদের আশ্রয়কেন্দ্র) (১৫৩)

জন্ম : তিনি ৫৪০ থেকে ৫৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে থাকবেন।(১৫৪)

জীবনের বর্ণনা : কবি লাবীদ শৈশবকালে খুবই আরাম-আয়েশের জীবন লাভ করেন। কেননা তার পিতা ছিলেন খুবই ধনী মানুষ। কিছুদিন পর শৈশবেই তার পিতা মারা যাওয়ার পর তার চাচারা তাকে লালন-পালনের ভার নিলে তার স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যতায় কোন কমতি আসেনি। কিন্তু তার এ প্রাচুর্যতা বেশী দিন টিকেনি। কেননা বনূ 'আমির গোত্রের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি এসে গিয়েছিল। (১৫৫)

তার পিতা দানশীল হওয়ার কারণে তিনিও ছিলেন দানশীল অর্থাৎ দানশীলতার প্রভাব তার উপরও পড়েছিল। বর্ণিত আছে যে, তিনি নাকি জাহিলী যুগে ক্বসম করে বলেছিলেন, মেহমান ছাড়া কোন খাবার খাবেন না। ইসলামী যুগেও তার এ অভ্যাস বলবত ছিল। (১৫৬) আর এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, যেহেতু তার চাচারা বীর যোদ্ধা, অশ্বারোহনে পারদর্শী, জ্ঞানী ছিলেন সেহেতু তাদের প্রভাবও তার উপর পড়া স্বাভাবিক।

তার কাব্য প্রতিভা একটি ঘটনায় সারা 'আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা হচ্ছে কবির মাতুল গোত্র 'আব্স. এর নেতা রাবী' ইবনে যি.য়াদ (ربيع بن زياد) হীরাহর বাদশাহ নু'মান ইবনে মুনযির এর নিকট গিয়ে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কবির স্বগোত্র বনূ 'আমিরের নানারূপ দূর্ণাম রটনা করে। কবির চাচা 'আবু বারা'র নেতৃত্ব বনূ 'আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল নু'মান এর কাছে গেলে তিনি তাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। (১৫৭) আমাদের কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ তখন ওখানেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি চাচাকে বললেন তাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য, চাচা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, তুমি ছোট মানুষ তোমাকে এত বড় সুযোগ দেওয়া যায় না। অবশেষে অতিরিক্ত পীড়া-পীড়ির দরুণ তাকে সুযোগ দেওয়া হলো। তিনি বাদশাহর কাছে গিয়ে রাবী' এর বিরুদ্ধে একটি কুৎসামূলক কবিতা রচনা করলেন। যার প্রথম চরণ হলো- مهلا ابيت اللعن لاتأكل معه السخ। অর্থাৎ হে বাদশাহ, একটু থামুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করুন! আপনি তার সাথে আহার্য গ্রহণ করবেন না। তার এমন কবিতা শুনার সাথে-সাথে বাদশাহ রাবী' এর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলেন, তাকে তার দরবার থেকে বের করে দিলেন। আর 'আমির গোষ্ঠীকে সম্মান দান করলেন। এখান থেকেই তার কাব্য প্রতিভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। (১৫৮)

লাবীদ কবি হিসেবে চতুর্দিকে খ্যাত হওয়ার পর ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বনূ 'আমির গোত্র থেকে একদল প্রতিনিধি রাসূল (দ.) এর সাথে এসে সাক্ষাৎ করে, তাদের মধ্যে ছিলেন কবির চাচাত ভাই আমির ইবনে তুফায়ল এবং তার ভাই 'আরবাদ। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অবশ্য পরবর্তী বছর বনূ 'আমির গোত্র থেকে আরেকটি প্রতিনিধি দল রাসূল (দ:) এর সাক্ষাতে মদীনায় আসল, তাদের মধ্যে লাবীদও ছিলেন। এবার তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। লাবীদ ও ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে মদীনায় অবস্থান করতে থাকলেন। তবে লাবীদের ইসলাম প্রথম দিকে মজবুত ভাবে ছিলনা। বিধায় তাকে ''মু'আল্লাফাতুল কুলুব'' হিসেবে ধরা হতো। অতঃপর ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ওমর ইবনুল খাত্তাবের সময়ে তিনি কূফায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। তখনও তাকে মু'আল্লাফাতুল কুলুব হিসেবে ২০০০ দিরহাম বৎসরে দেওয়া হতো।

অবশেষে এ মহান ব্যক্তি ৬৬৫ থেকে ৬৬৯ এর মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন। (১৫৯) হান্না আল-ফাখূরীর মতে তিনি ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে শতাধিক বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (১৬০)

জাহেলী যুগে তার কবিতা এত উন্নত হয়েছিল যে, তা সপ্ত-ঝুলন্ত কবিতার মধ্যে স্থান পায়। ইসলামে যুগে আসার পর তার কাব্য বিচরণ আছে কি নেই? এ ব্যাপারে অনেকে মতবিরোধ করতে চান। তার রচিত কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল, বীরত্ব মূলক (حماسة), গৌরব গাঁথা (فخر) প্রশংসামূলক (مديح) শোক গাঁথা (رثاء) বর্ণনামূলক (وصف) (১৬১)

লাবীদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর বেশী-বেশী ক্বেয়ামত, জান্নাত, দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তিনি তার গোত্রকে এখন কবিতার বদলে ক্বোরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন। একবার 'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কূফার গভর্ণর মুগীরাহ ইবনে শু'বাকে (রা.) নির্দেশ দেন যে, তোমার শহরে যত কবি আছেন তারা ইসলামী যুগে এসে কি ধরণের কবিতা রচনা করেছে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আস। মুগীরাহ (রা.) নির্দেশ মত বিভিন্ন জনের লিখা নিয়ে লাবীদের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

আসলে, লাবীদ ভিতরে গিয়ে কাগজে সূরা বাক্বারাহ লিখে নিয়ে এসে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা ইসলামী যুগে আমাকে কবিতার বদলে এটিই দান করেছেন।" হযরত মুগীরাহ (রা.) 'ওমর (রা.) এর কাছে ইহা পৌঁছালে 'ওমর (রা.) খুশী হয়ে তার ভাতা ২০০০ দিরহামের উপরে আরও ৫০০ দিরহাম বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন। (১৬২) ইসলামী যুগে তিনি মাত্র একটি কবিতা বলেছেন বলে কেউ-কেউ ধারণা করেন, আর তা হচ্ছে-

الحمدللّٰه اذلم يأتنى بأجلى + حتى كسانى من الاسلام سربا لاً

(সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, তিনি আমাকে ইসলামের পোষাক পরিধান না করিয়ে মৃত্যু দেননি।) (১৬৩)

মোটকথা ইসলামী যুগে এসে কবিতা তেমন বলেন নি, আর যা বলেছেন, তা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তা একেবারে কম। প্রণয় কবিতা (الـغـــزل) এর ব্যাপারে আমরা তার মু'আল্লাক্বাহ পড়লে দেখতে পাই তিনি অনেক উর্ধে অবস্থান করেছেন। তার মু'আল্লাক্বাহর প্রথম কয়েক চরণে তা প্রতিভাত হয়েছে। তার দীওয়ান প্রথমবার ছাপানো হয় ১৮৮০ সালে এবং লন্ডনে জার্মানী ভাষায় অনুবাদ সহ প্রকাশ হয় ১৮৯১ সালে। তার কবিতার মু'আল্লাকাহ ৮৮ শ্লোকে "কামিল" ছন্দে বিবৃত হয়েছে। এর প্রথম ভাগে প্রেমিকার বাস্তুভিটা, উষ্ট্রী ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। (২) নিম্নে তার প্রণয়মূলক কবিতার উদাহরণ পেশ করা হলো-(১৬৪)

عفت الدّيار محلها فمقامها + بمِنى تأبّد غولها فرِجا مُها
فمدافع الريّان عرِّى رسمها + خَلَقا كما ضمن الوحى سلامها
دمن تجرم بعد عهد أنيسها + حججٌ، خلون ، حلالها و حرامها
رُزقت مرابيع النُّجوم وصابها+ودْقُ الرواعد جُودها فرِهامها
من كل سارية وغاد مُدجِن + وعشيَّة متجاوبٍ إرزامُها
فعلافروع الأ يهقان وأطفلت + بالجلهتين، ظباؤها ونَعامها
والعينُ ساكنة على أطلائها + عوذاً، تأجّل بالفضاء بَهامها
وجلاالسيول عن الطلول كأنها + زبر تُجدّ متونها أقلامها
أو رجع واشمة أسف نؤورها + كِففاًتعرّض فوقهن وبثامها
فوقفت أسألهاو كيف سؤالنا + صمّاخوالد مايُبِين كلامها
عَرِيَت، وكان بها الجميع فابكروا + منها وغودر نؤيها وثمامها

মিনায় অবস্থিত প্রেয়সীর স্থায়ী ও অস্থায়ী নিবাস সমূহের চিহ্নাবলী বিলীন প্রায় আজ। তদপার্শ্বে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত গাওল ও রিজাম স্থানদ্বয় জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

রায়্যান পাহাড়স্থ প্রেমিকার বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী পানির নালাগুলো আজও পাথরে খোদাই করা লিপিরাজির ন্যায় পরিস্ফুট হয়ে আছে।

এটা হচ্ছে, এমন বাসস্থানের চিহ্ন, যার বাসিন্দা চলে যাওয়ার পর অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হালাল মাস এবং হারাম মাস। (অর্থাৎ এতদিন পরও তার চিহ্ন মিটে যায়নি।)

এসকল নিদর্শনাবলীর উপর তারকারাজি প্রভাবিত বসন্তকালের প্রাথমিক বারিপাত হয়েছে। তাতে রয়েছে গর্জিত মেঘের মূষল ধারা ও ক্রমাগত হালকা বৃষ্টি।

সে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, নৈশ বাদল, সকালের আকাশ জুড়ে ঘন-ঘটা বাদল ও বজ্রধ্বনি সম্বলিত বৈকালিক মেঘমালা।

সে বৃষ্টির ফলে আরহাক্বান বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা উঁচু হয়ে গেছে। এবং উপত্যকার উভয় প্রান্তে হরিণ ও উটপাখি বাচ্চা জন্মাতে আরম্ভ করেছে।

অপর বন্য গাভীরা নিজ-নিজ বাচ্চাসহ সেখানে অবস্থান করছে এবং তাদের বাছুরগুলো খালি ময়দানে দলে-দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বন্যার পানি বিলুপ্ত প্রায় ধ্বংসাবশেষ গুলোকে এমন ভাবে পরিস্কার করে দিয়েছে, যেভাবে কলম গ্রন্থাবলীর বিলুপ্ত প্রায় লেখাকে নবায়ন করে দেয়।

প্রেয়সীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষগুলো, যা মাটি ও তৃণ-লতার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এর উপর দিয়ে ঢলের পর ঢল আর বন্যার পর বন্যা বয়ে যাওয়ার কারণে এমন ভাবে ফুটে উঠেছে যেমন ভাবে নীল রং বা প্রদীপের কালি দ্বারা নারীর বাহুর উপর বারংবার অংকন করা উলকি পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

আমি সেগুলোকে জিজ্ঞেস করার উদ্যেশে দাঁড়ালাম। তবে এ প্রশ্নে লাভই বা কি? কেননা ওগুলো তো নির্বাক নিস্তব্ধ, শ্রবণের যোগ্যতাহীন কতিপয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

প্রেমিকার সে বাস্তুভিটাগুলো আজ জনশুন্য হয়ে পড়েছে। অথচ এক সময়ে সবাই ছিল, এখান থেকে তারা প্রভাত বেলা মাত্র শুরু করেছে। আর রেখে গেছে শুধু মাত্র নহর-নালা আর কন্টকপূর্ণ গুল্মরাজি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি :

১। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ৭২।

৩। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।

৪। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৫। জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, (মিশর : মাত্বা'আতু হিলাল, ১৯২৪) পৃ. ১৪১।

৬। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।

৮। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

১০। হান্না আল-ফাখূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

১২। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭১; আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৩। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১০,

১৪। হান্না আল-ফাখূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৫। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১০।

১৬। হান্না আল-ফাখূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১০-১১১।

১৮। হান্না আল-ফাখূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

১৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১১।

২০। প্রাগুক্ত,পৃ. ১১০।

২১। জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২১-১২২।

২২। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৩। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২৪। আহ্মদ হ্বাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আবু তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ৫১।

২৫। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

২৬। আহুমদ হুাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

২৮। আহুমদ হুাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৪।

৩০। মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ আসসব'উল মু'অল্লাক্বাত, সম্পাদক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড), পৃ. ২৪৪ ও ২৪৬; আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৩১। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

৩২। খায়রুদ্দীন আয.-যি,রিকলী, আল'আলাম, (বয়রুত, লেবানন : ১৯৯৫) পঞ্চম খন্ড, পৃ. ৯৫।

৩৩। ড. উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

৩৪। খায়রুদ্দীন আয.যি.রিকলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৫। ড. 'উমর ফাররুখ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

৩৬। 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩৭। হুান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৩৮। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩৯। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৪০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭; ড. মু'আয.য.াম হুসায়ন, নুখবাতুন মিন কিতাবিল ইখতিয়াররায়ন, (বাংলাদেশ (ভারত) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮) পৃ. ১৫৯-১৬৪।

৪১। হুান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৪২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৩। আবূ তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন, পৃ. ৮৭।

৪৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত ২১৪।

৪৫। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৪-২১৫।

৪৭। প্রাগুক্ত, ২১৬।

৪৮। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৪৯। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৫০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

৫১। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৫২। ড. 'উমর ফারুরখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫।

৫৩। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৫৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৫৫। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫৬। হান্না-আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৫৭। আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৫৮। মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৫৯। মৌলানা মুমতাজ-উদ্দীন, হাল্লুল 'উক্বদাহ মিনাল মু'আল্লাক্বাহ, তাদেব, পৃ. ৬৩-৭৩।

৬০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

৬১। আহমদ হাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৬২। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৬৩। আহমদ হাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৬৪। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬; 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৬৭। হান্না আল ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৬৮। 'আহমদ হাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৬৯। হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৭০। আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৭১। ড. শুকরী ফয়ছল, তাত্বাওয়ারুল গায.লি বায়নাল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম, (বৈরুত, লেবানন : ১৯৮৬) পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৭৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৭৫। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৭৬। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৭৭। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৫।

৭৮। হান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৭৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৮০। হান্না আল ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৮১। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৮২। আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৭।

৮৩। হান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

৮৪। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৮৫। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৮৬। হাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

৮৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৮৯। হাস.ান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৯০। আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৯১। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

৯২। হাস.ান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৯৩। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৬০।

৯৪। আহমদ হাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

৯৫। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩।

৯৬। হান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

৯৭। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৯৮। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১০০। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

১০১। আহুমদ হ্বাস.ান যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১০২। হ্বান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১০৩। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১০৪। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

১০৫। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১০৬। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

১০৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১০৮। হ্বান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১০৯। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

১১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

১১১। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১১২। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।

১১৩। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

১১৪। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭; হ্বান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১১৫। হ্বান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।

১১৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১১৮। হযরত মৌলানা মুমতাজ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩৭।

১১৯। আহুমদ হ্বাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১২০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

১২১। আহুমদ হ্বাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১২২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

১২৩। আহুমদ হ্বাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১২৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১২৫। আহুমদ হুাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

১২৬। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

১২৮। আল-আব লুঈস মা'লূফ আল ঈসূয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।

১২৯। ড. হুাস.ান শায.লী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

১৩০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

১৩১। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

১৩২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

১৩৩। ড. হুাস.ান শায.লী ফারহুদ প্রমূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১৩৪। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৩৫। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

১৩৬। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।

১৩৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

১৩৮। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

১৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

১৩৯। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১৪০। আহুমদ হুাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৪১। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১৪২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

১৪৩। আহুমদ হুাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৪৪। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১৪৫। আহুমদ হুাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭-৫৮; আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৪৬। আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

১৪৭। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

১৪৮। হুান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

১৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

১৫০। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৫১। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭১।

১৫২। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

১৫৩। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১৫৪। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

১৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

১৫৬। ড. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৫৮। আহ্মদ হ্যাস.ান যাইয়াত প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৫৯। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

১৬০। হান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

১৬১। ড. 'উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

১৬২। ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, দ্বিতীয় খন্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৬৪। হযরত মৌলানা মুমতায উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয় কাব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার দুইটি ধারা উল্লেখ করা যেতে পারে, এর একটি হচ্ছে অশ্লীল, আর অপরটি হচ্ছে অশ্লীলতা বর্জিত, বেশী সংখ্যক কবি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তারা নারীর গুণাগুণ বর্ণনা করতে অতিরিক্ত করেছেন, নারীর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদীর বর্ণনাও অনেক বেশী করেছেন, এক কথায় নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট মনোমুগ্ধকর কোন বিষয়কে বর্ণনা দিতে তারা কম করেন নি। তারা নারীর দেহ সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে-ই বেশী আলোচনা করেছেন। কিন্তু নারীর আত্মাগত তথা চারিত্রিক দিক নিয়ে খুব কমই আলোচনা করেছেন। তাদের মতে আত্মার সৌন্দর্য ও দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমরা তাদেরকে দেখতে পাই, তারা তাদের প্রেমিকার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু এ ক্ষণিকের সময়কে উপস্থাপন করেছেন বিশাল আকারে। এ উপস্থাপনের প্রায় সবটুকুই হচ্ছে নারীর দেহ বা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে যারা বেশী পারদর্শীতা দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হলেন :

(১) ইম্রাউল ক্বায়েস (امرؤ القيس)

(২) আশা (الأعشي)

(৩) সাহীম আবদ ইবনুল হ্বাস হ্বাস (سحيم عبد بن الحسحاس)

(৪) ত্বরফাহ (طرفة)

(৫) মিনখাল (منخل)

(৬) 'আমর ইবনে কুলসুম (عمرو بن كلثوم)

জাহেলী যুগের প্রণয় কাব্যের অন্য ধারা হচ্ছে অশ্লীলতা বর্জিত ধারা।

এ ধারা যদিও জাহেলী যুগে বেশী উন্নতি লাভ করতে পারেনি, তবে এ الغزل العفيف বা পবিত্র প্রণয় কাজের উৎপত্তি হয়েছে জাহেলী যুগেই। যদিও কেউ-কেউ ধারণা করেন এর উৎপত্তি হয়েছে উমাইয়া যুগে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথা হচ্ছে, এর বীজ বপন হয়েছে জাহেলী যুগে। এ মতটাই গ্রহণ করেছেন মুসা সুলাইমান (موسي سليمان), আহমদ 'আব্দুস. স.াত্তার আল-জাওয়ারী ও শুকরী ফয়ছল

(أحمد عبد الستار الجواري وشكري فيصل)

Dhaka University Institutional Repository

ড. ইউসু.ফ হুস.ায়ন বাক্কারের ভাষায় (১)

ووجد الغزل العفيف في الجاهلية ،وان كان أقل كماً مما كان عليه عند عذريي الأمويين ، اذ ليس هو وليد العصر الأموي كما يذهب عدد من الدارسين المعاصرين من مثل موسي سليمان واحمد عبد الستار الجواري وشكري فيصل.ويمكن عدّه نواة واصلاً للاتجاهين العفيفين في العصرين الأموي العباسي.وليس ينكر انه ازدهر واستويٰ علي سوقه في العصر الأموي.

শুক্‌রী ফয়ছলের ভাষায় (২)

واكثر الخصائص التي عرفناها في الغزل الجاهلي تختفي وتضمحل في الغزل العذري،وأكثر خصائص العذري جديد لم يعرفه الجاهليون كلّهم أوأكثرهم .اننا نواجه مع هذه الحياة الأسلامية الجديدة لوناً من الغزل جديداً فيه ونصاعة ،وفيه عفة وطهارة ، فيهذا التحليق البعيد في افاق النفس الانسانية .ولقد كان العذريون لاشك أقدرَ علي أن يتعرفوا الي سرائر النفوس من اولئك الجاهليين أو من العمريين.

পবিত্র প্রণয় কাব্যে আরেকটি বিষয় যুক্ত করা যায়, তা হচ্ছে নির্দিষ্ট নারীর প্রেম। জাহেলী যুগে একদল কবি ছিলেন যারা নির্দিষ্ট নারীর, প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন-

১। আল-মুরাক্কাশ আল-'আকবার ও আস.মা'

(المرقش الأكبر والأسماء)

২। আল-মুরাক্কাশ আল-আছগার ও ফাতিমাহ

(المرقش الأصغر وفاطمة)

৩। মালিক ইবনে ছামছামাহ ও জুনূব (مالك بن صمصامة وجنوب)

৪। 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আজলান ও হিন্দ (عبدالله بن عجلان وهند)

৫। 'আমর ইবনে কা'ব ও 'আক্বীলাহ (عمرو بن وعقيلة)

৬। 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আলক্বামাহ ও হুবায়শাহ (عبدالله بن علقمة وحبيشة)

৭। 'উরওয়াহ ইবনে হুয.াম ও 'আফরা' (عروة بن حزام وعفراء)

৮। 'আন্তারাহ ও 'আব্‌লাহ (عنترة وعبلة)

এ সকল কবিদের এমন কিছু কাহিনী আছে যা উমায়্যাদের পবিত্র প্রণয় কাজের সাথে মিলে যায়। তবে এটাও অস্বীকার করার নয় যে, রাবী বা বর্ণনাকারীগণ তাদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন। এ সকল কবিগণ তাদের প্রেমিকাদের কোন ধরণের স্পর্শ ও চুম্বন করা ব্যতীতই দূরে অবস্থান করে কবিতা বলেছেন। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল।

(১) মুরাক্কাশ আল-আছগার তার ফাত্বিমাহ কে উদ্দেশ্য করে বলেন-

أفاطم لو أن النساء ببلدة+و انت بأخري لاتبعتك هائماً

(হে ফাত্বিমাহ যদি তুমি অবস্থান কর এক শহরে এবং অন্যান্য সকল নারী অবস্থান করে অন্য শহরে তবুও আমি তোমাকে উদভ্রান্ত হয়ে খোজে বেড়াব)

(২) 'উরওয়াহ ইবনে যু.বায়র তার 'আফরা' সম্পর্কে বলেন-

وانّي لتعروني لذكراك روعة +لها بين جلدي والعظام دبيب

لئن كان برد الماء أبيض صافيا+الي حبيبا انها لحبيب

(আমি এমন অবস্থায় আছি যে, তোমার স্মৃতির স্মরণে আমার অস্থি ও ত্বকের মধ্যে বিরাজমান ভয় আমাকে খালি করে ফেলেছে।

যদি স্বচ্ছ, শুভ্র ও ঠান্ডা পানি আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে সেও আমার প্রিয় হবে।)

(৩) এভাবে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আলক্বামাহ তার হুবায়শাহর ব্যাপারে বলেন-

فان يقتلوني يا حبيش فلم يدع+هواك لهم مني سويٰ غلّة الصدر

(যদি তারা আমাকে হত্যা করে বসে, তবুও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা শেষ করতে পারবে না, তারা শুধু তাদের অন্তরের হত্যা-পিপাসা নিবারিত করবে।

তুমি এমন যে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থি-মজ্জা তুমি ধ্বংস করে দিচ্ছ, তাছাড়া তুমি আমার বক্ষের উপর অশ্রুজল বহিয়ে দিয়েছ।)

উপরোক্ত বিশেষ আলোচনার পর আমরা 'আরবী প্রণয় কবিতার বৈশিষ্টকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করতে পারি

১। অর্থগত বৈশিষ্ট (الخصائص المعنوية)

২। শব্দগত বৈশিষ্ট (الخصائص اللفظية)

১। অর্থগত বৈশিষ্ট (الخصائص المعنوية)

এ বিভাগে যে কয়েকটি অংশ থাকতে পারে তা হচ্ছে:

(ক) স্থান (المكان) (খ) কাল (الزمان)

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আবেগ (العاطفة) (ঘ) উপভোগ (اللّذة) (ঙ) সততা (الصدق) (চ) গভীর অনুভূতি ও উপস্থিত বাকশক্তি (الإرهاف والحساسية) (ছ) দুঃসাহসিকতা (الجرأة) (জ) স্পষ্টতা (الوضوح)।

(ক) স্থান (المكان)

'আরব কবিগণ তাদের দুঃখ কোন কারণে ভেঙ্গে পড়া, সফরের ক্লান্তি দূর করতে যেয়ে প্রণয় কবিতার আশ্রয় নিতেন। 'আরবদের কাছে প্রণয় কবিতা হচ্ছে একটা তাবুর ন্যায়, যাতে তারা ভালবাসার যন্ত্রণা, জীবনের কঠোরতা এবং মরুভূমির উষ্ণতা থেকে মুক্তির জন্য আশ্রয় নিতেন। একজন 'আরব কবি দুইভাবে কষ্ট পেয়ে থাকেন, এর একটি হচ্ছে স্থান আর অপরটি হচ্ছে কাল। স্থানের ক্ষেত্রে তার অনুভূতি হচ্ছে একজন মুহাজিরের ন্যায় এবং কালের ক্ষেত্রে অনুভূতি হচ্ছে মৃত্যুর দিকে ধাবমান কালের ন্যায়।

জাহেলী যুগের 'আরব কবিদের যে সকল প্রণয়মূলক কবিতা আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাতে আরব কবিদের গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, 'আরবদের মরু-জীবনের কষ্ট, ক্লেশ, কঠোরতা ও তাদের এসকল কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে। এ সকল কবিতা 'আরবদের ভালবাসা, আরাম-আয়েশ, স্বাধীনতা, আনন্দ ও শান্তির জন্য পিপাসার্ত আত্মার মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করে। এটা হচ্ছে তাদের জীবনের সীমাহীন সফলতার দীর্ঘ প্রতিবিম্ব। নিশ্চয় 'আরবদের এ সকল কবিতা হচ্ছে সফল ব্যক্তিদের জন্য দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের বর্ণনা। এ বর্ণনা হচ্ছে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী ও উন্মুক্ত স্বপ্ন। এ বর্ণনা হচ্ছে স্থায়ী যাযাবর জীবনের বর্ণনা, যা স্থান ও কালের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং স্থান হচ্ছে এমন, যা কবি মানসকে ধ্বংস করে দেয়, তার প্রেমিকাকে দূরে সরিয়ে দেয়। তার স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্খাকে নির্মূল করে দেয়। ফলে কালের গতিতে কোন এক সময় তিনি হিজরত করতে বাধ্য হন। উত্তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে বিচরণ করার সময় তার পা পুড়ে যায়, তবুও তিনি পানি ও ঘাস খুজতে থাকেন। জুলুম, নির্যাতন, কঠোরতা দূরীকরণের জন্য তিনি প্রচেষ্টায় রত হন।

একজন প্রাচীন 'আরবী কবির স্বপ্নই হচ্ছে একজন প্রাচীন অশ্বারোহীর স্বপ্ন। জাহেলী কঠিন জীবনের অবিরাম অতিক্রমে তার অশ্বারোহন সু-স্পষ্ট হয়ে উঠে তার প্রেম ও স্বাধীনতার বেলায়। নিশ্চয় একজন 'আরব কবি তার অশ্বারোহণকে তার সকল প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগিয়ে থাকেন। তিনি মরুভূমি ও মরুভূমির বিভিন্ন অবস্থার রীতি-নীতির উপর সর্বদা বিদ্রোহী হয়ে থাকেন।

প্রাচীন 'আরব কবি মরুভূমির বাস্তভিটার ও তার প্রাণী সমূহের ব্যাপারে আলোচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। তিনি জড়বস্তু সম্পর্কেও আলোচনা করে তাকে কথা বলায়ে লেন। তার কথার দ্বারা তাতে জীবন সঞ্চার হয়। তার মাধ্যমে এতে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। স্পন্দনহীন প্রত্যেক মৃত জিনিস জীবনের দিকে ধাবিত হয়। কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস. সফরের ক্রান্তিলগ্নে প্রেমিকার বাস্তুভিটার উপর অবস্থান নিয়ে যে কবিতাগুলো বলেছিলেন তা উপরোক্ত বর্ণনার প্রমাণ। তার বর্ণনা অনুযায়ী 'আরব মানুষ ২টি আগুনে বিগলিত হয়। এর একটি হচ্ছে গোপনীয় যা প্রেমিকার বাস্তুভিটার ভস্মের নীচে প্রজ্বলিত হয়, অপরটি হচ্ছে প্রকাশ্য যা কালের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে কালের সীমানা নির্দেশ করে। এ আগুন তাদের চলমান সফরে (যাযাবর জীবনে) সঙ্গী হয়।

এটা হচ্ছে চলমান কালের দুঃখের সফর, কেননা তিনি প্রেমিকার ধ্বংসাবশেষকে বড় শাস্তির বা বড় দুঃখের ষ্টেশন হিসেবে চিত্রায়ন করেন। প্রেমিকার বাস্তুভিটার এ সকল বড়-বড় ষ্টেশনই হচ্ছে কবির ব্যথাকে পাতলাকারী, যা তার স্মৃতিমূলক হিজরতের মাধ্যমে কার্যকর হয়ে থাকে, যা কবিকে ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা দেয়, তাকে তার কাজের পাগলামী থেকে সরিয়ে রাখে। কেননা শৈল্পিক চিত্র-ই মানুষকে এ বিষয়টাই বুঝায় যে, বাতাস থেকে বাতাসে লাফ দেওয়া যায় না। অতএব কবির ব্যথাকে হলকাকারী বস্তুর বৃহদ চিত্র ও তার মূল বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। অনুসরণকারী ও অনুসৃতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর উভয়টি সমান হতে পারেনা কেননা একজন কবির কল্পনার স্বভাবজাত ক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষের অর্জিত ক্ষমতা দুইটাই আলাদাভাবে রূপান্তরিত হয়। এ বিষয়টাই ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কবিতায় প্রতিভাত হয়ে থাকে।

কবি বলেন-

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل+بسقط اللويٰ بين الدخول فحومل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها+لما نسجتها من جنوب وشمأل
كأني غداة البين يوم تحملوا+لديٰ سمرات الحي ناقف حنظل
وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم+يقولون لاتهلك أسي وتجمل
وان شفائي عبرقة مهراقة +فهل عند رسم دارس من معول
كدأبك من أم الحويرث قبلها +وجارتها أ الرباب بمأسل
ففاضت دموع العين مني صبابة +علي النحر حتي بلّ دمعي محملي

এখানে ইম্রাউ ক্বায়েস. প্রেমিকার পরিত্যক্ত ভূমির উপর ক্রন্দন করেছেন, তার এ ক্রন্দন হচ্ছে মরুভূমির কঠোরতা থেকে স্বপ্ন ও স্মৃতিরচারণের প্রতি স্থানান্তর। তার এ অবস্থান হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিকতার জগতের দিকে স্থানান্তর । এটা হচ্ছে, তার পৃথক ও মুক্ত হওয়ার মুহূর্ত; এটা হচ্ছে,

Dhaka University Institutional Repository

তার নব জন্মের মুহূর্ত। কবির বর্ণনা ধারায় বুঝা যায়, এ স্থান এক সময় লোকে লোকারণ্য ছিল এবং সবুজ শ্যামল ফুলে ফলে ভরপুর ছিল। এ স্থান থেকে প্রিয়জনের প্রস্থান কোন স্থানের আওতায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানের পার্থক্য সৃষ্টি করে।

তখন ঐ বিরানভূমি ঐতিহাসিক প্রতীকে পরিণত হয়, যে প্রতীক প্রফুল্লতা এবং আশা আকাঙ্খাকে নির্দেশ করে।

প্রাচীন 'আরব মানুষ মরুভূমির দ্বারা মরুভূমির উপর বিজয়ী হয়ে থাকেন। তারা মরুভূমির পরিত্যক্ত ভূমির উপর ও তার গিরিপথের উপর ক্রন্দনের দ্বারা মরুভূমির কঠোরতার উপর বিজয়ী হয়ে থাকেন। তারা মরুভূমির হিংসা ও ঘৃণার উপর প্রেমিকার ভালবাসার দ্বারা এবং তার জন্য বিলীন হওয়ার দ্বারা বিজয়ী হয়ে থাকেন। তিনি মরুভূমির অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে কবিতার দ্বারা এবং কল্পনার ছায়া দ্বারা নির্বাপিত করেন। অতএব প্রেয়সীর পরিত্যক্ত ভূমির উপর কান্না করাটা হচ্ছে বাস্তুভিটার উপর সংঘটিত কবির প্রেম রোগের চিকিৎসা, কেননা কবি অনুভব করেন যে, তিনি তার অন্তরের গভীরে অংকিত বাস্তুভিটা ও সুপ্রশস্ত মরুভূমির মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থঅয় পড়ে থাক প্রিয়জনের বাস্তুভিটার প্রেমে আবদ্ধ প্রিয়জনের বিরান ভূমির উপর অবস্থানের মুহূর্তে তার মনের মধ্যে অংকিত প্রেয়সীর স্মৃতির দৃশ্য এবং এ বর্তমান দৃশ্য এক হয়ে যায়। আর এটাই কবির রচিত কবিতার মধ্যে উদ্ভূদ কল্পনা এং অন্যান্য কবিদের রচিত কবিতার কল্পনার মধ্যে বৈপরিত্য আনয়ন করে। এ বিষয়টা তার কাছে পরিস্কার হবে যিনি যথাক্রমে কবির দর্শন অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আবেগ কাব্যিক চিত্র নিয়ে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকাবেন।

নিশ্চয় কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. তার মনের রোগের ঔষধ হিসেবে কান্না ছাড়া আর কিছু উত্তম আছে বলে জানেন না। কান্না হচ্ছে তার স্মৃতি চারণের উপর স্থানগত একটি অনুশীলন। নিশ্চয়ই স্থানগত ভাবে কবির এ অনুশীলন তার জীবন্ত স্মৃতিকে একেবারে সামনে এনে দেয়। এটা হচ্ছে যেন, আবর্জানার স্তুপে গজানো তৃন রাজির উপর বারিপাত যা তার সজীবতাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। দাখূল (دخول) ও হাওমাল (حومل) নামক স্থানে অবস্থিত প্রেমিকার বাস্তুভিটার দৃশ্য কবির কাছে তার পুরানো স্মৃতিকে সুস্পষ্ট আকারে সামনে দেয়। জাহেলী যুগের 'আবর কবির কাছে স্থানগত অনুশীলন ই হচ্ছে, কালের বড় আরামের বা শান্তির দিকে পৌছে যাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ। যখন তার কাছে

সুন্দর-সুন্দর স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নের নগরী বাস্তবায়িত হয়, যে স্মৃতি রাজির মধ্যে মানবতার সফলতা জড়িত। এর দ্বারা সৌভাগ্য মর জীবন্ত ইতিহাস সৃষ্টি হয়। স্থানগত এসব স্মৃতি-ই

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে আধ্যাত্মিক কবির আশ্রয়স্থল। স্থানগত পুরানো বাস্তুভিটার উপর অনুশীলন হচ্ছে, তার জীর্ণতা ও পুরাতনের উপর বিজয়ী হওয়ার অনুশীলন কেননা মানব জাতীর সাধারণ কর্ম তৎপরতার ইতিহাসে এটা হচ্ছে অবশিষ্ট উজ্জ্বলতা। এটাই বিগত জাতির মুহূর্তগুলোকে কিয়দংশ দ্বারা কিংদংশকে নিবন্ধিত করে। এটাই অতীতকে বর্তমানে পরিণত করে। নিশ্চিহ্ন প্রায় এ সকল বসতবাড়ীকে স্থানগতভাবে মনে করিয়ে দেয়ার মত কিছু চিহ্নাবলী রয়েছে যা বিভিন্ন স্মৃতি রাজির উপর দালালাত করে।

নিশ্চয় বালুর টিলা তুজিহু (توضح) মিক্বরাত (مقراة) স্থানগতভাবে এ সকল অর্থের প্রতিই দালালাত করে। দাখূল (دخول) ও হ্বাওমাল (حومل) এর মাঝে অবস্থিত বালুর টিলা হচ্ছে এমন একটি প্রতীক যার প্রতি পরিশ্রান্ত ও দূর্বল ব্যক্তিদের হৃদয় আসক্ত হয় এবং বিপদগ্রস্থ, হতবুদ্দি প্রেমিকদের চোখ নিবিষ্ট হয়। এর প্রতিই মজলুমরা তাদের জুলুমের অভিযোগ করে থাকে। এখানে অবস্থান করেই তারা তাদের অন্তরে উকি দেওয়া বিষয়কে উপস্থাপন করে থাকেন। এর মাধ্যমেই তারা প্রশান্তি লাভ করেন। এর মাধ্যমেই হৃদয়কে ঠান্ডা ও প্রশান্ত করে তোলেন। শিরা-উপশিরাকে চরমভাবে পুলকিত করে তোলেন, জাহেলী জীবনের মরুভূমির কঠোরতাকে দূর করেন। প্রাচীন 'আরব কবির কাছে স্থান হচ্ছে, মনের জীবনের দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া অংশটুকুর উপর ক্রন্দনের স্থান। এ ক্রন্দন হচ্ছে, কবির নিজ মনের হতাশার ক্রন্দন। এমনিভাবে স্থান হচ্ছে প্রাচীন 'আরব কবির কাছে কাছে আশা-আকাঙ্খার প্রতি আহবান করার জায়গা, এভাবে যে, কোন মানুষ যেন কবির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর তার দিকে উৎসুক হয় এবং তার সাথে যারা আছে তাদের দিকেও উৎসুক হয়। কেননা তারাও তার সাথে সফররত, তার বিষয় ও তাদের বিষয় এক। তাদের সকল বিষয় যেন বাস্তব জগতে পরিদৃশ্যমান। এখানে কবির গভীর চিন্তা হচ্ছে, এ স্থানের দৃশ্য থেকে কালের গতি চলছে মৃত্যুর দিকে। আর কোন কিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পর তার মধ্যে কোন স্বাদ নেই।

কবির কথা قفانبك (থাম, তোমরা কেঁদে নেই প্রিয়ার স্মরণে) এর স্থান থেকে 'আরব অনুভূতি মরুভূমির বালুকা রাশিকে বেষ্টন করার এবং জাহেলী যুগের দেবতাগুলোকে বেষ্টিত করে রাখার প্রতি ধাবিত করে। এখান থেকেই 'আরব কবির মনে পরিস্কার হয়ে উঠে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মধ্যকার পার্থক্য, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে পার্থক্য, জীবও জড়ের মধ্যে পার্থক্য। তিনি 'আরব মানুষকে সীমাবদ্ধ করে আরব মরুভূমির বাহিরে নিক্ষেপ করেন। নিশ্চয় কবির কথা قفانبك এ শব্দের স্থানকে ইঙ্গিতকে করেই কবি মরুভূমির নগরী থেকে স্বপ্নের নগরীর দিকে 'আরবদের এমন হিজরত করা হচ্ছে, বিচ্ছেদ হতে মিলনের দিকে হিজরত , কষ্ট-ক্লান্তি হতে

Dhaka University Institutional Repository

আরামের দিকে হিজরত, দূর্ভাগ্য হতে সফলতার দিকে হিজরত। এর ফলে তাদের সফরের বিরতি কেন্দ্র বৃদ্ধি পেয়েছে এমনকি তার সংখ্যা 'আরবদের বিশিষ্ট কবিদের সংখ্যার ন্যায় রূপ নিয়েছে। প্রাচীন 'আরবের হিজরতের জন্য বড়-বড় বিরতি কেন্দ্রগুলো কবি ও তার গোত্রের মধ্যকার সধারণ চুক্তি, স্বপ্ন ও বাস্তবতার চুক্তি, আনন্দ ও ক্রন্দনের চুক্তিকে বাস্তবায়িত করে। সফরের মধ্যে কবির নির্মলতা ও স্বচ্ছতা মরুভূমির বিস্তৃতি ও স্বপ্নের আধিক্যের মধ্যে সমতা বিধান করে এবং সমতা বিধান করে মরুভূমির প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ও সবুজ-শ্যামল মরুভূমির মধ্যে। এ সমতা বিধানই কবি-মানসে নতুনত্ব সৃষ্টি করে। নিশ্চয় স্থানগত বিষয় হচ্ছে কবির কাছে এমন গোপনীয় বিষয় যা সহজে বুঝে আসেনা। বিশ্লেষণ করে বুঝতে হয়।

স্থানের বিশ্লেষণ করার জন্যই কবি কোন-কোন সময় অস্থির হয়ে নিশ্চিহ্ন প্রায় বসতবাড়ীর নিকট অবস্থান নেন। তিনি স্বপ্নের জগতে চলে না এবং এ জগৎ থেকে উদ্ধারের কোন কর্মপন্থা বা ভাষা খোজে পান না, কেননা স্থান তো কথা বলতে জানে না। এদিকে কবি শুধু স্বপ্ন দেখার জন্য এখানে অবস্থান নেন নি, বরং তিনি মরুভূমির লোকালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য সামান্য বিশ্রাম নিতে এখানে অবস্থান নিয়েছেন।

কবি বনূ-আসাদ গোত্রের উপর আক্রমণের মুহূর্তে বলেন,

يادار سُلمي دارساً نؤيها+بالرّمل فالخبثين من عاقل

صمّ صداها وعفا رسمها+واستعجمت عن منطق السائل

(হে সু.লমার বাড়ী যার পার্শ্ববর্তী নালাগুলো নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে বালু ভর্তি হয়ে গেছে এবং পাহাড়ী ছাগলের বিষ্টাতে পূর্ণ হয়ে গেছে। এর শোরগোল আজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং চিহ্ন মিটে গেছে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ হতে চাচ্ছে)

এখানে যে স্থানের কথা বলা হচ্ছে তা সু.লমা নামক প্রেমিকার বর্তমান বাড়ী নয়, এটা হচ্ছে নিশ্চিহ্ন প্রায় পুরাতন বসতবাড়ী। এর কোন আওয়াজ নেই। এটা বর্তমানে বন্য পশুদের বিচরণ ভূমি। এটি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কবিতার স্থান হচ্ছে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের কেন্দ্র তুমি। এখানেই কবি সান্নিধ্য লাভ করেন এবং পরিচয় লাভ করেন। এটাই হচ্ছে কবির স্বত্বাগত শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থল। এ স্থানেই এবং এর আবাসস্থলেই কবি তার ভুলে যাওয়া ঐতিহাসিক স্মৃতি রোমন্থন করেন, তার মনের কথা বর্ণনা করেন। এভাবেই প্রণয় কবিতার মাধ্যমে কবি তার আধ্যাত্মিকার জগতে চলে যান এবং তার মনের গভীরে সঞ্চারিত সাহিত্য সমুজ্জল ভাষায় উন্মুক্ত করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

'আরব কবির স্বত্তা মরুভূমির সময়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং বাস্তুভিটার মধ্যে স্থানগতভাবে একত্রিয় হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মরু ভূমিতে চলার সময় সৃষ্ট কবি মনের দূর্বলতা, কষ্ট এবং মনের মণিকোটায় উঁকি দেওয়া স্বপ্ন, কেননা সংকীর্ণতা ও বিস্তৃতি হচ্ছে মূলতঃ আত্মিক, বস্তুগত নয়।

নিশ্চয় কোন স্থানের উপর কবির মিনতি হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক মিনতি, যেথায় কবি তার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেন। কবির বর্ণিত সি.ক্বত্বিল লিওয়া (سقط اللوى) তুজিহু (توضح) মিক্বরাত (مقراة) দারুস্.লমা (دار سلمي) মা'স.াল (مأسل) দারাতু জুলজুল (دارة جلجل) দারু উম্মির রাবাব (دار أم الرباب) আসমাদ (الأثمد) বাত্বনু ক্বাউরিন (بطن قوّ) 'আর-'আর (عرعر) ইত্যাদি স্থানগুলো হচ্ছে প্রেমিকার আধ্যাত্মিক স্থান, যার প্রতি কবির মন আসক্ত হয়। এখানে অতীত স্মৃতিকে কবি বর্তমানে পরিণত করেছেন তার একান্ত আলোচনার মাধ্যমে। কবি বলেন

كأني غداة البين يوم تحملوا+لدي سمرات ناقف حنظل

(বিরহের প্রভাতে তারা যখন যাত্রা করল, তখন আমি গ্রামের বাবলা বনের নিকটে দাঁড়িয়ে প্রেমিকার দিকে তাকাচ্ছিলাম। তখন হানয.াল চূর্ণকারীর নয়ন থেকে হানয.ালের কারণে যেভাবে অনর্গল পড়তে থাকে, ঠিক তদ্রুপ আমার চোখ থেকে ও অনর্গল অশ্রু ঝরছিল।)

এ কবিতার আলোকে দেখা যায়, কবি স্থানকে চিহ্নিত করেন চলমান অতীত কালকে ধ্বংসকারী হিসেবে, তার দৃষ্টিতে স্থানের গর্ভে কাল যেন স্তুপীকৃত হয়ে যায়। তিনি ঐতিহাসিক কালকে স্মৃতির কালে পরিণত করেন। যেমন তিনি তার প্রেমিকার চলে যাওয়ার স্মৃতিকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, كأني غداة البين এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি প্রেমিকার বিদায় দিবসের কোন কিছুই ভুলে যাননি। এমন কি তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে কান্না ধরেছেন, ততক্ষণ পর্যন্তই যেন প্রেমিকা সেখানে উপস্থিত ছিল। নিশ্চয় এ কান্নার দ্বারা কবি তার প্রেমিকার জন্য সৃষ্ট প্রেম-পিপাসা নিবারণ করেন।

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার মধ্যে স্থান হচ্ছে স্মৃতির ধারক ও বাহক। তার স্মৃতিবহ বর্ণনা যা তাকে লাগাতার ভাবে একটার পর একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। তার এ স্মরণের দীর্ঘ সূত্রিতা শুধু কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং তা স্থানকে ও ইঙ্গিত করে থাকে কেননা কোন কিছু সংঘটিত হতে হলে শুধুমাত্র কালের মধ্যে সম্ভব নহে বরং তার জন্য স্থান ও প্রয়োজন। আর এ স্থানগত কালই হচ্ছে কবির জীবন কাল। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস স্থানগত কালের মধ্যেই দুঃখ ও মনস্তাপে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হন, কবি বলেন

Dhaka University Institutional Repository

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم + يقولون لا تهلك أسي وتجمل

(আমার সাথীবর্গ তাদের বাহনগুলো আমার নিকট থামিয়ে আমাকে শান্তনা দিয়ে বলল, তুমি ধৈর্য ধারণ কর, চিন্তা করে নিজেকে ধ্বংস করনা।)

কবির ইচ্ছাকৃত কান্না হচ্ছে মূলতঃ তার দুঃখ ব্যথার প্রতিষেধক। কেননা ক্রন্দনের দ্বারা মরুভূমির ভ্রমণের কষ্ট দূর হয়। এর দ্বারা অন্তরের প্রেম-পিপাসা নিবারণ হয়। এ কান্না হচ্ছে এমন, যেমন ভাবে বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরুভূমির উপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় তখন ঐ মরুভূমিকে উর্বর ও সিক্ত করে তোলে।

প্রাচীন 'আরব কবির কান্না হচ্ছে মূলতঃ 'আরবদের সফরের বেলায় অশ্বারোহনের কষ্টের কারণে সৃষ্ট কান্না, এ কান্না হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার কষ্টের কান্না, এ কান্নার মাধ্যমে তিনি তার কষ্ট দুঃখ, ব্যথা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে থাকেন। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. এ বিষয়কেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন-

وان شفائي عبرة مهراقة + فهل عند رسم دارس من معول

(আমার প্রেম-যাতনা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে আমার চোখের প্রবাহিত অশ্রু, অর্থাৎ-ক্রন্দন। কেননা কান্না-কাটিতে মনের দুঃখ বেদনা অনেক হ্রাস পায়, তাই আমি কান্না-কাটি করি। তা না হলে এ বিজন ভূমিতে কান্না-কাটি কে শোনবে, শোনার মত কেউ আছে কি?)

কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েসে.র মনে দু'টি বিপরীতমূখী অনুভূতি কাজ করে। এর একটি হচ্ছে বাহ্যিক অপরটি অভ্যন্তরীণ এ বিষয়টাই তার কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে তিনি বলেন-

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها + لما نسجتها من جنوب وشمأل

وان شفائي عبرة مهراقة + فهل عند رسم دارس من معول

(এর উপর দিয়ে পালাক্রমে উত্তরে বায়ূ ও দক্ষিণা বায়ূর প্রবাহে চিহ্নগুলো আজো বিলুপ্ত হয়নি।) অথচ প্রবাহিত অশ্রুতেই হল আমার প্রেম ব্যাধির আরোগ্য। নতুবা নিশ্চিহ্ন প্রায় ধ্বংসাবশেষের উপর কান্নার কোন যৌক্তিকতা আছে?) উপরিউক্ত দু'টি কবিতায় প্রেমিকার বাস্তুভিটার দুইটি বিরুধী বক্তব্য لم يعف رسمها এবং فهل عند رسم دارس من معول তার মধ্যে একটি বাহ্যিক তথা নিশ্চিহ্ন প্রায় ধ্বংসাবশেষের উপর ক্রন্দন এবং অপরটি অভ্যন্তরীন তথা আধ্যাত্মিক জগতে নিশ্চিহ্ন হয়নি এমন বিষয়ের উপর ক্রন্দন। উভয় অবস্থায়ই দুইটি অস্তিত্বকে নির্দেশ করে যা কবির স্মৃতিকে নাড়া দেয়।

প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাড়ীর কাছে বসে ক্রন্দন, তা স্থানগত ভাবে হউক বা কালগতভাবে হউক

Dhaka University Institutional Repository

এটা হচ্ছে বীরত্বের ক্রন্দন কেননা ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন, فهل عند رسم دارس من معول আর যে বিষয়ের কারণে তার কান্না আসে সেটা হচ্ছে মরুভূমির কঠোরতা। বীরত্বের ক্রন্দন তার মানবতার উপর দালালাত করে এবং মরুভূমির কঠোরতার কারণে ক্রন্দন তার পরাজয় ও লাঞ্ছনার উপর দালালাত করে।

'আরবী প্রণয় কবিতার মধ্যে স্থান হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মানবতা, অনুভূতি ও আবেগের সাথে একীভূত হয়ে থাকে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে স্থানান্তর হচ্ছে কবির হিজরতের স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। কবি এ হিজরতের দ্বারা তার অন্তরের পারস্পরিক বন্ধনকে বাস্তবায়িত করেন। এ বন্ধন হচ্ছে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বন্ধন। 'আরব কবির নিকট কোন স্থানের দিকে হিজরত করা হচ্ছে তার আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা, তার এ আশা বস্তু জগতের হউক বা আধ্যাত্মিক জগতের হউক। তিনি তার এ হিজরতের দ্বারা মরু জীবনের উপর বিজয়ী হতে সচেষ্ট হন। প্রিয়জনের বাসস্থানের প্রতি কবির হিজরত করা হচ্ছে স্বীয় আত্মার ভৌগলিক জগতের প্রতি হিজরত করা। এটা হচ্ছে একজন অশ্বারোহীর হিজরত। যিনি স্থির হতে পারেন না। তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ায় শান্তির পথ খোজে বেড়ান, কিন্তু কোন পথ খোজে পান না। ইম্রাউল ক্বায়েস তার আশা-আকাঙ্খায় সন্দিহান হয়ে পড়ায় বলেন-

كدأبك من أم الحويرث قبلها + وجارتها أم الرباب بمأسل

(কবি নিজেকে লক্ষ করে বলেছেন, প্রেমিকা উনায়যাহর সাথে তোমার লিলা-খেলা ঠিক তা-ই ঘটছে। যা ইতিপূর্বে উম্মুল হুয়াইরিছ ও তদীয় প্রতিবেশিনী উম্মুর রাবাবের সাথে মা'ছাল পর্বতে ঘটেছিল। অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু তাদের প্রেমের বেলায় আমি হই ব্যর্থ। অনেক চেষ্টার পর ও তারা আমায় ভাল বাসেনি। উনাইযার বেলায় ও দেখি একই দৃশ্য।)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতায় দুঃখ-কষ্টের দৃশ্য হচ্ছে একটা মানবিক দৃশ্য। এর সাথে মিতালী করে আরব্য শক্তিশালী অনুভূতি। আর এ অনুভূতির উদ্ভব ঘটে তাদের বিয়োগান্তক ঘটনার অসন্তুষ্টি থেকে যা তাদের হৃদয়কে দগ্ধ করে দেয়। আত্মাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। তাদের কোন আনন্দ ও সফলতার বাস্তবায়ন ছাড়াই জীবনের বাঁক পরিবর্তন করে দেয়।

সুতরাং জাহেলী 'আরব কবি তাদের মজবুত অনুভূতি দ্বারা বীরত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন। এর দ্বারা তিনি সকল বস্তুগত ও আবেগ মূলক বিপদাপদের মোকাবেলা করে থাকেন। মোকাবেলা করেন গোত্রিয় বিপদাপদের, মোকাবেলা করেন প্রেমিকার বিপদাপদের। এ জন্য-ই আমরা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

দেখি, তিনি শান্তি খোজতে যেয়ে প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাড়ীতে অবস্থান করেন, অভিযোগ করেন, আত্ম-অনুশীলন করেন এমনকি কান্না-কাটি করে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেন। ইম্রাউল ক্বায়েস বলেন-

ففاضت دموع العين مني صبابة+على النحر حتي بلّ دمعي محملي

(তখন প্রেমের ভীষন জ্বালায় আমি কান্না-কাটি করতে করতে আমার নয়নের অশ্রুধারা বুকের উপর এত প্রচুর পরিমাণে বইতে লাগলো যে, গলায় ঝুলন্ত তরবারীর রশি পর্যন্ত ভিজে গেল।)

কিন্তু কবির এ কান্না তার অনুভূতিকে নিঃশেষ করে দেয় না বরং তার অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এতে তার সাহস আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি অনুভূতি লাভ করেন যে, জীবন হচ্ছে ভঙ্গুর। জীবন হচ্ছে আনন্দ-উল্লাস দ্রুত বেগে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কাল। অপর পক্ষে তার কান্না-কাটি করার উদ্দেশ্য হলো হতাশার বিরুদ্ধে নিজ প্রফুল্লতাকে চাঙ্গা করে তোলা। এর দ্বারা তিনি মরুজীবনের উপর বিজয়ী হতে প্রচেষ্টা চালান, তার মালিকানার মূল্যবান কোন কিছু হারিয়ে যাওয়ার শংকার উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালান।

ইম্রাউল ক্বায়েসে.র প্রিয়জনের বাসস্থানে অবস্থানের মানে হচ্ছে, ধ্বংস মূখী অলস কালের প্রবল স্রোতে স্বীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে না দিয়ে তার অবস্থানকে আরও শক্ত, আরও মজবুত করে তোলা। আমরা দেখতে পাই, তিনি তার অনুভূতির দ্বারা বিরান হয়ে যাওয়া ভূমির মধ্যে জীবনের সঞ্চার ঘটাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অশ্বারোহী ব্যক্তির দুঃসাহসী উদ্যোগ, সাহসী মানুষের বীরত্ব, যিনি তার নখর দ্বারা কালের মেরুদণ্ড জড়িয়ে ধরেন। ইম্রাউল ক্বায়েসে.র বীরত্ব হচ্ছে সব সময়ের জন্য স্থায়ী বীরত্ব। তার এ বীরত্ব মানব-মনকে নাড়া দেয়। তার এ বীরত্ব জীবকে আরও সজীব এবং জড়কে জীবে পরিণত করে দেয়। তিনি তার এ বীরত্বের দ্বারা সকল দুঃখ-কষ্ট বিয়োগ-ব্যথা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির উপর বিজয়ী হয়ে থাকেন।

এভাবে আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র স্থানগত অনুভূতির ন্যায় দেখতে পাই শ্রেষ্ঠ কবি ত্বরফাহ ইবনে আব্দিল বকরীর অনুভূতিকে ও তরফাহ ইবনে 'আব্দিল বকরী বলেন-

لخولة أطلال ببرقة ثهمد + تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم + يقولون لا تهلك أسيً وتجلّد

(প্রেমিকা 'খাওলাহ'র বসত-বাড়ীর চিহ্নাবলী সাহমাদ নাম পাথুরে ভূমিতে এখনো হাতের তালুতে লুপ্ত প্রায় উল্কি চিহ্নের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

প্রেমিকার বসত-বাড়ীর এ করুণ অবস্থা দেখে যখন আমি ব্যথিত হয়ে পড়লাম, তখন আমরা বন্ধুরা আমাকে শান্তনা দেয়ার জন্য তাদের বাহনগুলো সেখানে থামিয়ে বলতে লাগলো তুমি ধৈর্য

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ কর। চিন্তা করে ধ্বংস হয়ো না।)

উপরোক্ত দুইটি কবিতায় প্রেমিকার পরিত্যক্ত ভূমির আবাসস্থল হচ্ছে এমন সম্মানিত স্থান, যার উপর কবি একান্ত কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হন। এটা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'আরব কবি ত্বরফাহ ও নিরাশ হয়ে যান, যেভাবে ইম্রাউল ক্বায়েস. ও নিরাশ হয়েছিলেন। কবি ত্বরফাহ বলেন-

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم + يقولون لا تهلك أسيً وتجلّد

ইম্রাউল ক্বায়েস. ও ঠিক এমনভাবেই বলেছিলেন, তবে পার্থক্য হচ্ছে তিনি বলেছেন, لا تهلك أسيً وتجلي আর ত্বরফাহ বলেছে لاتهلك أسيً وتجلد 'আরবী প্রণয় কবিতায় আমরা প্রেমিকার পরিত্যক্ত ভূমির উপর একটা বিধান আবিস্কার করতে পারি, তা হচ্ছে বর্তমান স্থানই হচ্ছে অদৃশ্যের উপর ইঙ্গিতবাহী। এজন্য কবি উপস্থিত জগতের অনেক বিষয়কে নিয়ে চিন্তা করেন। এটা এ কারণে যে, তিনি এর মাধ্যমে কালের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত বিষয়ের ধ্বংস হওয়ার বিধানকে পর্যদুস্ত করবেন। বিষয়টাই কবি যুহাইর বিন আবী সুলমার ভাষায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। তিনি ২০ বৎসর পর উম্মে আওফা নামক প্রেমিকার ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবেশেষের উপর অবস্থান করে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলেন,

أمن أم أوفي دمنة لم تكلم + بحومانة الدراج لم يتثلم
ودار لها بالرقمتين كأنها + مراجع وشم في نواشر معصم
وقفت بها من بعد عشرين حجة + فلأياً عرفت الدار بعد توهم

(দাররাজ ও মুতাছাল্লিম স্থানদ্বয়ের শক্ত ভূমিতে এখানো কি প্রেমিকা 'উম্মে আওফার' ঘরের নীরব নিস্তব্ধ চিহ্নাবলী বিদ্যমান? অর্থাৎ নিশ্চয় এখনো তা বিদ্যমান আছে।

আর হাতের তালুর শিরা উপশিরায় বারংবার অঙ্কিত উল্কী চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত দু'দিকে কানন ঘেরা একটি বাড়ী আজো বিদ্যমান।

এখানে দীর্ঘ বিশ বছর পর এসে দাঁড়িয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বাড়ীটির পরিচয় লাভ করলাম।)

কবির বর্ণনানুযায়ী এ বাড়ীটির সাথে তার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, অত:পর অনেক দিন অতিবাহিত হলেও কবি তার অবস্থান ভুলে যাননি। তিনি প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাড়ী চিনে ফেললেন এবং সালাম জানিয়ে বললেন-

فلما عرفت الدار قلت لربعها + ألا أنعم صباحاً أيها الرّبع وأسلم

Dhaka University Institutional Repository

تبصّر خليلي هل تري من ظعائنٍ+ تحمّلن بالعليا من فوق جرثم

(যখন আমি বাড়ীর পরিচয় লাভ করতে পারলাম, তখন বাড়ীর মেহমান খানাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, শোন হে মেহমান খানা, তুমি প্রাতঃকালে সুখী ও নিরাপদ থেক।

ওহে আমার প্রাণের বন্ধু, তুমি ভাল মত চেয়ে দেখতো, হাওদার উপবিষ্ট মহিলারা কি তোমার চোখে পড়ছে? যারা জুরসূম তালাবের উপরস্থ উঁচু ভূমির উপর দিয়ে যাত্রা করছে।)

কবি যুহাইর বিন আবু সুলমা এখানে তার অতীত কালের স্মৃতিকে রোমন্থন করেছেন। তিনি ২০ বৎসর পর তার স্মৃতিকে স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তার প্রেয়সীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকান, এক পর্যায়ে তিনি প্রেমিকার স্মরণে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন,

تبصّر خليلي هل تري من ظعائن

(বন্ধু! একটু লক্ষ করে দেখতো ওদিকে কোন হাওদা দেখা যাচ্ছে কি না কারণ ঐ দিকেই আমার প্রেমিকা চলে গিয়েছিল।) (৩)

উল্লেখ্য যে, কবি যুহায়র হিজাযের উত্তরে অবস্থিত নাজদের একেবারে শেষ প্রান্তে গাত্বফান গোত্রের মাঝে বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি তাদের মধ্যে দুইবার বিবাহ করেন। প্রথমবার লায়লা নাম্নী এক মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। এ মহিলার উপনাম ছিল উম্মে আওফা। তার গর্ভে সন্তান হলেও তারা শৈশবে মারা যায়। ২য় বার তিনি এ গোত্রের কাব্শা বিনতে 'আম্মার এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে কবির দুই পুত্র কা'ব ও বুজাইর, যারা দুই জনেই খ্যাতিমান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যুহায়র ও তার স্ত্রী উম্মে আওফার মধ্যে সদভাব বিঘ্নিত হলে তিনি উম্মে আওফাকে তালাক দেন। অবশ্য পরে কবির ক্রোধ প্রশমিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। কিন্তু উম্মে 'আওফা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ উম্মে 'আওফার স্মৃতি কথা ও বিচ্ছেদ ব্যথার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে কবির মুয়াল্লাক্বাহ ও অন্যান্য কবিতায়। (৪)

প্রাচীন 'আরব কবির কাছে এ সকল স্থান হচ্ছে স্মৃতিময় এতে উপস্থিত হওয়া হচ্ছে স্মৃতির কাছে উপস্থিত হওয়া। 'আরব কবি তার উপস্থিত আলোচনার দ্বারা অতীতকালকে বর্তমানে পরিণত করে দেন। আ র এ উদ্দেশ্যই তিনি কালের ধীর গতির পর পরিত্যক্ত বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি এর দ্বারা পরাজয় ও ব্যর্থতার মধ্যে বীরত্ব প্রকাশ

করেন, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন ঘটান। দেশ ত্যাগ করে দেশে অবস্থানের স্বাদ পান। আরব কবি যখন স্থায়ীভাবে অনুভব করেন যে, তার অনুপস্থিত বিষয়টি উপস্থিত হয়ে গেছে তখন তিনি তার

Dhaka University Institutional Repository

অনেক স্মৃতি স্মরণ করে কেঁদে উঠেন। আবার তিনি যখন বুঝতে পারেন এ উপস্থিত সবকিছুও ধ্বংস হয়ে যাবে তখন ও তিনি কান্না-কাটি করেন। প্রণয় কবিতার মধ্যে 'আরব ক্রন্দনের সময়কাল ব্যাপক আবেগের দিকটাকে উপস্থাপন করে যা মানব মনকে সকল মন্দ থেকে পবিত্র করে তোলে এবং এর দ্বারা তাকে বাস্তবতা থেকে স্বপ্নের দিকে উন্নীত করে।

'আরবী প্রণয় কবিতায় সুরের ঝংকার উৎসারিত হয় তার দুঃখ ভরা আবেগ থেকে এবং প্রেমিকার বিচ্ছেদের উপর ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে। নিশ্চয় প্রণয় কবিতার এ সকল দুঃখ ভরা আবেগ ও বিচ্ছেদের ক্রন্দন হচ্ছে সাধারণভাবে মানবিক, তা সবার হৃদয় ছুয়ে যায়।

অতএব, তার কবিতার সুরের ঝংকারে মানবতা ফুটে উঠে।

'আরব মানুষের মাঝে উষ্ণ সম্পর্ক এবং পরিত্যক্ত ভূমি বাস্তবতার আলোকে বস্তুগত বিরানভূমির চিত্র এবং মানব মনের অর্থগত চিত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আর এভাবে স্থান হয়ে যায় একটা কাল্পনিক শক্তি যার দ্বারা মানবাত্মা প্রফুল্ল হয়ে উঠে নতুবা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। উভয় অবস্থায়ই 'আরব কবি মরু ভূমির অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন। আর এজন্যই কবি বলেন-

لا تهلك أسيً و تجلد এবং لا تهلك أسيً و تحمل

তথা যে অবস্থা-ই হউক না কেন, কবির ধৈর্যশীল ওসহনশীল হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

জাহিলী যুগের 'আরব কবি সর্বদা প্রত্যাশার উদ্বেগ নিয়ে জীবন যাপন করেন। তারা সমভাবনার উৎকণ্ঠা নিয়ে। এ অনুভূতটাই উপমা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে জাহিলী কবি 'আওস ইবনে হাজারের কবিতায়। কবি বলেন,

أيتها النفس اجملي جزعاً + ان الذي تحذرين قد وقعا

(হে আত্মা কোন কিছু প্রাপ্তিতে বিনয়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।

নিশ্চয় যাকে তোমরা সতর্ক কর তা সংঘটিত হয়ে গেছে।)

আলোচ্য কবিতায় 'আরবদের আরেকটি পরিস্কার হয়েছে যে, তারা আসন্ন প্রত্যেক বিষয়ের সতর্কীকরণে গুরুত্ব দেয়।

নিশ্চয় 'আরব কবির ক্রন্দন হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য ক্রন্দন। তারা ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে যেভাবে ক্রন্দন করেন, সেভাবে অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে ক্রন্দন করেন না, তাদের কাছে কান্না হচ্ছে ভবিষ্যত মানবের একটা প্রকল্প। অতএব, বাস্তুভিটার উপর ক্রন্দন কবির দূর্বলতাকে প্রমাণ করে না বরং ভবিষ্যত বিষয়ের পরিকল্পনাকে আরও উন্নত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী প্রণয় কবিতার বর্ণনানুযায়ী পরিস্কার হয় যে, 'আরব কবির কাছে কষ্টকর অপেক্ষার সহন গভীরভাবে কবির আত্মার চিন্তাতন্ত্রীতে প্রবেশ করে, তার অনুভূতিকে দহন করে দেয়। তাকে তার অতীত কালকে উন্মুক্ত করতে তাড়িত করে। অপেক্ষার কষ্ট সহিষ্ণুতা 'আরব কবির কাছে এমন বিষয় যা অতীতকালের সীমানাকে দগ্ধ করে দেয়, এবং মন্দের দিকে ধাবমান ভবিষ্যতকালকে সতর্ক বাণী শুনায়। আরব কবির কাছে কষ্টকে সহন করা মূলত: তার এ বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে, সে নিজেই হচ্ছে সকল বিপদাপদের লক্ষ্য বস্তু, সে হচ্ছে অদৃশ্যের আমানত, সে হচ্ছে পুরাতনের জামিন, ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের রক্ষক।

নিশ্চয় অপেক্ষার উদ্বেগ 'আরব কবির কাছে এমন বিষয় যা আমাদের জন্য বাস্তুভিটার পক্ষ থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের রহস্য উদঘাটন করে দেয় এবং জবাব হীনতার রহস্য ও খোলে দেয়। বিরান ভূমির প্রশ্নের রহস্য কবির কষ্টের উপর দালালাত করে আর জবাব হীনতার রহস্য কবির শ্বাসরুদ্ধতার উপর দালালাত করে যেমন কবির কথা যথাক্রমে صمت الانتظار এবং دوامة الانتظار এর স্বচ্ছ উদাহরণ। 'আরব কবি বিরান ভূমির উপর অবস্থান করেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তার বাহনের উপর রয়েছেন যা কালের দ্রুততার উপর দালালাত করেন। তার কথা زمن الانتظار এর মাধ্যমে তার অন্তরের পীড়ন এর উপর দালালাত করে। এছাড়া স্থানের মধ্যে কবির অনুশীলন বাস্তুভিটার

উপর অবস্থানের দ্বারা, ক্রন্দনের দ্বারা, প্রশ্ন করার দ্বারা, জবাব না দেওয়ার দ্বারা, চুপ থাকার দ্বারা এসব হচ্ছে উৎকণ্ঠার মুহূর্তে কবির প্রফুল্লতার উপর দালালাত করে।

নিশ্চয় বাস্তুভিটা, বাহন, মরুভূমি ইত্যাদির বিশাদ বর্ণনা করা হচ্ছে অপেক্ষার কারাগার থেকে মরুভূমির দিকে, প্রকৃতির দিকে, সৌভাগ্যের দিকে, প্রাণী জগতের দিকে, দূরবর্তী বা সম্প্রসারিত রাজত্বের দিকে, সুন্দর নারীর দিকে এবং দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধের দিকে বের হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং কবির এসব পরিবেশের দিকে ভ্রমণ হচ্ছে এমন ভ্রমণ যার পেছনে কবির এক বিশেষ উদ্দেশ্যর অগ্নিশিখা ধাবিত হয়। আরব কবি লাবিদ বিন রাবি'আহ অপেক্ষার দুঃখ ভুলে যেতে পারেন নি, প্রত্যেক মুহূর্তেই তার মু'আল্লাক্বায় রয়েছে পলায়ন। প্রণয়ের দিকে কবির পলায়ন তাকে কোন স্থানের নীরবতার কারাগার থেকে বের করে দেয় না। তার কবিতায় প্রথমেই আমরা দেখতে পাই অপেক্ষার উৎকণ্ঠা তিনি বলেন-

প্রথম- عفت الدّيار محلّها فمقامها

২য়- فمدافع الريّان عرّي رسمها

Dhaka University Institutional Repository

৩য়- دمن تجرم بعد عهد أنيسها

আবার তিনি এ دمـــــــن তথা ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দেন ১০ নং কবিতা পর্যন্ত তিনি ১০ নং কবিতায় বলেন,

فوقفت أسائلها و كيف سؤالنا + صماً خوالد ما يبين كلامها

(আমি সেগুলোকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম। তবে এ জিজ্ঞেস করণে লাভই বা কি? কেননা ওগুলো তো নির্বাক নিস্তব্ধ, শ্রবণ ক্ষমতাহীন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র)

এভাবে তিনি ১৬ নং কবিতা পর্যন্ত مـــكـــان বা স্থান এর বর্ণনা দেন তিনি ১৬ নং কবিতায় বলেন,

بل ما تذكر من نوار وقد نأت + وتقطعت أسبابها ورمامها

(এখন আর প্রেমিকা নাওয়ারের স্মরণে লাভই বা কি? সে তো দূরে চলে গেছে এবং তাকে পাওয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণ ছিন্ন হয়ে পড়েছে) এরপর তিনি তার প্রেমিকা নাওয়ার (نـــوار) এর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরকে তার বর্ণনার সাথে শামিল করেছেন, এমন কি তিনি ১৬ নং কবিতা থেকে ৫৫নং কবিতা পর্যন্ত এ ধারয়ই চলতে থাকেন। তিনি ৫৫ নং কবিতায় বলেন,

أو لم تكن تدري نوار بأني + وصال عقد حبائل جذامها

(আমার প্রেম রীতি সম্পর্কে প্রেমিকা নাওয়ারের কি জানা নয়? আমি যে, প্রেমের রশিতে গিট দিতে ও জানি এবং প্রয়োজনে ঐ রশি কাটতে ও জানি।)

অত:পর ৫৬ নং কবিতায় তিনি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের উপকরণকে উন্মুক্ত ভাবে বিবরণ দেন, তিনি বলেন,

تَرّاك أمكنة اذا لم أرضها + أو يرتبط بعض النفوس حمامها

(যে সমস্ত স্থানের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই, অত্রস্থান ছেড়ে আমি চলে যাই। তবে মৃত্যু এসে পথ রোখে দিলে তা ভিন্ন কথা)

উপরিউক্ত বর্ণনানুযায়ী জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার উপকরণ 'আরব কবির কষ্ট সহিষ্ণু হওয়ার উপর দালালাত করে। কেননা 'আরব কবির কষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই। এজন্য তাকে এ কষ্ট সহন করে নিতে-ই হয়।

প্রাচীনকালে 'আরব কবিগণ তাপের বর্ণনার দ্বারা স্থান তথা বাড়ীকে তুলনামূলকভাবে খুব একটা নতুন করে নিতে পারেন না। কেননা (تـــرّاك أمـكـنة) বাক্যটি প্রমাণ করে যে, এক স্থান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে অন্য স্থানে প্রস্থান হচ্ছে এক আগুন থেকে অন্য আগুনের দিকে লাফ দেয়ার ন্যায়। তবে, তাদের আরাম ও বিশ্রাম যেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে গমণের দূরত্বের মধ্যে বিদ্যমান। এজন্যে আমরা তাকে দেখি তিনি সর্বদা স্থানের মধ্যে তথা বসত বাড়ীর মধ্যে দন্ডায়মান, বসা অবস্থায় নয়। কবির বড় আরাম সুপ্ত ছিল তার স্থায়ী সফরের মধ্য দিয়ে, তার অতিক্রম করা হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে যুদ্ধার অতিক্রমের ন্যায়।

নিশ্চয় 'আরব কবির বীরত্ব ঐ মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে যখন তিনি তার দুইটি জীবনের সাক্ষাৎ ঘটাতে সক্ষম হন, এর একটি হচ্ছে অতীত কালের শক্তিশালী জীবন এবং অপরটি হলো বর্তমান কালের দূর্বল জীবন কোন স্থানের মিলন তথা দুই জীবনের মিলনস্থল কবির বর্তমান দূর্বলতাকে ভুলিয়ে দেয়, এবং তার বর্তমান ক্ষুধাকে ও তাড়িয়ে দেয়। তাকে প্রাচীন কালের চাঁদর পরিয়ে দেয়, এবং তার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয় গৌরবময় দিবস সমূহের মূল্যবান স্মৃতি রাজিকে। তার জন্য ফিরিয়ে দেয় তার আত্মার সংস্কৃতিকে, যা কখনও ধ্বংস হয়ে যায় না। কিন্তু এ নেয়ামত কবির জন্য বেশীক্ষণ স্থির থাকে না। যেমন- যখন তিনি দূর্বলদের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তার এটা থাকেনা। কেননা পার্শ্ববর্তী সবকিছু এদিকেই ইঙ্গিত করে, ফলে তিনি আহ-আহ শব্দ করে বিলাপ করতে থাকেন, এক পর্যায়ে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। কবির জীবনের জন্য এ সকল ক্রসিং জংশন তথা বাস্তুভিটা তার প্রকৃত পতনকে ডেকে আনে। এ বাস্তুভিটাই কবিকে কর্ম চঞ্চল হতে সাহায্য করে। এটি-ই কবিকে তার বিয়োগত্মক ঘটনার ব্যাখ্যা করে।

কোন স্থানের প্রেম মূলক স্পন্দন আরব কবির কাছে কাল বা ..... ছাড়া আর কোন কিছু বৃদ্ধি করে না। এটি হতে পারে দেশীয় আর না হয় আন্তর্জাতিক। দেশীয় মানে বাস্তুভিটার কাল আর আন্তর্জাতিক মানে মরুভূমির কাল আর স্থানগত ভাবে এ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কালই আরব জীবনের সামাজিক চিত্রকে উন্মুক্ত করে। উপরোক্ত আলোচনা ছিল স্থান কেন্দ্রীক সামনে আমরা কাল কেন্দ্রীক বর্ণনা দেব।

(খ) কাল (زمان)

স্থান সম্পর্কে আলোচনার পর আমরা কাল বা زمان সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে দেখতে পাই 'আরব কবির কাছে কাল হচ্ছে তাদের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট অতএব, কালের অনুভূতি বলতে মানবিক অনুভূতিকে বুঝায়। এ অনুভূতি মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, যেমনিভাবে অন্যান্য জিনিষ বৃদ্ধি পায়, স্থিমিত হয় ও মরে যায়। 'আরব কবির ব্যবহৃত শব্দাবলীই এর উপর দালালাত করে।

'আরবী কবিতার মধ্যে কাল-কে জগতের কালের সাথে তুলনা দেয়া যায় না। কেননা, এটা

Dhaka University Institutional Repository

কোন কাহিনীর কাল নয়, কোন ধর্মের কাল নয়, কোন জ্ঞানের কাল নয়, কোন অভিজ্ঞতার কাল নয়, কোন কিছু হারিয়ে যাওয়ার কাল নয় বা কোন কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কালও নয় বরং এটা হচ্ছে অনুভূতির কাল। এ অনুভূতি মানুষের মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অবশিষ্ট থাকা বা না থাকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আমিত্ব ও আমিত্ব হীনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে মৃত্যু বলতে বুঝায় ঐ ক্ষয়িষ্ণু বিষয় যার পার্শ্ব দিয়ে আবর্তন করে আরবী কবিতা। ইহা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, সবকিছু পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে পড়বে। আর যখন কিছু মানুষ এমন যে, তাদের বিশ্বাস হলো, পৃথিবীর এমনও বস্তু আছে, যার ধ্বংস হয় না, সুতরাং তাদের কাছে ঐ মিথ্যা বিশ্বাসের বিপরীতে সত্য বিষয় উপস্থাপন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ 'আরব অবশ্য এ বিশ্বাস রাখত যে, মৃত্যুর হাত থেকে কোন কিছু নিস্কৃতি পায় না। জাহেলী যুগের আরবী কবিতার আন্দোলন হচ্ছে মহাজগৎ অতএব, কবিতা ও কাল ব্যতীত হতে পারে না। কাল 'আরবী গীতি কাব্যের বাহিরের কিছু নয়, বরং তা হচ্ছে কবিতার-ই একটি অংশ। ইহা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভাবে নাড়া দিয়ে থাকে। এটা এমন এক শক্তি যা শব্দ ও অর্থকে মজবুত শিল্পে একীভূত করে।

আরবী প্রণয় কবিতার মধ্যে অনুভূতির কালকে এমন ভাবে পাওয়া যায়, যাকে সীমাবদ্ধ সময়ের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা তা চলমান, কোন সময় চলে ধীর গতিতে, আবার কোন সময় চলে দ্রুত গতিতে। একে নির্বাচন করা হয় স্থানগতভাবে এবং অলঙ্কৃত করা হয় তাকে কোন স্বত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে। কবিতার মধ্যে কালের এ বিধানই লালিত হত 'আরবদের আক্বীদায়, সমাজে এবং সংস্কৃতিতে। তাদের সাহিত্যে কালের এ প্রকাশ ভঙ্গি এমনভাবে সুস্পষ্ট হয় যে, তা কোন সময় দীর্ঘ হয় এবং কোন সময় সংক্ষিপ্ত হয় কিন্তু এটা বাস্তবে কত দীর্ঘ বা কত সংক্ষিপ্ত তা কারো জানা নেই।

ইম্রাউল ক্বায়েসের বাস্তুভিটার উপর অবস্থানে তার কথা قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل (থাম বন্ধুরা! কেঁদে নেই, প্রিয়া ও তার বসতবাড়ীর স্মরণে কেঁদে নেই) কোন স্থানে অবস্থানের ধারাবাহিকতার উপর ইঙ্গিত করে। আর কাল চলমান ভাবে স্থানকে বেষ্টন করে থাকে এবং এক বসতবাড়ী থেকে আরেক বসতবাড়ীর দিকে কোন অবস্থান ছাড়াই ভ্রমণ করতে থাকে। قفا শব্দটি একস্থান থেকে আরেক স্থানের দিকে পরিভ্রমণের কালের উপর দালালাত করে। এ পরিভ্রমণ

মরুভূমির সাথে সম্পৃক্ত। আর نبك ক্রিয়াটি ক্রন্দনের ধারাবাহিকতার উপর দালালাত করে। আরব কবির এমন কান্না ও কালের পরিক্রমার উপর দালালাত করে।

'আরব কবির স্মৃতিময় মুহূর্ত থেকে জাগতিক কালের দিকে তথা তার অনুভূতির কালের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্থান করার দ্বারা তার বিয়োগাত্মক ঘটনা বিবৃত হয়। কেননা কবির জীবনে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা আসে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার যন্ত্রণা ও কষ্ট ভুলে যেতে সক্ষম না হন। ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন-

كأنّي غداة البين يوم تحملوا + لدي سمرات الحيّ ناقف حنظل

(বিরহের প্রভাতে তারা যখন যাত্রা করল, তখন আমি গ্রামের বাবলা বৃক্ষের নিকটে হানযাল চূর্ণকারী ব্যক্তির ন্যায় অনর্গল অশ্রুপাত করলাম) এ কবিতার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কবি তার স্মৃতিকে স্মরণ করা মানে হচ্ছে তার বেদনাকে আরও বেদনাদায়ক করে তোলা। এটা যেন

الملحَ فوق الجرح (কাটা গায়ে নুনের ছিটা) এর মত।

জাহেলী যুগের প্রণয় কবিতায় 'আরব কবির বর্ণনার দ্বারা আরব অশ্বারোহীর চিত্র ফুটে উঠে। 'আরব অশ্বারোহীর কাল তার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এ অভিজ্ঞতার কারণে তিনি ধৈর্য ধারণ করতে আগ্রহী হন, আর এ ধৈর্যের দ্বারা-ই তার সফলতা আসে। ইম্রাউল ক্বায়েস বলেন-

لا تهلك أسيً وتجمل

তরফাহ ইবনে আব্দিল বকরী বলেন - لا تهلك أسيً وتجلد

তাদের ধৈর্য ধারনের বেলায় স্পষ্ট প্রমাণ।

ইম্রাউল ক্বায়েস. তার প্রেমিকার বাস্তুভিটায় অবস্থানের বেলায় কাল ও স্থানের মধ্যে কোন প্রভেদ সৃষ্টি করেন নি। ফলে তিনি মনে করেন, কাল হচ্ছে এমন যা স্থানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, এবং স্থানের সকল চিহ্ন মুছে দেয়। কালের পরিক্রমণে স্থানের মধ্যে যা ছিলনা তার আবির্ভাব হয়। কালের অবিরাম প্রবাহেই স্থানের অবস্থা মজবুত হয়ে থাকে। কালের চলমান হওয়াটাই হচ্ছে স্থানের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আলামত। স্থানগত ভাবে বাস্তুভিটার চিহ্ন মুছে যাওয়া এবং আরবী

প্রণয় কবিতায় বর্ণিত অন্যান্য বিষয় কাল ও স্থানের সংমিশ্রণের উপর দালালাত করে।

ইম্রাউল ক্বায়েস. এ মিশ্রণের বেলায় সুন্দরভাবে অনুভব করেন এবং অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তা বর্ণনা করেন, যেন তার বর্ণিত সবকিছু আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এমন কি তার এ অনুভূতি বিবৃত ও হয় উত্তম বাকরীতিতে, উত্তম উপমায় এবং উত্তম কল্পনায়। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস বলেন

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها + لما نسجتها من جنوب وشمأل

(তুজিহ ও মিক্বরাতের যে চিহ্ন আজো মিটে যায়নি, তার উপর দিয়ে পালাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণা বায়ুর প্রবাহের কারণে তা মিটে যায়নি।)

এ কবিতায় ريـــــح তথা বাতাসকে কালের প্রতিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্থানের

Dhaka University Institutional Repository

উপর দিয়ে নতুন কাপড় বুনন করেছে। স্থানকে পূর্ণভাবে মুছা যায়না, ফলে স্থান ও কালের উপর কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন

অবশিষ্ট রয়েছে। স্থানের উপর কালের ক্রম আবর্তন ও বৈপরিত্য কোন সময় স্থানকে মাটি দ্বারা ঢেকে দেয় আবার কোন সময় তাকে উন্মুক্ত করে দেয়। এটাই হচ্ছে কালের সাথে স্থানের সংমিশ্রণের উপর দলীল। এ মিশ্রণ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জাগতিক প্রয়োজনে কোন জিনিষের দ্বারা কোন জিনিষের ধ্বংস হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ ধ্বংস হওয়াটা ও হচ্ছে কালের সাথে স্থানের সংমিশ্রণের আরেকটি দলীল।

স্থানত এক জিনিষ স্থানগত অন্য জিনিষের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাকে হাকিয়ে নিয়ে যায় কাল এর মাধ্যমেই স্থানের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়। নিশ্চয় বাস্তুভিটা (سقط اللوي) উত্তরে বায়ূ ও দখিনা বায়ূর ভিন্ন-ভিন্ন প্রবাহে বিলিয়মান চিহ্ন সমূহে রূপান্তরিত হয়েছে, এটাই এক জিনিষ অন্য জিনিসের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার উপর দলীল। স্থানের উপর রাত দিবসের আবর্তন হচ্ছে নক্ষত্র মন্ডলীর আবর্তনের ন্যায়। রাত ও দিবসের এ আবর্তন তথা কালের আবর্তন-ই স্থানকে উন্নতি বা অবনতির দিকে হাকিয়ে নিয়ে যায় ফলে স্থানের উপর কাল অগ্রগামী, কালই স্থানকে অস্তিত্ব দানকারী এবং অস্তিত্বহীনকারী।

আরব কবি অনুভব করতেন, তিনি-ই হচ্ছেন জগতের মরে যাওয়া ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বেলায় প্রথম। এ জন্যই তিনি স্থানগত সকল জিনিসের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেন, অথচ এ স্থান-ই তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেয়, তার আশা-ভরসা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস স্থানের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে বলেন-

ترى بعر الأرام في عرصاتها + وقيعانها كأنه حب فلفل

(তুমি প্রেমিকার বাসগৃহের প্রাঙ্গণ ও তৎপার্শ্ববর্তী ভূমিতে (স্বত হরিণের লাদ গোল মরিচের দানার ন্যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকতে দেখবে)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতায় স্থানের পরিমাপকে মিটার দিয়ে মাপা যায় না, বরং অনুভূতির দ্বারাই মাপতে হয়। কবির অনুভূতিতে স্থানের দীর্ঘতা ও সংকীর্ণতা হচ্ছে কালের ন্যায়। তার অন্য মতে, স্থানের বিস্তৃতি হচ্ছে মনের বিস্তৃতির ন্যায় এবং সংকীর্ণতা হচ্ছে মনের সংকীর্ণতার ন্যায়। এজন্য আমরা প্রাচীন 'আরব কবিকে দেখতে পাই তিনি কোন সময়ে তথা কালে আনন্দিত হন এবং স্বাধীনভাবে উৎফুল্ল চিত্তে নিঃশ্বাস নেন আবার কোন সময় ব্যথিত হন এবং সংকীর্ণ মনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েন, এমন কি অবশেষে তা থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য তার বাহনের উপর

Dhaka University Institutional Repository

আরোহন করে সফরে বেরিয়ে পড়েন।

'আরব কবির প্রেমময় জীবন দুইটি বিরোধী মুহূর্ত তথা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। এটা হত্যা ও নাজাতের মধ্যে, সফর ও অবস্থানের মধ্যে আশা-আকাঙ্খার মধ্যে, আনন্দ ও চিন্তার মধ্যে, ধ্বংস ও আরোগ্যের মধ্যে চলমান। কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন-

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم + يقولون لا تهلك أسيً وتجمل

(আমার সাথীরা তখন তথায় স্বীয় সওয়ারীগুলো থামিয়ে আমার শান্তনার জন্য বলতে লাগলো, তুমি ধৈর্যধারণ কর চিন্তা করে নিজেকে ধ্বংস করে দিওনা)

অতঃপর বলেন, شفائي عبرة مهراقة + فهل عند رسم دارس من معول

(আমার প্রেম-যাতনা নিরাময়ের একমাত্র উপায় ক্রন্দন। কেননা কান্না-কাটিতে মনের দুঃখ বেদনা অনেক হ্রাস পায়। তাই আমি কাঁদতে থাকি। নচেৎ এ বিজন ভূমিতে আমার কান্না কে শুনবে।)

এখানে দেখা যাচ্ছে, একই সময়ে কবি ধ্বংস হয়ে যান আবার আরোগ্য লাভ করেন। কালের মধ্যে এ বৈপরিত্য কবির অনুভূতিকে আরও গভীর করে তোলে। তবে এ বৈপরিত্য সুনির্দিষ্ট প্রেমের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন,

كدأبك من أم الحويرث قبلها + وجارتها أم الرباب بمأسل

(কবি নিজেকে লক্ষ্য করে বলছেন, প্রেমিকা উনাইয়ার সাথে তোমার লিলা-খেলা ঠিক তা-ই ঘটেছে, যা ইতোপূর্বে উম্মুল হুয়াইরিস ও তদীয় প্রতিবেশিনী উম্মুর রাবাবের সাথে মা'ছাল পর্বতে ঘটেছিল।)

মনে রেখ! প্রেমিকাদের সাথে আমার অনেক শুভ দিন কেটেছে, তম্মধ্যে দারাতুল জুলজুলের দিবসটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।) জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার প্রকৃতির বর্ণনা হচ্ছে খুবই জটিল, কেননা এটা হচ্ছে এমন কাল যাতে বস্তু সমূহ বিস্তৃত আকারে সাজানো হয় না। এটা হচ্ছে মরুভূমির কাল যাতে বস্তু সমূহ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। এটা হচ্ছে أنا তথা আমি এর কাল যাতে বিরত্ব, অনুভূতি ও হেকমত আলাদা ভাবে

বৈশিষ্টমন্ডিত হয়। এ কাল ধ্বংসের দ্বারা আলাদা হয়, আরোগ্যের দ্বারা আলাদা হয়, মরুভূমির নরকাগ্নিতে পুড়ে যাওয়া দ্বারা আলাদা হয়। প্রচন্ড ভালবাসা, প্রেম-পিপাসা দ্বারা আলাদা হয়, বিচ্ছেদের দ্বারা আলাদা হয়।

'আরব কবি পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি কালের মধ্যে আবদ্ধ। এর একটি হচ্ছে মিলনের কাল

Dhaka University Institutional Repository

অপরটি হচ্ছে বিচ্ছেদের কাল। বিচ্ছেদের মুহূর্তে কবি প্রেমিকার সাথে তার হৃদয়কে বেঁধে দেন, তিনি তার সাথে সফর করেন। যুহায়র বিন আবী সু.লমা বলেন,

وفارقتك برهن لا فكاك له + يوم الوداع وأمسي الرهن قد علقا
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت + فأصبح الحبل منها واهناً خلقا
قامت ترائي بذي ضالّ لتحزنني + ولا محالة ان يشتاق من عشقا

(বিদায়ের দিনে সে প্রেয়সী তোমা হতে আলাদা হয়েছে একটা বন্ধকের দ্বারা, যার অবমুক্তির আশা করা যায় না। অবশেষে সে বন্ধককে আরও মজবুত করে দিয়েছে তালাবদ্ধ করে।)

(হে আত্মা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে বকর গোত্রের রমনীটি, ফলে চুক্তি রজ্জু দূর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে।)

(সে দাঁড়িয়েছে পথ অজানা ব্যক্তিকে পথ দেখানোর জন্য আর এদিকে সে আমাকে চিন্তিত করে ফেলেছে। তার ব্যাপারে কথা হচ্ছে কোন প্রেমিক তার প্রতি আশিক্ব না হয়ে পারে না) জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কবিতায় স্মৃতির কাল কবির হৃদয়ের ব্যথা ও কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। আমরা ইম্রাউল ক্বায়েস.কে দেখতে পাই তিনি তার স্মৃতি চারণে কষ্ট পেয়েছেন, বিশেষতঃ দারাতুল জুলজুলের স্মৃতি 'উনায়যাহ নাম্নী প্রেমিকার হাওদায় প্রবেশ করার দিনের স্মৃতি যখন তিনি তার সাথে ধীর-স্থির চিত্তে খেলা-ধুলা করতে সক্ষম হয়েছেন, তার সাথে গোত্রের প্রাঙ্গণে কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই অভিসার করতে পেরেছেন, চুমু খেতে পেরেছেন, এমন উজ্জ্বল চেহারাকে ভোগ করতে পেরেছেন যা অন্ধকারকেও উজ্জ্বল করে দেয়, এতদ্ব্যতীত তিনি প্রেমিকার কৃশকায় কটিদেশেও ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ সকল স্মৃতি চারণ করতে যেয়ে কবি খুবই ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করেছিলেন। আরবী প্রণয় কবিতায় রাতকে দীর্ঘ ও কষ্টকর অবস্থায় দেখা যায়। ইম্রাউল ক্বায়েস তার প্রেমময় রাত্রির বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন-

وليل كموج البحر أرخي سدوله + علي بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطي بصلبه + وأردف اعجاز وناء بكلكل
ألا أيها الليل ألا انجلي + بصبح وما الاصباح منك بأمثل
فيا لك من ليلٍ كأن نجومه + بكل مغار القتل شدت بيذبل

(আমাকে পরীক্ষা করার জন্য সমুদের তরঙ্গের ন্যায় আমার উপর নানাবিধ চিন্তা বিজড়িত রাত তার সমুদয় অন্ধকার আবরণ ঝুলিয়ে দিল।

যখন রাত আড়-মোড়া দিয়ে স্বীয় মেরুদন্ড প্রসারিত করল নিতম্ব পেছালো, বুক টানালো,

Dhaka University Institutional Repository

তখন আমি রাতকে বললাম শোন হে দীর্ঘ রজনী! শোন, তুমি প্রভাত রূপে উজ্জ্বল হয়ে যাও। আর সকাল হওয়া ও তোমার জন্য উত্তম নয়।

শোন হে রাত্রি! কি যে বিস্ময়কর তুমি! মনে হয় যেন, তোমার তারকা রাজিকে কাতানের অসংখ্য রশি দিয়ে বড়-বড় চাটান পাথরের সাথে বেধে দেয়া হয়েছে।)

ইম্রাউল ক্বায়েস তার প্রেমের রাত্রির কষ্টকর গতির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কষ্টকর রাত্রিকে সাগরের তরঙ্গের সাথে প্রাণীর আড়-মোড়া দেওয়া, নিতম্ব পেছানো, বুক টানানো ইত্যাদির সাথে উপমা দিয়েছেন। নিশ্চয় তার রাত্রির কাল দুশ্চিন্তার বিভিন্ন প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করেছে, যা তাকে ধৈর্যশীল ও সাহসী হতে শিখিয়েছে। আরবি প্রণয় কবিতায় প্রেমিকদের রাত কালের মন্থর গতিকে সুস্পষ্ট করে দেয়। নাবিঘাহ যুবইয়ানীকে কালের এমন অনুভূতি আঘাত করছিল যেভাবে

ইম্রাউল ক্বায়েসকে আঘাত করেছিল। নাবিঘাহ যুবইয়ানী বলেন-

كليني لهم يا أميمة ناصب + وليل اقاسيه بطيء الكواكب

تطاول حتي قلت ليس بمنقص + وليس الذي يرعي النجوم بائب

وصدر أراح الليل عازب همه + تضاعف فيه الحزن من كل جانب

(হে উমাইমাহ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাও, এদিকে আমি রাত্রি কাটাবো বহু কষ্টে, যে রাত্রির তারাগুলো ধীর গতিতে চলে।

রাত্রি এত দীর্ঘ হয় যে, আমি বলতে বাধ্য হই, রাত্রির এ দীর্ঘতা কাটবে না, আর যিনি তারকারাজিকে হেফাযত ও পরিচালনা করেন, তিনি দিবসকে ফিরিয়ে আনবেন না।

দুঃখ ভরা অন্তরে দুঃস্বপ্নের রাত্রি আরও দুঃখ বাড়িয়ে দিয়েছে, এছাড়া এমনিতেই দুঃখ চতুর্দিক থেকে দ্বিগুণ হারে তাড়া করেছে।)

উপরিউক্ত কবিতাগুলো থেকে জানা যায়, নাবিঘাহ যুবয়ানীকে প্রেমের চিন্তা ক্লিষ্ট করেছে। তাকে দীর্ঘ রাত্রির কঠোরতা কষ্ট দিয়েছে। রাত্রির তারকারাজি অস্তমিত না হওয়ায় তিনি মনে করেছেন রাত্রি এখন ও শেষ হয়নি আর শেষও হবে না। তার মনে হলো, তারকারাজির সৃষ্টিকর্তা তারকাগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন আর ফিরিয়ে আনবেন না। রাত্রির এ অনুভূতি তাকে কষ্ট দিয়েছে। কবির দৃষ্টিতে রাত্রি হচ্ছে প্রেমের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে প্রেম হতে বিচ্ছেদের রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং মিলন ও ভোগের রাত্রি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়।

রাত্রিকালে অলস কালের গতি কবির অনুভূতিকে বিচ্ছেদের শাস্তি ও নিদ্রাহীনতার শাস্তিকে দ্বিগুণ করে, ফলে তিনি রাত্রিকে সীমাহীন দীর্ঘ অবস্থায় দেখতে পান। রাত্রির এমন অবস্থার কারণে

Dhaka University Institutional Repository

কবি ক্রন্দন করেন। তবে এতে তাদের অনুভূতির জগত আরও প্রশস্ত হয়। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস এ অনুভূতি থেকেই বলেন, একমাত্র প্রেম-ই তার ঘুমকে হরণ করে নিয়েছে।

تطاول ليلك بأثمد + ونام الخلي ولم ترقد

وبات وباتت له ليلة + كليلة ذي العائر الأرقد

(হে আত্মা! তোমার রাত্রি 'আসমাদ পাথরের কাছে দীর্ঘ হয় এবং স্ত্রী-হীন পুরুষ ঐ রাত্রিতে নাক ডাকায়ে ঘুমায় কিন্তু তুমি ঘুমাও না।

সে প্রেমিক ও প্রেমিকা নির্ঘুম রাত কাটায়, যেভাবে ঘুম কাতুরে ব্যক্তি চোখ ওঠা নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকে।) আলোচ্য পংক্তি দু'টিতে স্ত্রী-হীন ব্যক্তির ঘুমের কথা বলে বুঝাচ্ছেন, তার মধ্যে প্রেমের চিন্তা না থাকায় সে স্বাভাবিক ভাবে ঘুমাতে পারছে। কিন্তু কবি প্রেমের চিন্তায় পড়ে যাওয়ায় তার ঘুম আসছে না। আর এজন্যই প্রেমের রাত্রি দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাহেলী যুগের আরব কবি তাদের প্রণয় কবিতায় কালের দূরত্বকে উল্লেখ করেন যে, দূরত্ব বস্তুসমূহকে বদলিয়ে দেয়। কবি যুহাইর বিন আবী সূলমা বলেন (৫)

لمن الديار بقنة الحجر + أقوين من حجج ومن شهر؟

لعب الزمان بها وغيرها + بعدي سوافي المور والقطر

(এ সকল ধ্বংস প্রায় বাড়ীগুলো কার যা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। যার উপর কয়েক বৎসর ও মাস গত হয়েছে। আমার এ স্থানের সাথে বিচ্ছেদ ঘটার পর কাল তার সাথে খেলা করছে এবং তাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে বৃষ্টি ও বাতাস।)

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা 'আরবী প্রণয় কবিতায় কালের চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলতঃ কালের মধ্যেই উন্নতি বা অবনতি ঘটে থাকে। এ কালই 'আরবী প্রণয় কবিতাকে চির অমর করে রাখে, কবি থেকে কবি যুগ থেকে যুগ পর্যন্ত সবকিছু চলমান হয় একমাত্র কালের দ্বারাই। উল্লেখ্য যে, স্থান ও কাল ছাড়া যেহেতু কোন কিছু সংঘটিত হয় না সেহেতু স্থান ও কালের বর্ণনা আগে করা হলো।

(গ) আবেগ (العاطفة)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার বেলায় কবিদের আবেগ নিয়ে চিন্তা করলে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই তারা অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করেছেন। তাদের থেকে আমাদের দূরত্ব হচ্ছে ১৫ শতাব্দী। এদিক থেকে তাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কবিতার মধ্যে এক উন্নত সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় যা আমাদের প্রাণকে মাতিয়ে তোলে।

তাদের রয়েছে উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গি যার তুলনা হয় না। আমরা তাদের কবিতা পাঠ করলে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে তাদের কাব্য সম্পত্তির মূল্য আমাদের কাছে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

জাহেলী যুগের 'আরব কবিরা তাদের আবেগ শুধুমাত্র আবেগই নয় বটে। বরং তাদের আবেগ হচ্ছে মানবিক আবেগ অর্থাৎ তাদের আবেগে রয়েছে মানবতা। তারা তাদের কথাকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোন দল বা নির্দিষ্ট কোন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন না বরং বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে ব্যাপক রাখেন। তাদের রচিত কবিতা (যা

আমাদের কাছে পৌঁছেছে) দ্বারা আমরা দেখতে পাই, তারা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেছেন, নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদের নাম আলোচনা করেছেন, নির্দিষ্ট ভাবে বিশেষ কিছু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও এ বর্ণনা নির্দিষ্ট তথাপি তা অনেক ব্যাপক। তার ব্যাপকতার কারণেই ঐ সময়কার আলোচিত বিষয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। তাদের আলোচনার সাথে আমরা একাকার হয়ে যাচ্ছি। স্থান-কাল-পরিবেশ হিসেবে আমরা যেন ঐ সময়কার কবিদের সাথে জীবন-যাপন করছি।

আমরা কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস.কে দেখতে পাই, তিনি অবস্থান করার সাথে-সাথে আমাদেরকে ও অবস্থান করায়ে নেন। আমরা যেন ঐ বাসভূমি দেখতে পাচ্ছি। ওখানে দখিনা ও উত্তরা বায়ূ আমাদের সামনেই বয়ে যাচ্ছে। বাস্তুভিটায় ধুলা-বালির আবরণ পড়ে গেছে আবার বাতাস তাকে পরিস্কার করছে, অতঃপর কবি আমাদের নিয়ে চলতে থাকেন, মনে হয় যেন, ওখানে মানুষ পাওয়া যাবে, কিন্তু না

মানুষের বদলে পাওয়া যায় হরিণের বিষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। তা কালো গোলাকার হওয়ার কারণে মনে হচ্ছে যেন, তা গোল মরিচের দানা। তখন আমাদের কাছে বিচ্ছেদের স্মৃতিটুকু আরও প্রবল আকার ধারণ করে। আমাদের কামনা স্পন্দিত হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় আমরা কবিকে দেখতে পাই তিনি কান্না সামলাতে পারছেন না। তার কান্না দেখে আমরাও কান্না সামলাতে পারছিনা আমাদেরও চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। অনুরূপভাবে আমরা লাবীদ বিন রাবী'আহকে দেখতে পাই, তিনি তার প্রেমিকার বাস্তুভিটার বর্ণনায় বলেছেন, এর

চিহ্নাদি এখন মুছে গেছে। ওখানে অনেক বছর অতিক্রম হয়েছে। বর্তমানে ওখানে কোন মানুষ নেই। বাতাস তার বিভিন্নরূপ ধারণ করে ওখানে বয়ে যাচ্ছে। ওখানকার তৃণলতা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। প্রচুর বারিপাত হওয়ার কারণে তা অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে উঠেছে। এ বসত বাড়ীটি বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

বন্যগাভী, উট, হরিণের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়ে গেছে। এ সকল বিষয় এর বর্ণনা এবং অনুরূপ আরও বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, কবির বর্ণনা অত্যন্ত নিপুন যার তুলনা হয়না। তার এ নিপুনতার কারণে আমরা তার মনের সাথে একাকার হয়ে গেছি। তিনি চলার সময় আমরাও তার সাথে চলছি। তিনি অবস্থান করার সময় আমরাও তার সাথে অবস্থান করছি।

জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কবিতায় আমাদের কাছে যে বিষয়টি সব চাইতে বেশী সু-স্পষ্ট তা হচ্ছে, কবিদের আবেগের বিশুদ্ধতা, কেননা আমরা তাদের আবেগের প্রশস্ততা, গভীরতা, মানবতা, ইত্যাদির বেলায় শক্তিশালী অবস্থায় পেয়ে থাকি। তাদের নৈরাশ্য ও চিন্তার বেলায় আমরা তাদেরকে এমনভাবে পাইনি যে, তারা তাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি বরং আমরা তাদেরকে পেয়েছি তারা চিন্তার প্রবল ঘূর্ণিঝড়েও টিকে থাকতে পেরেছেন। তারা এর মোকাবেলা করেছেন। ভালবাসার যন্ত্রণা তাদের অন্তরে দাগ দিয়েছে, কিন্তু এ দাগকে তারা আচ্ছাদান করেছেন অন্যান্য বিষয় দ্বারা। আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসকে দেখতে পাই, তিনি তার ধ্বংসের কথা বর্ণনা করে আবার তাতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। ক্রন্দন ও অশ্রুপাতের মধ্যে শিফা অনুভব করেছেন।

এভাবে অধিকাংশ কবিরাই এর মাধ্যমে তাদের শিফা লাভ করার চেষ্টা করেছেন, তবে মুবাক্কাশ আল-আকবার ও বাশামা ইবনুল গাদীরের কথা ভিন্ন। মোটকথা, তাদের নৈরাশ্যে আমরা তাদেরকে নিরাশ অবস্থায় পাইনা, বরং তাদেরকে এর প্রতিহতকারী অবস্থায় পেয়ে থাকি। ড. শুকরী ফয়সলের দৃষ্টিতে তাদের এমন শক্তিশালী বিশুদ্ধ আবেগের পেছনে কাজ করেছিল তাদের মরুময় জীবন। তিনি বলেন, (৬)

العاطفة التي نلمحها هذا القسم من الشعر الغزل لم تكن عاطفة عريضة فقط ' ولا انسانية فحسب ' ولكنها كانت الي جانب ذالك عاطفة صحيحة سليمة ' لعلها اكتسبت من الصحراء صحتها وسلامتها وكانت عاطفة قوية بريئة من كل سمات العواطف المريضة ولعلها اكتسبت كذالك من هذه الصحراء برئها وقوتها.

(প্রণয় কাজে জাহেলী কবিদের যে আবেগ আমরা দেখতে পাই তা শুধুমাত্র আকস্মিক আবেগ নয় বা শুধুমাত্র মানব সম্বন্ধীয় আবেগ ও নয় বরং তার রয়েছে অন্য আরেকটি দিক, সেটা হচ্ছে তাদের আবেগ বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। সম্ভবত এ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ আবেগ তাদের মর জীবন থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। তাদের আবেগ ছিল সকল রুগ্ন আবেগ থেকে মুক্ত আর এ মুক্ত হওয়াটাও সম্ভবত মরুময় জীবন থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতায় কবিদের মানব সম্বন্ধীয় আবেগ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে। তাদের বর্ণনা দুইটি মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর একটি হচ্ছে স্থানীয় অপরটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক। স্থানগত ভাবে তাদের বর্ণনা আন্তর্জাতিক ভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা দেখতে পাই, স্থানগত ভাবে তাদের বর্ণনা যেমন- পাহাড় ও তার নিম্নাঞ্চলের বর্ণনা (بال والوهاد) বিরান ভূমির বর্ণনা (القفار والمرابع) উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বর্ণনা (نباتات والحيوانات) বৃষ্টি ও মেঘ মালার বর্ণনা (المطر والسحاب) প্রেমিকার বিদায় কালের বর্ণনা (الارتحال) পাথরের বর্ণনা (الحجارة) চুলার বর্ণনা (الأثافي) বালিকা ও তাদের কর্মের বর্ণনা (الولائد وعملهنّ) ইত্যাদি বিষয় আরব কবিদের জাহেলী জগতের পরিবেশের পরিচয় দান করে এবং বর্তমানে ও আমাদেরকে শত-শত বৎসর পরেও শত-শত মাইল দূরে অনুরক্ত করে তোলে। আবেগের ক্ষেত্রে আমরা জাহেলী যুগের আরব কবিদের সততাকে পাই খুবই পরিস্কার। কেননা তারা তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে কখনও গোপনীয়তার আশ্রয় নেননি। তাদের আত্মায় যা প্রতিভাত হয়েছে তা প্রকাশ করতে তারা কখনও লজ্জা বোধ করেন নি। যা-ই তাদের মনে এসেছে তা-ই তারা সুন্দর ভাবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তারা কান্না-কাটি করেছেন এবং মনকে শান্তনাও দিয়েছেন স্পষ্টভাবে। এ কান্না বা শান্তনার বিষয়কে আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি। এমনিভাবে তাদের বিচ্ছেদ ও মিলনের ব্যাপারও সু-স্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তারা তাদের অনুভূতির সততা ও স্বচ্ছতার দ্বারা জড় পদার্থকে ও কথা বলায়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। কবি যুহাইর বিন আবী সুলমা বলেন (৭)

فلما عرفت الدار قلت لربعها + ألا أنعم صباحاً أيها البع وأسلم

(অত:পর যখন আমি বাড়িটিকে চিনতে পারলাম, তখন প্রেমিকার

বাড়ীকে লক্ষ্য করে বললাম, সু প্রভাত হে বাড়ী! তুমি নিরাপদে থাক।

মোট কথা তাদের আবেগ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী যার দ্বারা তারা জড় বস্তুকে জীবে পরিণত করেছেন। তাদের আবেগ ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ যার কারণে তারা শ্রোতার মনে স্পন্দন যোগাতে পেরেছেন। তাদের আবেগে ছিল সততা যার কারণে তারা মনের কথা প্রকাশ করতে পেরেছেন নিঃসকোচ ও স্পষ্টভাবে।

(ঘ) উপভোগ (اللذة)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতায় আমরা উপভোগকে চিরস্থায়ীভাবে দেখতে পাই, যাকে কোন স্থান পরিবর্তন করতে পারে না এবং কোন কালও ধ্বংস করতে পারে না। তাদের প্রণয় কবিতার উপভোগ লিঙ্গাত্মক শ্রেণী বিভক্তির চত্বরে আবদ্ধ। কেননা আরব কবির কাছে নারীর দেহ

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের বস্তু। আর এ জন্যই আমরা

আরব কবিকে দেখতে পাই, তিনি নারীর প্রেমে দিশেহারা, সর্বদা তাকে তিনি পেতে চান, তাকে নিয়েই দিন-রাত গান করেন, নারীর কারণেই তিনি ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত হন, নারীর কারণেই তিনি অন্যের সাথে যুদ্ধ করেন, নারীর কারণেই হতভাগার রূপ ধারণ করেন, নারীর কারণেই তিনি ধ্বংস হন এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হন।

উদাহরণ হিসেবে ইব্রাউল ক্বায়েসে.র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি তার অসচেতনতার মাঝে সংবরণকৃত আবেগের ডাকে সাড়া দেন এবং লিঙ্গাত্বক উপভোগের দিকে পৌঁছার জন্য কঠোর অনুশীলন করতে থাকেন, তিনি অনুশীলন করেন সে উপভোগের শক্তি সঞ্চয় করার জন্য এবং সে উপভোগের স্থায়ীত্বের জন্য কৌশল অবলম্বনের উপর। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে, কবি তার চাচাত বোন 'উনায়য.াহকে গভীরভাবে ভালেতেন,এ জন্যে তিনি তাকে পাওয়ার জন্য সুযোগ খোজতে থাকেন।একবার 'উনায়য.াহ তার বান্ধবীদের নিয়ে বেড়াতে যেয়ে 'আরবদের প্রথা অনুযায়ী দারাতুল জুলজুল সরেবরে উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে লাগলো এবং ক্রীড়া কৌতুক করতে থাকলো। ইব্রাউল ক্বায়েস. এ সুযোগে সরোবরের পাড়ে রাখা তাদের সকলের কাপড় নিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের খেলা উপভোগ করতে লাগলেন।'উনায়য.াহ ও তার বান্ধবীরা গোসল সেরে কপড় অনুসন্ধান করতে লাগলো,অবশেষে কবির দুষ্টুমির কথা জানতে পারলো; কিন্তু, কবি সাফ বলে দিলেন, উলঙ্গ অবস্থায় পানি থেকে উঠে যার-যার কাপড় নিতে হবে। কবির কথামত সবাই এস নিয়ে গেল, কিন্তু 'উনায়য.াহ আসতে চাচ্ছিলনা,অনেক অনুনয় বিনয় করার পরও কাজ হলোনা, অবশেষে তাকেও আসতে হলো এবং উলঙ্গ অবস্থায় কপড় নিতে হলো। তখন বেলা হয়ে গিয়েছিল অনেক, ক্ষুধার তাড়নায় তারা কবির কাছে আহারের দাবী জানালো,তাদের দাবী পুরণ করতে যেয়ে কবি নিজের বাহনটি জবাই করে খাওয়ালেন। এটা ছিল তার অনেক বড় কৌশল,এর মাধ্যমে তিনি প্রেমিকাকে কাছে পেতে চাচ্ছিলেন। কবির এ কৌশল অবলম্বন কাজে লেগেছিল, বাড়ী ফেরার পথে তরুণীরা কবির জিনিষপত্র বণ্ঠন করে নিজ-নিজ হাওদায় উঠিয়ে নিল, কিন্তু, কবিকে নিতে কেউ রাজী হলোনা।'উনায়য.াহ যেহেতু কবির চাচাত বোন সেহেতু সংগত কারণেই কবিকে 'উনায়য.াহ এর হাওদায় আরোহন করার আবেদন জানাতে হলো, প্রথমে বোন সে আবেদনটি নাকচ করে দিল,অবশেষে সবার পরামর্শক্রমে আবেদন গ্রহণ করতে হলো,অতঃপর যা হবার হলো,কবি বলেন,

ويوم عقرت للعذاري مطيتي + فيا عجباً من كورها المتحمّل

Dhaka University Institutional Repository

আর সেদিনও স্মরণীয়, যে দিন তরুণীদের জন্য আমার বাহনটি জবাই করে দিয়েছিলাম। আহ! কি আনন্দ ও বিষ্ময়ের ব্যাপার ছিল, সে দিনের উষ্টপৃষ্ঠে উত্তোলিত হওদাহটি। তিনি এ উপভোগের ব্যাপারে বলেন,

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة + فقالت لك الويلات انك مرجل

(আর সেদিন ও স্মরণীয়, যেদিন উনাইয়ার হাওদায় আমি প্রবেশ করেছিলাম। তখন সে আমাকে বলে উঠলো, তোমার উপর অসংখ্য বিপর্যয় নেমে আসুক। তুমিতো আমাকে পায়ে হাটিয়ে ছাড়বে।)

প্রেমিকা 'উনায়য.াহ তার হাওদাহর মধ্যে কবিকে আরোহণ করার সুযোগ দিয়ে কবিকে বলেছিল, لك الويلات انك مرجل

(তোমার ধ্বংস হউক তুমি আমাকে পায়ে হাটিয়ে ছাড়বে) একথা বলার কারণ হলো, তিনি ঐ প্রেমিকার উপভোগের বেলায় যা প্রচেষ্টা চালানোর দরকার তা করতে ভুল করেন নি। তিনি যখন 'উনায়য.াহকে নিয়ে মরুভূমির পথে চলছিলেন, তখন কোন সময় হাওদাহ কবিকে নিয়ে আবার কোন সময় প্রেমিকাকে নিয়ে ঝুকে পড়েছিলো, এর ফলে প্রেমিকা কবির সহিংসতার ব্যাপারে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, প্রেমিকা তাকে বলে উঠলো,

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً + عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل

(যখন আমাদের নিয়ে হাওদাহ ঝুকে পড়লো, তখন প্রেমিকা উনাইয়য.াহ আমায় বলতে লাগলো, হে ইম্রাউল ক্বায়েস.! তুমি আমার উটটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ, তুমি উট থেকে নেমে পড়।)

আলোচ্য শ্লোক থেকে বুঝা গেল, হাওদাহ তাদের উভয়কে নিয়ে ঝুকে পড়েছিলো এর কারণ হচ্ছে কবি তার উপভোগকে দীর্ঘ করার জন্য আসল-রাস্তা ছেড়ে নকল-রাস্তা তথা সংক্ষেপ ও সুন্দর রাস্তা ছেড়ে আঁকা-বাঁকা ও দীর্ঘ পথ বাছাই করে রওয়ানা দিয়েছিলেন এবং উপভোগের তাড়নায় বহুবার তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, এর ফলে উনাইয়য.াহ কবির কাছে এ মিনতি করেছে যে, তিনি যেন বাহন থেকে নেমে পড়েন এবং তাকে আপন অবস্থায় থাকতে দেন! কিন্তু কবি তার নৈকট্যি ও মিলনের উদ্দেশ্য জানিয়ে বলেন,

فقلت لها سيري وأرخي زِمامه + ولا تبعدنى من جناك المعلّل
فمثلك حبلي قد طرقتُ ومُرضعٍ + فألهيتها عن ذي تمائم ومُحول
إذا مابكي من خلفها انصرفت لهْ +بشقٍّ وتحتي شقّها لم يحوّل
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلّل + وإن كنتِ قد أجمعتِ صرمي فأجملي

Dhaka University Institutional Repository

أغركِ منّي أن حبّكِ قاتلي + و إنّك مهما تأوي القلب يفعلِ
وما ذرفت عيناكِ إلا لتضربي + بسهميك في أعشار قلب مقتّل
وبيضة خدر لا يرام خباؤها + تمتّعت من لهو بها غيرُ معْجَل
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً + عليّ حِراصاً لو يسرّون مقتلي
إذا ما الثريّا في السماء تعرّضت + تعرّض أثناء الوشاح المفضّل
فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها + لدي الستر إلا لِبسة المتفضل
فقالت: يمين الله ‘ مالك حيلة + وما إن أري عنك الغواية تنجلي
فقمت بها أمشي تجرّ ورائنا + علي إثرنا أذيال مرط مُرحّل
فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحىٰ + بن بطن خبت ذي قفاف عقنقل
مهفهفة بيضاء غيرُ مُفاضةٌ + ترائبها مصقولة كالسجنجل
تصدّ وتُبدي عن أسيلٍ وتتقي + بناظرة من وحش وَجْرَةَ مطفل
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش + إذا هو نصته ولا بمعطل
وفرعٍ يزينُ المتنَ أسود فاحم + أثيثٍ كقنو النخلة المُتعشكل
غدائره مستشزرات إلي العُلا + تضلّ العقاص في مثنّي ومرسل
وكشح لطيف كالجديل مخصّر + وساقٍ كأنبوب السّقي المذلّل
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها + نؤوم الضحيٰ لم تنتطقْ عن تفضّل
وتعطو برخص غير شتي كأنه + أساريع ظبيٍ أو مساويك إسحل
تضيء الظلام بالعِشاء كأنها +منارة ممسي راهبٍ متبتّل
إلي مثلها يرنو الحليم صبابة + إذا مااسبكرّت بين درعٍ ومجول

(আমি তাকে জবাবে বললাম, আরে সামনে চলো উটের লাগাম ঢিল করে দাও, আর বার-বারবার আহরণীয় তোমার চুম্বন ও আলিঙ্গন ফল থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

তার পেছন দিক থেকে যখন তার সন্তান কেঁদে উঠতো, তখন সে তার দেহের অর্ধাংশ সন্তানের দিকে ফিরিয়ে দিত এবং অর্ধাংশ আমার নীচেই থেকে যেত, যাকে সে ফিরাতো না।

হে ফাত্বিমাহ! তুমি তোমার এ ধরণের অভিমান একটু বর্জন কর। আর তোমার যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত হয়ে-ই যায়, আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার, তাহলে সুন্দর ভাবে ছিন্ন কর।

যদি আমার কোন অভ্যাস তোমার কাছে খারাপ লাগে, তাহলে ধীরে-ধীরে আমার কাপড় তোমার কাপড় থেকে পৃথক করে নাও, তবেই তুমি পৃথক হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে আমার এ বিষয়টাই প্রতারণায় ফেলেছে যে, তোমার প্রেম আমাকে মেরে ফেলবে এবং তুমি আমার হৃদয়কে যা নির্দেশ দিবে তা করেই চলবে।

তোমার নয়ন যুগল থেকে যে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তা যেন তোমার দুইটি তীর যদ্বারা প্রেমের রোগে মৃত প্রায় বিদীর্ণ হৃদয়ে তুমি আঘাত হান।

পর্দানশীল অনেক রমনীর কাছে গিয়ে আমি ধীরে-স্থীরে যৌন উপভোগ করেছি, যাদের ঘর পর্যন্ত পৌছার সাহস কারো হতো না।

অনেক প্রহরী দলকে অতিক্রম করে আমি সে রমণীর নিকট পৌছেছি, যাদের কামনা ছিল আমাকে পেলেই সংগোপনে হত্যা করা। আমি প্রেমিকার নিকট এমন সময় পৌছলাম যখন পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমন্ডলী এমন ভাবে প্রকাশ হয়েছিল যেমনিভাবে মুক্তার মালার মধ্যভাগে স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত দানা চক-চক করে স্পষ্ট হয়।

আমি সে প্রেমিকার কাছে এমন সময় গিয়ে পৌছলাম, যখন সে শয়নের উদ্দেশ্যে পরিধেয় সকল বস্ত্র খোলে শুধু শয়ন বস্ত্র পরেই গৃহের দ্বার প্রান্তে অপেক্ষমান ছিল।

আমি পৌছলে পরে প্রেমিকা বলল, আল্লাহর ক্বসম! এত কড়া প্রহরা

সত্বেও তুমি যখন এ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছ, তখন তোমাকে রোধ করার আর কোন পন্থা নেই। আর তোমার এমন প্রেমান্ধ হওয়া কখনও দূর হবে বলে আমি মনে করি না।

আমরা যখন গ্রামের অঙ্গন ছেড়ে শ্রেণী বিন্যস্ত সুউচ্চ বাঁকা পর্বত মালা বেষ্টিত নিম্নভূমির মাঝা-মাঝি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

তখন আমি তার মাথার উভয় পার্শ্বের চুল ধরে টান দিলাম, ফলে সে আমার উপর ঝোকে পড়লো তখন তাকে সরু কটিদেশ ও পায়ের পুরু নলা বিশিষ্টা দেখাচ্ছিল।

সে রমণী চিকন কোমর বিশিষ্টা, গৌর বর্ণের, তার পেট অতি বড়ও নয় আবার অতিরিক্ত ছোটও নয়। তার সারাটা বক্ষ আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও মসৃন।

সে প্রেমিকা আমা থেকে মুখ ফিরিয়ে একটি সু-প্রশস্ত গন্ডদেশ প্রকাশ করে এবং আজরা বনের বাচ্চা ওয়ালা হরিণী বা বন্য গাভীর চোখের ন্যায় তার অতি সুন্দর নয়নকে অন্তরাল বানিয়ে আত্মরক্ষা করে।

আর শ্বেত হরিণীর গ্রীবার ন্যায় অতি সুন্দর তার একটি গ্রীবা প্রকাশ করে অথবা অন্তরায় বানিয়ে আত্মরক্ষা করে। যা প্রসারিত করলে বিশ্রী দেখায় না, আবার তা হরিণের গলার ন্যায় অলঙ্কার বিহীন ও নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরো প্রকাশ করে বা আত্মরক্ষার কল্পে অন্তরায় বানায় প্রচুর গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর ছড়ির ন্যায় ঘন, লম্বা এবং অতি কালো কেশগুচ্ছকে যা তার পৃষ্ঠ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে।

তার কেশ গুচ্ছ উপরের দিকে উত্থিত। আবার চুল এত প্রচুর যে, তার সিথি গুলো এবং এলো কেশের নীচে মাথার সমুদয় খোপা চুলের ঘনত্বের কারণে হারিয়ে যায়।

সে প্রকাশ করে চর্ম নির্মিত উটের বলগার ন্যায় চিকন ও কোমল কটিদেশকে এবং অতি নরম জলজ মুর্তার ন্যায় অত্যন্ত কোমল ও মসৃন পায়ের গোছাকে।

সে যবী নামক স্থানের উছরু পোকা অথবা ইছহাল নামক বৃক্ষের মিসওয়াকের ন্যায় সু কোমল তুলতুলে আঙ্গুলি দ্বারা আমাকে স্পর্শ করে যা শক্তও নয় আবার মোটাও নয়।

প্রেয়সীর সৌন্দর্যের দীপ্তি রাতের আধারকে আলোকিত করে দেয় মনে হয় যেন সে সংসার ত্যাগী খৃষ্টান সন্যাসীর সন্ধ্যাকালীন বাতি।

সে যখন অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে কামিয পরা নারী ও জামা পরা বালিকাদের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি ধৈর্যশীল ব্যক্তি ও নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে।)

উপরিউক্ত শ্লোক গুলোর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস তার প্রেমিকা উনাইয়ার ভালবাসা লাভ করার আশায় সকল যুবতীদের জন্য তার বাহনটি জবাই করে দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা, নারীরা সাধারণ এমন ধরণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পছন্দ করে থাকে। এ জন্যেই তিনি বিপদের ঝুকি নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি প্রেমিকার হাওদায় আরোহন করেছিলেন এমতাবস্থায় প্রেমিকা তার কাজের রহস্য সম্পর্কে জানে তথাপি তাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, কেননা তিনি ছিলেন ভালবাসার তীব্রতায় দিশেহারা।

ড. আব্দুল হামিদ জিরার ভাষ্য মতে

ذبح الشاعر مطيته للعذاري ليكسب مودة عنيزة ' لأن النساء يحببن الرجل الكريم ' وتجسم المخاطر لأجلها ركب في هودج حبيبته ' وهي تعرف سرّ ما فعل ' وقبلت ذالك لأن فيه ذكاء العاشق الولهان .

নিশ্চয় আরব কবির কাছে নারীর প্রতি তার এমন গুরুত্বারোপ নারীর প্রতি তার চাহিদার কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তার লিঙ্গাত্মক তীব্র ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং তার মনের মধ্যে আনন্দ-উৎফুল্লতা ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রণয় কবিতায় নারীর গুরুত্ব ঐ ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট যা ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী প্রণয় কবিতায় বাস্তবতা হচ্ছে ভোগের বাস্তবতা, স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যে পুঞ্জীভূত। এর মাধ্যমে কবি তার জীবনের সংকীর্ণ কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। অবশেষে তিনি আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে গভীর অনুভূতির সাগরে সন্তরণ করতে থাকেন। ইম্রাউল ক্বায়েসে.র স্মৃতি হচ্ছে অত্র আলোচনার চাবিকাঠি। তার এ স্মৃতিময় আলোচনার জন্যই আমরা আজ শত-শত বৎসর পর তা পাচ্ছি।

অতএব, বুঝা গেল 'আরব কবির সত্ত্বা ও স্মৃতির মধ্যকার সম্পর্ক খুবই মজবুত। তার বস্তুগত উপভোগের স্মৃতি কবিতার মধ্যে একটা সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয় এবং এমন অর্থ নির্ধারণ করে যায় যা মানুষের আক্বল-বুদ্ধি গ্রহণ করে নেয়, মানুষের আত্মা স্বাদ পায়, তারা তাদের স্মৃতিতে ধারণ করে নেয়। আর এভাবে 'আরবী প্রণয় কবিতা সহ সকল কবিতা ইতিহাসে স্থান পায়।

উনাইয়য.াহর অন্তপূরীতে ইম্রাউল কায়েসে.র প্রবেশ করা হচ্ছে বেদনার মাঝে আনন্দ আনতে চেষ্টা করা। উনাইয়য.ার হাওদায় প্রবেশ করে ভোগ করা কবিকে তার জীবনের বঞ্চনার মাঝে ছায়া দান করে। তার হতাশার মাঝে আশার আলো যোগায়। প্রণয় কবিতায় ইম্রাউল ক্বায়েসের নারীর উপর হামলা করা হচ্ছে তার লিঙ্গাত্বক কামনা থেকে উদ্ভূত যে কামনা তাকে খুবই দ্রুত স্বাদ উপভোগের দিকে ধাবিত করে। কেননা তিনি জানতেন যে, তার প্রেমিকার হাওদাহ ছাড়া বাকী হাওদাহগুলো খুবই দ্রুত চলে যাবে এবং তিনি তার প্রেমিকাকে নিয়ে রওয়ানা দিবেন- অচেনা পথে, এতে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করবেন।। তিনি সুযোগমত তাকে নিয়ে উপভোগের সাগরে পৌঁছে যাবেন।

প্রেমিকার কথার মধ্যেও 'আরব কবির উপভোগ রয়েছে। ইম্রাউল ক্বায়েসে.র আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রেমিকার স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে তার কথার বর্ণনা দিয়েছেন যা তার হৃদয়ে দারুণভাবে আঘাত করছে। প্রেমিকার কথার বর্ণনা দিয়ে কবি বলেন-

فقالت: لك الويلات إنك مرجل .

আলোচ্য কথাটি যদিও কবির উপর বদ-দোয়া হয়ে থাকে, তবুও তিনি

পিছপা হন না। কেননা, তিনি এ বদ-দোয়ার রহস্য সম্পর্কে জানেন। এজন্যই তিনি প্রেমিকার এমন কথা বলার পর আরও বেশী নিকটে চলে যান। নিশ্চয় এটা হচ্ছে তার প্রেমিকার প্রার্থনা, যার দ্বারা সে তার ইচ্ছা ও প্রচণ্ড আবেগের মুহূর্তে নিজেকে কবির কাছে সুপোর্দ করে দিয়েছিল। এর ফলে কবির কামনা আরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল! তার সহিংসতাকে আরও প্রবল করে তুলেছিল। তার পৌরুষত্বকে সু-স্পষ্ট করে দিয়েছিল। প্রেমিকার কথার মধ্যে ও কবির উপভোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকার বিপরীত মুখী কথা শুনলে তার মন স্পন্দিত হয়ে উঠে। ইমরাউল কয়েস.কে আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রেমিকার কথাকে স্বরণ করে বলেন, فقالت يمين الله إنك مرجل এভাবে আর বলেন , عقرت بعيري يا امرأ القيس এখানে فانزل শব্দ কবির শ্রবণের উপভোগের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে, কেননা কবি হাওদার মধ্যে কঠিন ভালোবাসার অনুশীলনের মুহূর্তে সে এমন কথা বলেছিল; তখন তিনি প্রেমিকার দিকে এমন ভাবে ঝুকে পড়েছিলেন যে, তার পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। নিশ্চয় যে বিষয়টি কবিকে দারুণভবে উৎফুল্ল করেছিল, তা হচ্ছে প্রেমিকার এমনি কথার শ্রবণ, কেননা তিনি জানতেন যে, এসব কথা তার শক্তি ও পৌরুষত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এটা হচ্ছে, এক অভ্যন্তরীন প্রশংসা। এতদ্বতীত অভিজ্ঞ কবির কাছে এ বিষয়টা সুস্পষ্ঠ যে, আরব্য নারীর প্রেম ১ দ্বারাই পাওয়া যায়। কবি তার প্রেয়সীর সাথে কথা বলতে যে কালগত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, তা কবির উত্তেজনাকে শান্ত করতে পারেনা, তার কামনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনা তার উপভোগের নেশাকে ধবংস করে দিতে সক্ষম হয়না। কেননা আমরা দেখতে পাই, তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই দ্রুতবেগে জবাব দিয়েছেন। তার

ارخي - سيري - لاتبعدني

ক্রিয়াগুলো এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, তার সে প্রেমিকা যেন কথা বলা থেকে বিরত থাকে, যাতে তার উপভোগের সামান্য সময় ও নষ্ট না হয়। আমরা থাকে আরও দেখতে পাই, তিনি তার সাথে কথা বলেন, অত্যন্ত সংক্ষিপতভাবে এবং কর্তিত শব্দে; তখন তিনি স্বাদের অতিশয্যে এবং মিলনের পাগলামিতে হাপাচ্ছিলেন। কবি তার প্রেমিকার পক্ষ থেকে এটাই চাচ্ছিলেন যে, সে যেন তার মৌখিক কথা বন্ধ করে দিয়ে দৈহিক কথা বলার দিকে নিবিষ্ট হয়। অর্থাৎ দেহ দিয়ে তাকে মাতিয়ে তুলতে সহয্য করে।নিশ্চয় 'আরব কবি ইম্রাউল কয়েসে.র কাছে কোন নারীর মৌখিক কথা বলা থেকে দৈহিক কথা বলা অনেক গুণ বেশী পছন্দনীয়। কবি তার ঐ প্রেমিকার জন্য উদাহরণ পেশ করে বলেন, গর্ভবতী মহিলাকে ও আমি তার মৌখিক কথা বলতে সক্ষম হয়েছি। তিনি তার প্রেয়সীর জন্য বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে সে তার দেহের কঠিন মুহূর্তে ও কবির রাত্রে আগমণের উপর রাজি হয়েছে। তিনি আরও উদাহরণ দিয়ে বলেন, দুগ্ধবর্তী নারীও তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পরিত্যাগ করে কবির প্রেমে উম্মত্ত হয়েছে। কবির মিলন ও ভালোবাসা পেতে সে উদগ্রীব হয়েছে। কবি এখানে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী রমণীকে উপস্থাপন করার অর্থ হলো, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী রমণীরা সাধারণতঃ পুরুষের প্রতি তেমন আসক্ত হয় না, কিন্তু এতদ্বসত্বেও কবির প্রতি ঝুকে পড়েছিল একারণে যে, তার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইম্রাউল কায়েস. তার প্রেমিকার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার মানে হলো, তার গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপাস্থাপন, কিন্তু উনায়য.াহর উপর এ বিষয়টা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সে অভিমান করছিল এবং তার সিদ্ধান্তে অঠল ছিল। এদিকে কবি প্রেমিকার সাথে চীর সংশ্লিষ্ট হৃদয়কে তার কাছ থেকে পৃথক করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না; তার ভালোবাসা তাকে শেষ করে দিচ্ছিল; তিনি শুধু তার একটা আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন, যে আদেশের পর তিনি যা ইচ্ছা তা

করবেন। উপভোগের ক্ষেত্রে ইম্রাউল ক্বয়েস. এমন ভাবে বন্ধী হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, তিরি এত উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও কান্না কাটি করেছেন। তিনি ভুলে গেছিলেন যে, তিনি এক জন রাজা ও পুরুষ।

কবি তার প্রেমিকা উনায়য.াহর সামনে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী রমণীর সাথে প্রেমের বর্ণনা এজন্য দিয়েছেন যে, হতে পারে এসব শ্রবণ করে তার মন গলে যেতে পারে, ফলে উপভোগ এর ক্ষেত্রে আর কোন বাঁধা দিবেনা। প্রেমিকার সাথে তার ভালবাসা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, বিধায় তিনি তার কবিতার প্রারম্ভে অবস্থান করেছেন। তার খেল-তামাশাকে প্রেমিকার মিলনের প্রচেষ্টার মধ্যে গণ্য করেছেন। কবি তার বর্ণনায় প্রেমিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, কারণ হচ্ছে অনেক প্রেমিকা হলে অনেক উপভোগের ও সুযোগ মিলবে। তিনি তাদের কাছে প্রার্থনা জানাবেন আর তারা তার পছন্দ মত সবকিছু উজাড় করে দিবে। এভাবে তার উপভোগ সীমাহীন ভাবে চলতে থাকবে।

কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. আমাদেরকে তার প্রেমিকা উনায়য.াহর কাছে পৌছতে যেয়ে কি কৌশল অবলম্বন করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

যখন তিনি তার বাহনকে জবাই করে দিলেন, যাতে এ কৌশল অবলম্বনের দ্বারা তার প্রেমিকার সুরক্ষিত আশ্রয় কেন্দ্রে পৌছতে পারেন। তিনি এমনিভাবে কৌশল অবলম্বন করতে যেয়ে অনেক কষ্ট ভোগ করেন, সম্পদ খরচ করেন, বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। এসবের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার প্রেমিকার ভালবাসা প্রাপ্তি, কেননা তিনি জানতেন যে, তার বড় আরাম ও শান্তি কষ্ট ভোগ ব্যতিত সম্ভব নয়। এদিকে তার কষ্টে প্রেমিকা আনন্দিত হয়, কেননা সে এর মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, সে নিজেই হচ্ছে এ বিশাল পৃথিবীর একমাত্র কাঙ্খিত বস্তু। এর ফলে সে তার সম্পর্ককে আরও দূরত্বে নিয়ে যায়, যাতে প্রেমিকের আকাঙ্খা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। এটা হচ্ছে তার একটা বিশেষ কৌশল মাত্র। এর কারণে কবির উপভোগের টান দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। ফলে তিনি আরও নতুন-নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তার কৌশলের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা حرمان (বঞ্চিত হওয়া) قتل (হত্যা) ও سلب (হরণ করা) কেও জয় করে নেন। 'আরব কবির বর্ণনায় আবধ্য নারীর ভালবাসা অত্যন্ত কঠিন। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. প্রেমিকার আবাসস্থলকে সীমাবদ্ধ করেছেন, সুরক্ষিত করেছেন, আবার এর উপর পাহারাদার বসিয়েছেন; এ সকল পাহারাদারদের উদ্দেশ্য হলো যাতে প্রেমিকার কাছে কেউ পৌছতে পারে না, যদি কাউকে এ প্রচেষ্টায় পাওয়া যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কবি বলেন-

وبيضة خدر لايرام خبائها

(পর্দানশীল অপরূপা সুন্দরী রমণী যাদের ঘর পর্যন্ত পৌছার সাহস করা যায় না) অর্থাৎ সে প্রেমিকা হচ্ছে অপরূপা সুন্দরী, আবার সুরক্ষিত এর উপর আবার পাহারাদার রয়েছে যার দরুন তার কাছে কেউ পৌঁছার সাহস করতে পারেনা। আর এমন হওয়ার কারণে কবি যখন তার কাছে পৌঁছতে পারেন, তখন কবির উপভোগ অনেক গুণ বেড়ে যায়) কবি তাকে পাওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেন। তিনি কোন কোন সময় শিশুতে পরিণত হয়ে পড়েন। শিশু যেমন কিছুই বুঝে না, তিনিও তেমনভাবে কোন কিছু বুঝার চেষ্টা না করেই প্রেমিকার টানে বেরিয়ে পড়েন।

আরবী প্রণয় কবিতায় রাত্রি হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং গোপনীয় জিনিসের আচ্ছাদনকারী। ফলে রাত্রির সাথে কবির সম্পর্ক হচ্ছে স্থায়ী সম্পর্ক। তাদের কবিতায় রাত্রির সৌন্দর্য কোন বানানো সৌন্দর্য নয়। যদিও একে বস্তুগত উপমার দ্বারা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কেননা, রাত্রির গুণাবলী হচ্ছে, ভাবোদ্দীপক গুণাবলী যা কবির অনুভূতির সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখতে পাই, কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েসে.র নিকট রাত হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর, কেননা এটি কবিকে প্রেমিকার মিলনে নিরাপত্তা দান করে। এজন্যে রাতেই তিনি তার প্রেমিকার কাছে নির্জনে আগমন করেছেন, তখন প্রেমিকা রাত্রি যাপনের জন্য কাপড় পাল্টাচ্ছিল।

'আরবী প্রণয় কবিতায় প্রেমিকার আচরন হচ্ছে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে, এর কারণে সে কবির কাছে আরও বেশী উপভোগ্য হয়ে উঠে। ইম্রাউল ক্বায়েস তার প্রেমিকা উনায়য.াহকে অমনোযোগী করে তোলার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্তু প্রেমিকা তার ঐ কৌশলের সাথে পাল্লা না দিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে আচরণ করে। আমরা দেখতে পাই, সে তার প্রেমিক কবিকে বিভ্রান্তি ও অন্ধত্বের দ্বারা তিরস্কার করেছিল, আবার স্বীয় পেছন দিক থেকে ওড়নার প্রান্তভাগ ঝুলিয়ে রেখে টেনে-টেনে যাচ্ছিল যাতে তাদের পদচিহ্ন কেউ বুঝতে পারে না। কবি এসব বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, তার কবিতায় নারীর বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্য হচ্ছে এমন এক শক্তি যা প্রেমিকর আসক্তি মূলক দুঃসাহসিকতাকে সফল করে তোলে। কেননা কবির কাছে সৌন্দর্যের অনুভূতিই হচ্ছে আসল

Dhaka University Institutional Repository

উপভোগ, মিলন হউক বা না-ই হউক। তাদের কথা মত সৌন্দর্যের অনুভূতি এমন এক সুগন্ধময় আবহের সৃষ্টি করে যা অনেক প্রধান ও অপ্রধান সৌন্দর্যের প্রতি মনযোগ সৃষ্টি করে। বুদ্ধিমত্তার উপভোগ ছাড়াও অন্যান্য উপভোগ যেমন- প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে চলার উপভোগ, আকস্মিক উপভোগ, প্রেমিকার সাথে বের হওয়ার উপভোগ হচ্ছে তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুকের উপভোগের ন্যায়। ইম্রাউল ক্বায়েস. এ সকল উপভোগকে একই কাতারে আবদ্ধ করেছেন। তার এ সকল উপভোগ শেষ হয়েছে উনায়য.াহর মাথার উভয় পার্শ্বের চুল ধরে টান দেওয়ার সময় যখন তার দিকে পুরু পায়ের নলা বিশিষ্টা ক্ষীণ কোমর ওয়ালা প্রেয়সী তার দিকে ঝুকে পড়ে।

জাহেলী যুগের প্রণয় কবিতায় নারীর পরোক্ষ বর্ণনা ছাড়াও প্রত্যক্ষ বর্ণনা সবাইকে মোহিত করে তোলে। ইম্রাউল ক্বায়েস. তার প্রেয়সীর গন্ডদেশের মধ্যে স্বীয় উপভোগের চাবিকাঠি খোজে পান। আর এ সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় যখন তার কোমরের কোমলতা ও ক্ষীণতা, পায়ের নলার পুরুত্ব, দেহের গৌরবর্ণ, রৌপ্যের ন্যায় স্বচ্ছ বক্ষদেশ থাকে। প্রেমিকা অভিমান করার সময় যখন কবির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তার প্রশস্ত ও কোমল গন্ডদেশ কবিকে বিসোহিত করে তোলে। প্রেমিকা যখন ভালবাসার নজরে অভিমানী ভঙ্গিতে আড় চোখে তাকায় তখন কবির কাছে মনে হয় বন্য হরিণী বা গাভী তার বাচ্ছার দিকে ভালবাসার নজরে দৃষ্টি দিচ্ছে। প্রেমিকার গ্রীবাদেশ স্বেত হরিণীর গলা প্রসারিত করলে তত সুন্দর দেখায় না কিন্তু তার গলদেশ হরিণীর গলার চাইতে ও উন্নত বিধায় তাকে হরিণীর গলদেশের চাইতে আরো দেখায়। প্রেমিকার গ্রীবাদেশ স্বেত হরিণীর গ্রীবাদেশের ন্যায় স্বচ্ছ, সুন্দর ও কোমল। তবে হরিণী ও অনেক সময় প্রিয়ার কাছে হার মানতে হয়; কেননা প্রেমিকা তার গলা প্রসারিত করলে খুবই সুন্দর দেখায়, কিন্তু হরিণী তার গলদেশ প্রসারিত করলে সুন্দর দেখায় না। প্রেমিকার খেজুর ছড়ির ন্যায় ঘন কেশ গুচ্ছ আবার তা অনেক দীর্ঘ ও কালো, তা যখন পৃষ্ঠদেশ প্রসারিত হয় তখন যে কাউকেই আকৃষ্ট করে দেয়। এতদ্ব্যতীত প্রেমিকার চিকন ও তুলতুলে অঙ্গুলি যখন কবির গায়ে স্পর্শ করে তখন মনে হয় ইছহাল বৃক্ষের নরম ও তুলতুলে মিসওয়াকের ন্যায়।

'আরবী প্রণয় কবিতায় নারীকে একটি উজ্জল আলোর সাথে তুলনা দেওয়া হয়। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. নারীকে তুলনা দেন একজন খৃষ্টান সন্যাসী পথিকের পথ নির্দেশনার জন্য সন্ধ্যা বেলায় গিরিপথে যে উজ্জল বাতি জালিয়ে রাখে ঐ বাতির সাথে। প্রেমিকা যেন তার সৌন্দর্যে পথিকের অন্ধকার পথকে আলোকিত করে দেয়। এর ফলে একজন বিচক্ষণ এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তি ও এমন অপরূপা রমনীর প্রতি নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে। কেননা সে তার সৌন্দর্যের মহত্ব বুঝে

Dhaka University Institutional Repository

পুলকিত না হয়ে পারে না।

জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কবিতাকে যে জিনিস সবচেয়ে বেশী মহান করে তুলেছে তা হচ্ছে তাদের কবিতার স্থায়ীত্ব। আজ থেকে শত-শত বছর পূর্বে তারা কবিতা বলেছিল, কিন্তু তাদের কবিতা আজও পুরাতন হয়ে যায়নি বরং ভাল লাগে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের সুন্দর বর্ণনা ভঙ্গি এবং উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ। তারা ভোগের এমন উপকরণের আশ্রয় নিয়েছেন যা পুরাতন হবার নয়। তাদের কবিতার স্থায়ীত্ব হচ্ছে তাদের শৈল্পিক মহত্বের উপর একটি দলীল, যেভাবে মানুষের কর্ম সম্পাদনের বিস্ময়কর শক্তি তার ব্যক্তিত্বের উপর দলীল হয়ে থাকে। তাদের কবিতা হচ্ছে এমন কবিতা যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আকর্ষণ করে এবং আবেগের তলদেশকে উদ্বেলিত করে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইম্রাউল ক্বায়েস.। তার কবিতা হচ্ছে অনেকটা স্বাধীন। তার কবিতায় রয়েছে متعة دائمة বা স্থায়ী উপভোগ। ইম্রাউল ক্বায়েস. তার কবিতায় বলেন-

سموت إليها بعدما نام أهلها + سمو حباب الماء حالاً علي حال
فقالت سباك اللّه إنك فاضحي + ألست تري السّمّار والناس أحوالي
فقلت يمين اللّه أبرح قاعداً + ولوقطّعو رأسي لدبك وأصالي
حلفت لهاباللّه حلفة فاجر + لناموا فما إن من حديث صال
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت +هصرتُ بغصنٍ ذي شماريخَ ميّال
وصرنا إلي الحسني ورق كلامنا ورضتُ فذلّت صعبةً أيّض إذلال
فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها + عليه القتام سيّء الظن والبال
يغطّ غطط البكر شدّ خناقه + ليقتلني والمرء ليس بقتال
أيقتلني والمشرفي مضاجعي + مسنونة زرق كأنياب أغوال
وليس بذي رمح فيطعنني به + وليس بذي سيف وليس بنبّال
أيقتلني وقد شغفت فؤادها + كما شغف المهنوئة الرجل الطالي
وقد علمت سلمي بعلها +بأن الفتي يهدي وليس بفعّال

(আমি আমার প্রেমিকার দিকে তার পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর পানির বুদবুদের পরিবর্তীত অবস্থার ন্যায় দারুনভাবে উচ্ছল আসক্তিতে জড়িয়ে পড়লাম।

সে বলল, আল্লাহ তোমাকে বন্দী করুন। তুমি আমাকে লজ্জিত করে ছাড়বে। তুমি কি দেখছ না যে, আমার চারিপাশে সাধারণ মানুষ ও খোশগল্পকারী ব্যক্তিরা রয়েছে।

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার প্রেমে পাগল বেশে এখানে বসে থাকবো, যদিও

Dhaka University Institutional Repository

কেউ আমার মস্তক দ্বি-খন্ডিত করে দেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ছাড়ে।

আমি প্রেমিকার তরে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির শপথের ন্যায় শপথ করলাম যে, তার পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি তার কাছে যাবো তখন ওখানে থাকবে না কোন কথা-বার্তা বা কোন প্রবেশকারীর প্রবেশ।

অনেক বাদানুবাদের পর যখন সে মেনে নিল তখন আমি ঝুকে পড়া খর্জুর কাঁদির ন্যায় তার ঘন-কালো চুলগুচ্ছ ধরে টান দিলাম।

অবশেষে আমরা সুখের জগতে চলে গেলাম, আমাদের কথা নরম হয়ে আসলো। আমি তাকে প্রশিক্ষিত করে তুললাম ফলে সে সকল জটিলতার নিরসন ঘটালো।

আমি তার প্রেমে পাগল হয়ে পড়লাম। আর তার জীর্ণ-শীর্ণ কালো বর্ণের মন্দ ধারণা পোষণে ওস্তাদ তার স্বামী।

সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত উটের গলায় রশি এটে যাওয়ায় যেমন শব্দ করতে থাকে, অনুরূপভাবে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকাতে লাগলো। সে আমাকে হত্যা করার জন্য পাহারায় বসে নাক ডাকাচ্ছে অথচ সে হত্যা করার লোক নয়। সে কি আমাকে হত্যা করবে, অথচ আমার পরিচালক রীতিমত আমার শয্যা সঙ্গী। ভূতের ন্যায় সর্বদা দন্ডায়মান।

সে কি আমাকে হত্যা করবে, অথচ আমি প্রেমিকার অন্তরে আসক্ত হয়েছি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি উষ্ট্রীকে আলকাতরা মাখাতে গিয়ে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

সালমা তার স্বামী থাকা সত্ত্বেও একথা বুঝতে পেরেছে যে, যুবকটি তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে, তার সাথে কেউ পারার নয়।

আলোচ্য কবিতায় কবির প্রেমিকাকে দেখতে পাই যে, সে প্রথমে বাধা প্রদান করছে আবার খেজুরের কাঁদির ন্যায় তার ঘন কালো চুল গুচ্ছ ধরে টান দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। তিনি তাকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছেন আর সে হঠকারীতা প্রদর্শন করার পর তাকে সহবাস পর্যন্ত করার সুযোগ প্রদান করছে।

ইব্রাউল ক্বায়েসের কাছে প্রণয় কবিতায় নারী হচ্ছে প্রকৃতির এমন অংশ যা শেষ হবার নয়। উপভোগের এমন এক উৎস যা শুকিয়ে যাবার নয়। কবির দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে এমন একটি গণ-সম্পত্তি যার তুলনা ঘাস ও পানির সাথে দেওয়া চলে কেননা ঘাস ও পানির কোন মালিকানা থাকতে পারে না।

প্রণয় কবিতায় তিনি যে সকল গুণাবলীর দ্বারা নারীকে গুণান্বিত করেছেন, তাতে বুঝা যায়

Dhaka University Institutional Repository

নারী হচ্ছে প্রকৃতির একটি অংশ। যেমন তার বর্ণিত দুইটি গুণ- هصرت بذي غصن ذي شماريخ فذلت صعبة أي إذلال এবং ميال দ্বারা বুঝা যায় নারী হচ্ছে এমন একটা উত্তম গণ-ভূমির ন্যায় যার রয়েছে অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যা কারো ব্যক্তি মালিকানায় নয়।

কবির দৃষ্টিতে নারী এক মহা মর্যাদাবান স্থান দখল করে আছে, সে এক ভোগ্য কমনীয়তায় চিত্রিত হয় যা মানুষের স্বাদ ও ভালবাসাকে টেনে নিয়ে যায়। এমন অবস্থায় নারীর প্রতি কবির মনোযোগ হচ্ছে এমন এক সৌন্দর্যের মনোযোগ যা মানবিক উৎফুল্লতার এক প্রকার, কেননা কবিতা হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এক রোমান্টিক উৎফুল্লতা।

অতএব, নারীর ক্ষেত্রে ইম্রাউল ক্বায়েসে.র মনোযোগ হচ্ছে সৌন্দর্যের মনোযোগ যা কবির প্রসন্ন চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত হয়। তবে একে ধর্মের ফ্রেমে আবদ্ধ করে নয়,বরং স্বাদ বা উপভোগ হচ্ছে এমন জিনিস যা পূর্ণ উপলব্ধি, অনুভূতি ও চিন্তা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। আর ইম্রাউল ক্বায়েসে.র নিকট প্রায় কবিতায় উপভোগের উৎসের বর্ণনা এমন চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত যা নারীর প্রেমকে সহজ করে দেয়, শঙ্কা দূরীভূত করে, ভ্রমণের কষ্ট দূর করে দেয়, প্রেমিকা ও কবির মধ্যকার ভালবাসাকে মজবুত করে।

ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কাছে প্রণয় কবিতায় ব্যবহৃত উদাহরণগুলো এমন নয় যে, তা শুধুমাত্র বর্তমান কর্ম-ময়দান থেকে আরেক জগতের দিকে স্থানান্তর বরং তা হচ্ছে এমন উন্নত উদাহরণ যা বাস্তবায়িত হয়।

সুতরাং নারীর সাথে কবির বর্তমান কর্ম ব্যস্ততা সুন্দর-সুন্দর উদাহরণ পেশ করতে ভুলিয়ে দেয় না। নিশ্চয় তিনি তার স্বাদ ও উপভোগকে অনুশীলন করেন এবং সংবরণ করেন, ফলে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও স্বার্থপরের ন্যায় ঘুরতে দেখা যায় না। তিনি সুবিধাবাদী উপভোগকে ও বাস্তবায়িত করতে চান না, বরং তিনি তার কামনা ও প্রেমিকার কামনাকে এক করতে চান। তিনি তার প্রেমিকার সাথে সৃষ্ট হওয়া সংঘর্ষ ও বিরোধকে এড়িয়ে চলতে চান, তার সাথে কোমল হন এবং সর্বদা তাকে সহযোগিতা করেন।

এখানে কবির অবস্থান হচ্ছে চারিত্রিক অবস্থান; কেননা, তিনি তার ও তার প্রেমিকার মধ্যকার বিরোধকে সন্তুষ্টির নজরে দেখতে চান। তিনি উভয়ের স্বার্থকেই রক্ষা করতে চান।

মোট কথা, জাহেলী যুগের 'আরব কবির কাছে প্রচলিত হলো, প্রণয়ের ক্ষেত্রে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হলেও উপভোগ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। সুতরাং পূর্বের আলোচনা অনুসারে আরব কবির কাছে উপভোগ হচ্ছে এমন বিষয় যার অনেক উৎস রয়েছে, সবগুলোই ক্ষুধা নিবারণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঠোঁটদ্বয়, চক্ষুযোগল, ঘাড়, মুখমন্ডল, কোমর, উরুদ্বয়, চুল, বক্ষ ইত্যাদি হচ্ছে উপভোগের বিশাল ময়দান। এ সকল এলাকা হচ্ছে দৈহিক উপভোগের মজবুত কেন্দ্রবিন্দু, যখন তাতে অনুভূতির তীব্রতা জাগ্রত হয়। 'আরব কবির কাছে বস্তু জগতের অনুভূতির পর নারী দেহের উপভোগের তীব্রতা জাগ্রত হয়। অনুভূতি জাগরুক হয় বিচ্ছেদের যন্ত্রণার পর, যেভাবে উত্তেজনার কর্ম আলোকময় হয়। আর এ কারণেই আরব কবির কবিতায় অনুপস্থিতির অনুভূতি ও উপস্থিতির অনুভূতি একীভূত হয়েছে।

উপভোগের বেলায় আমরা ত্বরফাহ ইবনে আব্দ আল-বকরীর কবিতাকেও উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন-

فلولا ثلث هن من لذة الفتي + وجدك لم أحفل متي قام عودي
فمنهنّ سبقي العاذلات بشربة + كميت متي ما تغل بالماء تزبد
وكرّي إذا نادي المضاف مجنّباً + كسيد الغضا نبّهته للتورد
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب + ببيهكنة تحت الخباء المعمد

(যুবকের তথা আমার শখের তিনটি বস্তু যদি না হতো, তাহলে তোমার ইজ্জতের কসম! আমার শয্যার পার্শ্ব থেকে আমার সাক্ষাৎকারীরা কবে উঠে চলে যাবে তার পরওয়া আমি করতাম না। অর্থাৎ তিনটি প্রধান শখের জিনিস নিয়ে আমি বেঁচে থাকি।

সেগুলোর মধ্য হতে একটি হচ্ছে নিন্দুকের নিন্দা উপেক্ষা করে উন্নত মদিরা পান, যাতে পানি মেশানো মাত্র বুদবুদ উঠে যায়।

২য়টি শত্রু পরিবেষ্টিত বিপন্ন ব্যক্তির আর্তনাদে গাজা বনের তৃষ্ণার্ত ও তাড়িত নেকড়ে বাঘের ন্যায় যে দ্রুতগামী বক্র অগ্রপদ বিশিষ্ট উন্নতমানের ঘোড়াকে বিপন্ন ব্যক্তির দিকে ফিরিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা। অর্থাৎ শত্রু আক্রান্ত বিপন্ন লোককে সাহায্য করাই হচ্ছে আমার ২য় শখের কাজ।

আর আমার শখের ৩য়টি হচ্ছে সুমধুর মেঘাচ্ছন্ন দিনে সুউচ্চ তাবুর ভিতরে অতি তুলতুলে ও কোমলদেহী রমনীর সাথে দিন কাটানো।)

ত্বরফাহ ইবনে আব্দ-আল বকরীর আলোচ্য কবিতার আলোকে আমরা জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার যে সকল বৈশিষ্ট পাই তা হচ্ছে।

প্রণয় কবিতার রচনাকারী জাহেলী যুগের আরব কবিদের কাছে উপভোগের বড় কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে নারী তবে সে নারী স্বাস্থ্যবতী হতে পারে, যেমন ত্বরফাহর কাছে নতুবা ক্ষীণ হতে পারে। যেমন- ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কাছে উপভোগের উৎসস্থল নারীকে উপলক্ষ করে তরফাহ বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب + ببهكنة تحت الخباء المعمد

এ শ্লোকের মর্ম উপরে উল্লেখিত আছে।

তরফাহ আরও বলেন-

ووجه كأن الشمس ألقت ردائها + عليه نقي اللّون لم يتخدّد

অর্থাৎ তার চেহারায় যেন সূর্য তার চাদর ঢেলে দিয়েছে। এর উপর রয়েছে রঙের স্বচ্ছতা যার কারণে ত্বক কুঞ্চিত হয়ে যায় না। এর মর্ম হচ্ছে কবির খাওলা নাম্নী প্রেমিকা যৌবনের প্রারম্ভে ও জীবনের বসন্তকালে অবস্থান করছে বিধায় সে কবির উপভোগের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। নারীর দেহরাজ্যে উপভোগের অনেক এলাকা রয়েছে। ইম্রাউল ক্বায়েসের মত ত্বরফাহ ও সে এলাকাগুলোর বর্ণনা দিয়ে বলেন-

وفي الحي أحوي ينفض المرد شادن + مظاهر سمطَيْ لؤلؤ وزبرجد

وتَبْسِمُ عن ألمي كأن منوراً+ تخلّل حرّ الرمل دعص له ندِي

(সে গোত্রে রয়েছে আমার এমন এক প্রেমিকা যার রয়েছে গাঢ় লাল বর্ণের দু'টি ওষ্ঠ, যে বাবলা গাছ থেকে আহরণকারিনী হরিনীর ন্যায় (অর্থাৎ ফল আহরণ করা কালে তার দীর্ঘ গলদেশ যে কাউকে আকৃষ্ঠ করে) এবং সে ঐ হরিণীর ন্যায় যে মোতি ও যাবারজদের দু'টি হার পরেছে। (অর্থাৎ হরিণীকে ফল আহরণ করা কালে বৃক্ষের পাতায় আবৃত হওয়ায় যেমন- সুন্দর দেখায়। তেমনি প্রেমিকাকে তার কাপড়ের দ্বারা আবৃত অবস্থায় অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

প্রেমিকা মুচকি হাঁসলে তার গাঢ় লাল ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দন্তরাজি প্রকাশ পায় যাকে মনে হয় খাটি বালুকাময় স্থানে উর্বর বালুর টিলায় ফুটন্ত বাবুনা ফুলের ন্যায় চমৎকার। (অর্থাৎ ফুটন্ত বাবুনা ফুল যেভাবে তার চারিপ্বার্শ গাঢ় লাল এবং মধ্য ভাগ সাদা হয় তেমনি প্রেয়সীর গাঢ় লাল ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে সাদা দন্তরাজি প্রেমিককে পাগল করে দেয়। আবার বালুকাময় ভূমিতে হওয়ায় অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্মল। এর ফলে তা আকর্ষণের আরেকটি কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।)

জাহেলী যুগের আরবী প্রণয় কবিতায় নারী প্রকৃতিগতভাবে সুগন্ধময়। তাদের থেকে সুগন্ধির বিচ্ছুরন ঘটে থাকে। কবি ইম্রাউল ক্বায়েস বলেন-

خليليَّ مرّابي علي أمّ جندب + نقضّ لبانات الفؤاد المعذّب

ألم تريا كلما جئت طارقاً + وجدت بها طيّباً وإن لم تطيّب

(হে আমার বন্ধু উম্মে জুন্দুবের উপর আমার তিক্ততায় আমার ব্যথিত হৃদয়ের সকল অভিলাষ ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কি দেখনি যে, যখনই আমি আমার প্রেমিকা দরজায় কারামত করেছি, তখনই

Dhaka University Institutional Repository

আমি তার কাছে একটি সুগন্ধি পেয়েছি, যদিও তার সুগন্ধি ব্যবহারের অভ্যাস নেই। (৮)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, জাহেলী যুগের প্রণয় কবিতায় উপভোগ হচ্ছে কোন সময় গভীর অনুভূতির ছায়াতলে আবার কোন সময় কল্পনা শক্তির ছায়াতলে। প্রণয় কবিতায় উপভোগ বা স্বাদ কবিকে স্থায়ী ভাবে প্রেমিকার আত্মার প্রতি এক শৈল্পিক গতিতে প্রবৃত্ত করে যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। প্রণয় কবিতায় প্রেমিকা প্রতিভাত হয় একক ভাবে বা একাধিক ভাবে, বস্তুগতভাবে বা প্রতিকী ভাবে।

'আরবী প্রণয় কবিতায় নারীর প্রতি প্রেম হচ্ছে অস্তিত্বমূলক প্রেম, মূল বাড়ীর প্রতি প্রবাসীর প্রেম, মূলের প্রতি শাখার প্রেম, কেননা প্রণয় কবিতায় নারী হচ্ছে সকল ধাঁ-ধার সমাধান, সকল প্রশ্নের জবাব, জীবনের সকল অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা।

'আরবী প্রণয়ের কবি তার প্রেমিকার প্রেমে পড়েন। তাকে সকল জায়গায়ই খোজে বেড়ান, কেননা, সে কবির জীবনের বড় একটি দিক স্বার্থক করে দেয়। প্রেমিকার সাথে তার সাক্ষাৎ হচ্ছে যেন হারানো বস্তুকে ফিরে পাওয়া। কবির স্বাদ বা উপভোগ পরিপূর্ণ হয় যখন অনুপস্থিত স্বত্তার সাথে উপস্থিত সত্তার মিল হয়, এটা হচ্ছে বিচ্ছেদ ও মিলনের স্বাদ।

(ঙ) সততা (الصدق)

জাহিলী যুগের প্রণয় কবিতায় আমরা 'আরব কবিদের সততার পরিচয় পাই, কেননা আমরা দেখতে পাই তারা এমন দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন যা তারা দেখেছেন। এমন জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন যা তারা যাপন করেছেন। এমন স্মৃতির বর্ণনা দিয়েছেন যাতে তারা দগ্ধ হয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

প্রথমত: আবেগের ক্ষেত্রে আমরা জাহেলী যুগের 'আরব কবিদের সততাকে পাই খুবই পরিস্কার, কেননা তারা তাদের অনুভূতি প্রকাশে কখনও গোপনীয়তার আশ্রয় নেননি। তাদের আত্মায় যা প্রতিভাত হয়েছে তা তারা প্রকাশ করতে কখনও লজ্জাবোধ করেন নি। যা তাদের মনে এসেছে তা-ই তারা প্রকাশ করেছেন। তারা কান্নাকাটি করেছেন দ্ব্যর্থ ভাবে। আবার স্বীয় মনকে শান্তনা ও দিয়েছেন স্পষ্ট ভাবে।

দ্বিতীয়ত: কল্পনার ক্ষেত্রেও তাদের সততাকে আমরা খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই; কেননা এ যুগের 'আরব কবিদের বর্ণনা ধারণামূলক নয় বরং তা হচ্ছে বাস্তব। তারা যে বর্ণনাই দিয়েছেন, তা হয়তোবা তারা নিজ চোখে দেখেছেন, আর না হয় শুনেছেন, আর না হয় তারা এর কাছে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত ছিলেন অথবা সে ঘটনায় তারা পতিত হয়েছেন। তারা সকল জগৎ সম্পর্কেই আলোচনা করেন তা ছোট হউক-বড় হউক, মহান হউক-হীন হউক, সবগুলোতেই তারা অনুশীলন করেছেন। তাদের আত্মা ও তাদের চিত্র দুইটির মধ্যেই রয়েছে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

অধিকাংশ কবিদের বেলায় এমনই হয়েছে। বিশেষত, যুহাইর বিন আবী সূলমা ও ইম্রাউল ক্বায়েসের কবিতা। তবে কারো-কারো কবিতা এর ব্যতিক্রম ও বটে, যেমন- হ্বারিস ইবনে হিল্লিয.হ আল -ইয়াশকুরী ;কেননা ,তিনি তার বাহনকে বাস্তভিটায় বেধে রেখেছেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারনা মুলক কথা বলেছেন।

তৃতীয়ত: প্রকাশ ভঙ্গির বেলায় ও তাদের দেখা যায় তারা একেবারে সৎ,সহজ ও সরল । তারা কোন চাকচিক্য বা চম্যৎকারীত্বের আশ্রয় নেননি। তারা তাদের আবেগ অনুসারে যা বর্ণনা করার ইচ্ছা তা করেছেন। আর এরকম বর্ণনার কারণে তাদের বলতে হবে তারা তাদের বর্ণনায় সত্যবাদী,কেননা চাকচিক্যের আশ্রয় নিলে অবশ্যই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতো একথাই প্রতিভাত হয়েছিল ড.শুকরী ফয়ছালের ভাষায়. তিনি বলেছিলে (৯)

وأما مظاهر الصدق في التعبير ، فلعلّ خير ما يماثلها أن هؤلاء الشعراء الجاهليين لم يقصدوا إلي التأنق في التعبير وإلي الزخرفة فيه.. كانوا ينساقون في المنحي الذي تسوقهم إليه عواطفهم وما تقذف به هذه العواطف علي ألسنتهم من تعابير ..فلا يرجعون إليها من صقل متكلف ولا في زينة متصيّدة.

(আর প্রকাশ ভঙ্গির সততার বা সরলতার ব্যাপারে কথা হচ্ছে,জাহেলী যুগের ঐ সকল কবিদের মধ্যেই সম্ভবত উত্তম ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল ,তারা তাদের আবেগ অনুসারে যা ইচ্ছা করতো তা-ই তারা বলে দিত। এর জন্য তারা কোন লৌকিকতার আশ্রয় নিত না)

(চ) গভীর অনুভূতি ও উপস্থিত বাক্‌শক্তি
(الإرهاف والحساسية)

জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয় কাব্যে 'আরব কবিদের এই দু'টি বৈশিষ্ট বিষেশভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারা যখন কোন বিষয়ের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বা আংশিক সৌন্দর্যে নিপতিত হতেন,যা তাদের মনকে মাতিয়ে তোলে, তা তাদের হৃদয়ের অনুভূতিতে ধারণ করে সাথে সাথে সুন্দরভাবে চিত্রায়ন করে দিতেন, এর জন্য আলাদা চিন্তার

কোন প্রয়োজন হতো না বা কারো সাথে বুঝা পড়ার কোন প্রয়োজনও হতোনা তাদের। এটা

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে তাদের খোদা প্রদত্ত শক্তি; আমরা 'আন্তারাহ ইবনে শাদ্দাদকে দেখতে পাই, তিনি প্রেমিকার দাঁতের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন; তিনি প্রেমিকার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যখানের সুন্দর দন্তরাজিতে চুমু খেতে যেয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-(১০)

إذ تستبيك بذي غروب واضح + عذبٍ مقبَّلُه لذيذ المطعم
وكأنّ فارةَ تاجرٍ بقسيمةٍ + سبقت عوارضَها إليك من الفم
أو روضةً أُنُفاً تضمّن نبْتها + غيثٌ قليل الدمن ليس بمعلم

(সে তোমাকে তার স্বচ্ছ ধারালো দন্তরাজি দ্বারা তোমাকে বন্দী করে ফেলবে, এদের মধ্যে যে দন্তগুলোতে চুমু খাওয়া যায় তা অত্যন্ত সুমিষ্ট, যে দন্তরাজির খাবার সুস্বাদু খাদ্য হওয়ায় তার উত্তমতা আরও বাড়িয়ে তোলেছে।

তার মুখের মধ্যে কোন দুর্গন্ধের তো প্রশ্ন-ই আসেনা বরং সুগন্ধি হচ্ছে এমন যে, তা যেন মেশক নামক সুগন্ধি ব্যবসায়ীর সুগন্ধির পাত্র থেকে বিচ্ছুতি সুগন্ধির ন্যায়। অথবা ঐ বাগানের সুগন্ধির ন্যায় যাতে মানুষ বা পশুর বিচরণ ঘটেনি, এবং তাতে উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হওয়ায় তার সুগন্ধিকে নষ্ট করে দেয়নি।)

এমনিভাবে তার আলোচনাকে দীর্ঘ করেছেন। এর জন্য তার কোন বেগ পেতে হয়নি। তিনি যেন এতটুকু বলে ফেলেছেন নিজের অজান্তেই। এভাবে নাবিঘাহ যুবয়ানী ও ইম্রাউল ক্বায়সে.র কবিতাকেও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

(ছ) দুঃসাহসিকতা (الجرأة)

জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতায় 'আরব কবিদের দেখা যায় তারা সৌন্দর্যমূলক বর্ণনায় অনেক দুঃসাহসিকাত দেখিয়েছেন। তারা দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় অনেক গভীরে পৌছে গেছেন। প্রেমিকার চেহারার উজ্জলতার বর্ণনা, লম্বা ও খাটো হওয়ার বর্ণনা, অঙ্গুলির বর্ণনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগের বর্ণনা, আবার তা এমন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, যেন বর্ণিত বস্তু শ্রোতার একেবারে সামনা-সামনি পৌছে যায়। কোন-কোন কবিকে আরও গভীরে পৌছে যেতে দেখা যায়। তারা প্রেমিকার গ্রীবাদেশের বর্ণনা, চুলের বর্ণনা, কটি দেশের বর্ণনা, নিতম্ব দেশের বর্ণনা তারা স্বাভাবিক গতিতে দিয়েছেন। কোন-কোন কবিকে এর চাইতেও গভীরে পৌছে যেতে দেখা গেছে, তারা প্রেমিকার পায়ের নলার বর্ণনা এমন কি স্তনযুগলের বর্ণনা দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। যেহেতু, জাহেলী যুগের আরব কবিগণ এ সকল বর্ণনা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, সেহেতু আমরা

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয় কবিতার এ দিকটাকে দুঃসাহসিকতা হিসেবে ধরে নিব। ড. শুকরি ফয়ছল এ বিষয়কেই বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি যা বলেছেন, তার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো-(১১)

فهؤلاء الشراء الجاهليون إذن لم يقفوا عند هذه المظاهر الخارجية القريبة من صور أحبتهم ولكنما تجاوزوها ، ومن هنا كان لنا أن نصف هذا النوع من الغزل بأنه جرىء .

(জাহেলী যুগের এ সকল কবিগণ যেহেতু প্রেমিকার বাহ্যিক দৃশ্যের কাছে অবস্থান করেননি বরং আরও অতিক্রম করেছেন, সেহেতু এদিক থেকে আমরা তাকে বলব, সে একজন দুঃসাহসী কবি)

(জ) স্পষ্টতা (الوضوح)

জাহেলী যুগের 'আরব কবিগণ তাদের কথাকে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করেছেন। এতে তাদের কোন লজ্জাবোধ হয়নি। তারা তাদের বর্ণনার সময় প্রতিকীভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন নি। তাদের মধ্য থেকে যারা দুঃসাহসিকতার সীমা পেরিয়ে গেছেন তারা প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করবেন না এটাই স্বাভাবিক কথা, যেমন- 'আমর ইবনে কুলসুম। কিন্তু যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন তারাও যা-ই বলেন, তাতে তাদের কোন অস্পষ্টতা নেই, যেমন- 'আন্তারাহ ইবনে শাদ্দাদ এর দাঁতের বর্ণনা। মোট কথা জাহেলী যুগের কবিদের কবিতায় বিশেষতঃ প্রণয় কবিতায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা হচ্ছে 'আরব কবিদের এক আলাদা বৈশিষ্ট্য। (১২)

(শব্দগত বৈশিষ্ট্য (الخصائص اللفظية)

(ক) কাব্যিক চিত্র

কাব্যিক চিত্র হচ্ছে কবিতার মূল ভিত্তি, কেননা কবিতার শৈল্পিক চিত্র কবির রোমান্টিক মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। এর মাধ্যমে কবি তার কবিতার উপকরণের সংযুক্তি ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি অদৃশ্য জগৎকে দৃশ্যে আনতে সক্ষম হন। হাযি.ম আল-ক্বারতাজী বলেন (১৩)

إنّ المسموعات تجري من الأسماع مجري المرئيات من البصر .

(নিশ্চয় শ্রুত সকল বিষয় দৃশ্যমান সকল বিষয়ের ধারায় পরিচালিত হয়।)

তিনি আরও বলেন, (১৪)

إن المعاني هي الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان.

(নিশ্চয় অর্থ হচ্ছে, চোখে দেখা জিনিসের অর্জিত চিত্র। আর এজন্যই আমরা কবির কবিতায় ব্যবহৃত শব্দবলীকে অনেক অর্থবহ হিসেবে পেয়ে থাকি।) কবিতায় صورة বা চিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বর্হিজগত এর উপলব্ধি অনুযায়ী মানব মেধায় অঙ্কন হতে এসেছে। আর যে সকল শব্দাবলী শ্রোতার কাছে ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্রকে বর্ণনা করে তা হচ্ছে ঐ চিত্রের বুনন যন্ত্র। মূলত চিত্র হচ্ছে, অনুভূতির প্রতিলিপি, ড. জামীল ছালীবার ভাষায়- (১৫)

بقاء أثر اللإحساس في النفس بعد زوال المؤثر الخارجي، ولذالك قال بعضهم إنها ذكري الإحساس .فالصورة من طبيعة الإحساس، لأنها في الغالب نسخة منه ، وهي ظاهرة نفسية بسيطة إلا أنها ليست كاللإحساس أولية . وقد قيل : الإحساس صورة أولي ، والصورة إحساس ثان.

বাহ্যিক প্রভাবের পর মানবাত্মায় অনুভূতির প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। এজন্য সমালোচকদের কেউ-কেউ বলেন, এটা হচ্ছে অনুভূতির স্মৃতি স্বরূপ। অতএব, চিত্র হচ্ছে অনুভূতিরই মূল-রূপ,কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্র-ই হচ্ছে অনুভূতির অংশ মাত্র।এটা হচ্ছে মনজগতের উত্তম বহিপ্রকাশ। তবে এটি সরাসরি অনুভূতি নহে। অন্যমতে, অনুভূতি হচ্ছে প্রধান চিত্র এবং চিত্র হচ্ছে দ্বিতীয় অনুভূতি।)

ড. জামীল ছালীবা 'আরবী কাব্য চিত্রের কয়েকটি সংখ্যা বর্ণনা করেন, তা হচ্ছে নিম্নরূপ-(১৬)

(১) অনুভূতিমূলক চিত্র (الصورة الإحساسية)
(২) দৃষ্টিমূলক চিত্র (الصورة البصرية)
(৩) শ্রুতিগত চিত্র (الصورة السمعية)
(৪) ঘ্রাণগত চিত্র (الصورة الشمّية)
(৫) স্পর্শগত চিত্র (الصورة اللمسية)
(৬) প্রতিক্রিয়ামূলক চিত্র (الصورة الإنفعالية)
(৭) উপভোগমূলক চিত্র (الصورة الذوقية)
(৮) অভ্যন্তরগত চিত্র (الصورة الباطنية)
(৯) সঞ্চালনগত চিত্র (الصورة الحركية)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার চিত্র হচ্ছে অনেক উন্নত। আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন যুগের 'আরব কবিগণ তাদের কবিতার চিত্রকে প্রাকৃতিক ধারায় সাজিয়েছেন। মূলত, মানব মনের এটাই কামনা যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা জয় করা যায় এমন সকল বস্তু বা অনুরূপ বস্তুকে তার ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজানো হউক। 'আরব কবিগণ এজন্যেই চিত্রায়নের ক্ষেত্রে প্রাণীর গলদেশকে তথা

Dhaka University Institutional Repository

বুকের উপরিভাগকে ঘাড়ের অধীনে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাজিয়েছেন। যেমন কবি ত্বরফাহ ইবনে আব্দিল বকরী বলেন-(১৭)

وجمجمة مثل العلاء كأنما + وعي الملتقي منها إلي حرف مبرد

وخدٌّ كقرطاس الشامي مشفر + كسبت اليماني قدّه لم يُجرّد

(প্রেয়সীর উষ্ট্রীর মাথার খুলি কামারের লৌহ-পৃষ্ঠের ন্যায় অতি শক্ত, যাকে সংযুক্ত করা হয়েছে রেত-কঠিন একটি হাড়ের প্রান্তভাগে। অর্থাৎ এমনিতেই তার মাথার খুলি লৌহ-দণ্ডের ন্যায় মজবুত, একে আরও মজবুত করে দিয়েছে রেতের মত মজতুব হাড়ের সাথে সংযুক্তি।

তার গণ্ডযুগল সিরিয়া দেশের কাগজের ন্যায় মসৃণ ও চকচকে, আর তার ওষ্ট যুগল অকর্তিত, শোধিত, ইয়ামনী চামড়ার ন্যায় সুললিত সুন্দর।)

'আরব কবিগণ চিত্রায়নের ক্ষেত্রে উপমা বা তাশবীহের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এটা হতে পারে, প্রচলিত তাশবীহ বা নতুন উদ্ভাবিত তাশবীহ, তাদের এমন চিত্রায়ন শ্রোতার কাছে বেশী গৃহীত হয়ে থাকে। কবিতার মধ্যে তাশবীহের আকর্ষণ অনেক। বিশেষত, 'আরবী কবিতার সাথে তা এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, কবি যেন তাশবীহ ছাড়া কবিতা-ই বলতে পারছেন না। 'আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ বলে থাকেন, তাশবীহ কোন সময় হয়ে থাকে আকৃতির বেলায়, কোন সময় অর্থের বেলায়, কোন সময় গুণে, কোন সময় অবস্থা ও পদ্ধতিতে যেমন- কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেন, (১৮)

وجيدها كجيد الريم ليس بفاحش +إذاً هي نصته ولا بمعطل

(আর শ্বেত হরিণের গ্রীবার ন্যায় প্রেমিকার রয়েছে, অতি সুন্দর গ্রীবা; তা প্রসারিত করলে বিশ্রী দেখায় না। অর্থাৎ- হরিণ তার গলা প্রসারিত করলে বিশ্রী দেখায়, কিন্তু প্রেমিকা তার গলা প্রসারিত করলে বিশ্রী দেখায় না। এছাড়া হরিণের গলায় অলংকার নেই, কিন্তু প্রেমিকার গলায় অলংকার থাকায় তার সৌন্দর্য হরিণের চাইতে ও অনেক বেশী)

এখানে প্রেমিকার গলদেশকে হরিণের গলদেশের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

নিশ্চয় 'আরবী প্রণয় কবিতার কাব্যিক চিত্র হচ্ছে, কবির অভ্যন্তর চিত্রের বহিপ্রকাশ। এর মাধ্যমে কবি তার আবেগ-অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ঘটান। এ বহিপ্রকাশে সংযুক্ত হয়, তার অতুলনীয়-চমৎকার শব্দাবলীর দ্বারা গঠিত উপযুক্ত বাক্যাবলী, এর সাথে সংযুক্ত হয় ছন্দমিল, তাকে এসে সজ্জিত করে অলার শাস্ত্রের অলঙ্কার , তার উপর আরেকটি অলঙ্কার হচ্ছে বর্ণনার অতুলনীয় কলা-কৌশল ,এর উপর রয়েছে সুন্দর অর্থাবলী, তাতে আবার স্পন্দন যোগায় সুরের

Dhaka University Institutional Repository

মর্ছনা। সব মিলিয়ে কবির কবিতা এমন রূপ লাভ করে যে, তাতে মনে হয় তিনিই সাহিত্য জগতের একমাত্র উজ্জল নক্ষত্র, তার মত আর কেউ নেই। জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার ক্ষেত্রে যাকে আমরা প্রসিদ্ধ হিসাবে পাই ,তিনি হচ্ছে ইম্রাউল ক্বায়েস. সুতরাং তার কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রের কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো। কবি বলেন, كأني غداة البين يوم تحمّلوا + لدي سمرات الحيّ ناقف حنظل বিরহের প্রভাতে তারা যখন যাত্রা করল ,তখন আমি গ্রামের বাবলা বৃক্ষের হানযল চূর্ণকারী ব্যক্তির ন্যায় অনর্গল অশ্রুপাত করছিলাম।

কবি তার কবিতায় বলেছেন- ناقف حنظل এর দ্বারা তিনি বিচ্ছেদ বেলার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে তার স্মৃতির জগতে ফিরে গেছেন। তিনি ناقف حنظل বলার উদেশ্য হচ্ছে ,তিনি তার চোখের অশ্র দমাতে পারছিলেন না। কবি তার চিত্রের বর্ণনায় দৃষ্টিমূলক চিত্র শ্রুতিগত চিত্র, এবং ঘ্রাণমূলক চিত্রের সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন। কবি উম্রাউল ক্বায়েস. আর ও বলেন,

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي + بسهميك في أعشار قلب مقتّل

وبيضة خدر لايرام خباؤها + تمتعت منلهو بها غير معجل

تجاوزت أحراساً وأهوال معشر + علي حراص لو يسر مقتل

হে প্রয়সী , তোমার নয়নযুগল থেকে যে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তা যেন তোমার দুইটি তীর যার দ্বারা আমার চূর্ন-বিচূর্ণ হৃদয়ে আঘাত করা হয়।

অনেক প্রভাপশালী, ডিমের মত অক্ষত অপরূপা সুন্দরী রমণী যাদের আত্নীয় স্বজনের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তাদের ঘর পর্যন্ত পৌছার সাহস কেউ করতে পারতনা, আমি তাদের গৃহে গিয়ে বিনা তাড়া- হুড়ায় অতি ধীরে-স্থীরে যৌন-আনন্দ উপভোগ করেছি। কারো ভয় ভীতি আমাকে আটকাতে পারেনি।

অনেক প্রহরী-দলকে অতিক্রম করে অমি সে রমণীর কাছে পৌছেছি। যাদের কামনা ছিল আমাকে পেলেই গোপনে হত্যা করে দেয়া।)

কবি এখানে তার হৃদয়েকে চিত্রায়ন করেছেন। তার বর্ণনা মতে, হৃদয় ভালবাসার জ্বালায় এমন ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে যে, তার স্মৃতি যেন হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হয়। এ বর্ণনার দ্বারা কবি-মানস পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি ভালবাসার বিচ্ছেদের তিক্ততায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এ ভালবাসা হচ্ছে মরুভূমির মধ্যে অনুশীলন করা ভালবাসা, সে অনুশীলন হয়েছিল কোন সময় সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপের উষ্ণতায়, আবার কোন সময় হয়েছিল চন্দ্র-তারকার আলোর ঝলকের হাঁসিতে। কবির এ অনুশীলন ছিল নগ্ন অনুশীলন, এটা ছিল ভালবাসার তরঙ্গে আন্দোলিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন, পিপাসার্ত পর্যটকের প্রেমের উদাহরণ। কবির এ চিত্র রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে প্রেমিকার পদচারনার স্মৃতিকে চিত্রিত করে। প্রেয়সীর নেত্রদ্বয়ের তীরে ছিদ্র করা হৃদয়কে চিত্রিত করে। আহত প্রেমিকের প্রণয়-উপকরণকে চিত্রিত করে।

কবির কথা وبيضة خدر (অন্তপুরীতে রক্ষিত ডিমের ন্যায় শুভ্র ও স্বচ্ছ) এর দ্বারা প্রেমিকার সৌন্দর্যের মানদণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে,যা সমকালীন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। কবির এ চিত্রায়ন প্রেমিকার পরিপূর্ণ দৈহিক রূপ-লাবণ্যের একটি বৃহৎ প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর দ্বারা তার দৈহিক কোমলতা, পরিপুষ্ট গঠন ছাড়াও তার প্রখর মেধার প্রতি ইঙ্গিত করে, তার বংশগত প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিও দালালাত করে।

আলোচ্য কাব্যিক চিত্রের বস্তুগত দিক তথা বাহ্যিক দিক তাশবীহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চিত্রকে নির্ণয় করে, এ তাশবীহ হৃদয়ের স্পন্দন যোগায়। কবির وبيضة خدر (অন্তপুরীর ডিম) তাশবীহ ব্যবহার হচ্ছে রূপক জিনিস বুঝানোর জন্যে, আর তা হচ্ছে কবির মনের চিত্রকে স্পষ্ট করার জন্যে। তবে কবির অভ্যন্তরীণ চিত্র কোন-কোন সময় বাহ্যিক চিত্রের সাথে বিরোধ ঘটায়, এ বিরোধ মূলতঃ কোন বিরোধ নয় বরং পূর্ণ মিল না হওয়া। অর্থাৎ পূর্ণ মিল না থাকলেও আংশিক থাকবে।

ইব্রাউল ক্বায়েসে.র রচিত এ চিত্র হচ্ছে নারীর স্থায়ী চিত্র যা ধ্বংস হয়ে যায় না। নারীর এমন সুন্দর চিত্র একজন পুরুষের হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। কবি এমন সুন্দর চিত্রায়নের দ্বারা তার মানসিক অস্থিরতাকে দূরীভূত করেন। যে অস্থিরতার শুরু হয়েছিল মরুভূমিতে বিচরণের কারণে। এটা হচ্ছে, তার গ্রাম্য জীবন থেকে শহুরে জীবনের দিকে ধাবিত হওয়া।

কবিতার অভ্যন্তরীণ চিত্র হচ্ছে মূলত, নারীর চিত্র তবে তার সাথে সংযুক্ত হয় মরুময় জীবন। অতএব, কবির কথা عيناك ذرفت (তোমার নয়ন যুগল যে অশ্রুপাত করে) এ বাক্যটি কবির বিচ্ছেদের পর ভালবাসার উষ্ণতাকে বর্ণনা করে, আর এ বর্ণনায় নারীর কান্না হচ্ছে পিপাসার্ত মরুভূমির উপর আকাশের এমন বর্ষণের ন্যায়, যার দ্বারা মরুভূমি পরিতৃপ্ত না হয়ে আরও উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, এমনিভাবে কবির হৃদয় কান্নার দ্বারা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে, পরিতৃপ্ত হয় না।

কবির এ চিত্রায়ণের দ্বারা বুঝা যায়, তার হৃদয়ের ভগ্নতা পরিপূর্ণ হয়ে যায় প্রেমিকার মিলনের দ্বারা। প্রেমিকার মিলনে তার হৃদয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এজন্য তিনি তার মিলনের জন্য শত বাঁধা ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হন। কবির কাছে মিলনের স্থান হচ্ছে মৃত্যুরও উপরে, আর এজন্যে তিনি মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হন।

Dhaka University Institutional Repository

কবির কথা يسرون مقتلي (তারা আমাকে গোপনে হত্যা করবে) এর দ্বারা কবি তার নির্ভীকতা ও বেপরোয়া হওয়াকে চিত্রায়ণ করেছেন। এটা হচ্ছে, মরুভূমির মানদণ্ডের উপর এক হঠকারী চিত্র। এটা হচ্ছে, পরাধীনতার গ্লানি থেকে স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপ। এটা হচ্ছে, পরিচয় দানের চিত্র যা মানবতার গভীর অনুভূতিকে চিত্রিত করে।

কবি সম্রাট ইম্রাউল ক্বায়েসে.র আলোচ্য কবিতায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সবাইকে হার মানিয়েছে, অতীতে এবং বর্তমানেও। এটা তার মধ্যে থাকা সুপ্ত চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। এটা দালালত করে যে, কবির মধ্যে অসংখ্য অগণিত চিত্র লুক্কায়িত রয়েছে। লাবীদ ইবনে রাবি'আহ ইম্রাউল ক্বায়েসে.র অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন তম্মধ্যে তার নিম্নোক্ত বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-

سبق (اى امرؤالقيس) العرب الى ابتدا عها (اى الصور) استحسنتها العرب واتبعته فيه الشعراء۔ منه استيقاف صحبه والبكاء فى الدّيار ورقة النسيب ، و شبه النساء بالظباء والبيض واجاد فى التشبيه ۔

(ইম্রাউল ক্বায়েস. 'আরব কবিদের চিত্রায়নের উপর অগ্রবর্তী হয়েছেন। তার চিত্রায়ন 'আরব কবিগণ গ্রহণ করেছেন। কবিগণ মেনে তাকে নিয়েছেন,তার অনুসরণ করেছেন। তার চিত্রায়নের মধ্যে বিশেষত হলো তার.বন্ধুদের থামানো, বাস্তুভিটার উপর ক্রন্দন, প্রণয়ের কোমলতা, নারীকে হরিণীর সাথে এবং ডিমের সাথে তুলনাকরণ। তিনি তাশবীহের দ্বারা বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।)

নিশ্চয় কবি ইম্রাউল ক্বায়েস. তার চিত্রায়নের দ্বারা জগতের সাথে সন্ধিস্থাপন করেন। আমরা দেখতে পাই, তিনি তার প্রেমিকার সাথে চলার সময়কার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে রয়েছে যে, প্রেমিকা কবির পেছনে চাদর টেনে টেনে চলছিল, যাতে তাদের উভয়ের পদচিহ্ন মুছে যায়। কবি বলেন-

على اثرينا ذيل مرط مرحل+ خرجت بها تمشى تجرّ ورائنا

(প্রেমিকাকে বের করে নিয়ে যখন চলছিলাম। তখন প্রেমিকা আমাদের উভয়ের পদচিহ্নের উপর চিত্রাঙ্কিত পশমী চাদরের আঁচাল টেনে-টেনে আমার পেছনে চলছিল।)

কবি তার প্রেমিকার এ বৈশিষ্ট্য চিত্রায়নের দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তাকে তুলে ধরেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা আরব কবিদের চিত্রায়ন সম্পর্কে জানতে পারলাম, তারা তাদের চিত্রায়নের দ্বারাই তাদের কবিতার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাদের চিত্রায়ন হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

মনের জগতের চিত্রায়নকে অত্যন্ত সততার সাথে সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়ন। তাদের চিত্রায়নের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নারী, নারীর চিত্রায়ন এর সাথে সংশ্লিষ্ট হতো আরো অনেক বিষয়। নিম্নে তাদের কবিতার শাব্দিক বৈশিষ্টের আরো কয়েকটি আলোচনা করা হলে।

(খ) সুরের ঝংকার

জাহেলী যুগের 'আরবী কবিতায় সুরের ব্যঞ্জনা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষতঃ 'আরবী প্রণয় কবিতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তাদের কবিতার বাহ্যিক সুরের সাথে অভ্যন্তরীণ সুরের অপূর্ব মিল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কবিতায় দেখা যায়। তিনি বলেছেন-

هصرتُ بفودي رأسها فتمايلت + علي هضيم الكشح ريّا المخلخل

(তখন আমি মাথার উভয় পার্শ্বের চুল ধরে টান দিলাম। সে আমার উপর ঝুকে পড়লো। তখন তাকে চিকন মাজা ও পরিপুষ্ট পায়ের নলা বিশিষ্টা দেখাচ্ছিলো।)

আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখতে পাই, هصرت ক্রিয়ার মধ্যে هاء অক্ষরের পরে অনুগামী হয়েছে صاد অক্ষর। অতএব এ শব্দে হট্টগোলের সাথে শক্তিশালী শাব্দিক সুরের মুর্ছনা এক প্রশান্ত, নম্র ও ভদ্র মুর্ছনার সাথে মিলিত হয়েছে। আবার এ নম্রতাকে আরও নম্র করে দিয়েছে تمايلت শব্দের অনুগমন, তাকে আরও নম্র করে দিয়েছে فاء অক্ষরের সংযুক্তি, একে আরো নম্র করে দিয়েছে হ্বারাকাতের সমন্বয় (فَ+تَ+مَ+يَ+لَ), এবং এ নম্রতাকে আরো ও প্রশান্তিময় করে তুলেছে এবং হৃদয়ের মধ্যে নতুনভাবে স্পন্দন যুগিয়েছে ঐ মুহূর্তটকু যখন তিনি চুম্বন করার মুহূর্তে একজন অপরূপা সুন্দরী নারী তার প্রতি ঝুকে পড়েছিল। অতএব, تمايل শব্দের স্পন্দন হচ্ছে هصرت ক্রিয়ার সাড়া দানমূলক স্পন্দন, যা বাহ্যিক জগতের সাথে তাল মিলিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে ঘটেছে। দুইটি ক্রিয়া একই মুহূর্তে ঘটেছে তবে দুইটি ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ঘটেছে, একটি হচ্ছে বাহ্যিক অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ। আর এ জন্যেই আমরা বলতে পারি, নিশ্চয় هصرت ক্রিয়ার সুরের ঝংকার হচ্ছে বাহ্যিক ঝংকার এবং تمايلت ক্রিয়ার সুরের ঝংকার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সুরের ঝংকার।

এমনিভাবে আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র অন্যান্য কবিতার মধ্যে দেখতে পাই, তিনি শব্দের মধ্যে হুরফের ধারাবাহিকতায় সুরের ঝংকার ঘটিয়েছেন। তার ব্যবহৃত শব্দ بيضة - خدر - تمتعت শব্দগুলোতে ضاد - دال - تاء ات এর সম্মিলন ঘটিয়েছেন, আবার দুইটি خاء এসেছে

Dhaka University Institutional Repository

خدر এবং خبأوها এর মধ্যে। অতঃপর تجاوزت - أحراسا - حرصا - يسرون শব্দগুলোতে তিনি زای - سين এবং صاد এর সম্মিলন ঘটিয়েছেন। এ ধারাবাহিকতা যেন কোন ঘন্টার প্রতি অক্ষর সমষ্টির ধারাবাহিক আঘাত, যাতে সুমিষ্ট সুরের ঝংকার সৃষ্টি হয়।

নিশ্চয় এ সকল আওয়াজের ব্যঞ্জনা যা অক্ষর মিল থেকে উদ্ভুত হয়, তা হচ্ছে কবিতার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। মূলতঃ ভাষার স্বর হচ্ছে এ জগতের অস্তিত্বশীল বস্তু। এটা জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, আর এ কারণেই সাহিত্যের চিত্র ভাষার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়।(১৯)

(গ) শৈল্পিক চিত্রায়ন (التصوير الفنّي)

কবিতার শৈল্পিক চিত্র কবির অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে থাকে। কবির অন্তরে উঁকি দেওয়া সকল বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করে। শৈল্পিক চিত্র হচ্ছে, মনের ভাব প্রকাশের একটি বাড়তি মাধ্যম। যে বিষয়ে আমরা প্রচলিত ভাষায় বর্ণনা করতে অক্ষম, সে বিষয়ে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিশেষত, অনুভূতি আগ্রহ ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি উন্নত মাধ্যম, আর এ জন্যই কাব্যিক অর্থ সমূহের প্রাচুর্য শৈল্পিক চিত্রায়নেই এসে থাকে। প্রচলিত বাক্যে কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করার পর তাতে একটি মাত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়, কিন্তু শৈল্পিক চিত্রের মাধ্যমে তাতে সীমাহীন চিত্র উপস্থাপন করা যায়। শ্রোতা এর মধ্যে স্থান ও কাল হিসেবে অনেক নতুন জিনিসের সাক্ষাৎ পায়, যা সে আগে দেখেনি। নিম্নে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্প : 'আরবী প্রণয় কবিতার শৈল্পিক চিত্রের কল্পনার জগতে যে বিষয় পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধন করে তা হচ্ছে عقل ও قلب এবং فكر ও عاطفة (বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয় এবং চিন্তাশক্তি ও আবেগ) অর্থাৎ عقل ও قلب এর মাঝে فكر এবং عطفة এর সমন্বয়। 'আরবী প্রণয় কবিতার কাব্যিক চিত্রের ছায়া দীর্ঘ ও খাটো হয় কবির কল্পনার শক্তি অনুসারে, হৃদয়ের আবেগের বিশুদ্ধতা অনুসারে। এর উৎপত্তি হয় বুদ্ধিমত্তার আলো থেকে এবং এটি পরিপুষ্ট হয় চিন্তা জগতের খাবারের দ্বারা।

'আরবী প্রণয় কবিতার خيال বা কল্পনা এমন নয় যে, এটা বহির্জগৎ হতে অর্জন করা যায় বরং এটা হচ্ছে এমন শক্তি, যা অনেক নতুন বিষয়কে সংযুক্ত করে। خيال বা কল্পনা হচ্ছে, এমন একটি বীজ স্বরূপ, যা কবিকে অনেক দূরবর্তী ও নিকটবর্তী পরিবেশে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়, কেননা এতে রয়েছে বিদীর্ণ করার গুণাবলী। 'আরবী প্রণয় কবিতার চিত্র মানবীয় কল্পনার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে বন্দী এবং মানুষের চমৎকার, নতুন ও শৈল্পিক চিত্র গঠনে তার দক্ষতার কাছে বন্দী। এটা হচ্ছে এমন এক শক্তি যা নিজ থেকে উৎসারিত এবং শ্রোতার কাছে গৃহিত।(২০)

শব্দ ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে শিল্প : জাহিলী যুগের 'আরবী প্রণয়ের কবিতায় শৈল্পিক চিত্রের কল্পনার জগৎ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন শব্দ-ভান্ডারের দিকে নিবিষ্ট হই, তখন দেখতে পাব, তার দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রয়েছে, এভাবে ওয.নের ক্ষেত্রে এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও প্রভাব দেখতে পাব। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনও কখনও আমরা তাদের দেখতে পাই, তারা একজন আরেকজনের অনুকরণ করছেন, আবার কখনও-কখনও তাদের দেখা যায়, আরেকজনের অনুকরণ করেননি; বরং স্বাধীনভাবেই তারা কবিতা বলছেন। যেমন- 'আবীদুবনুল আবরাছের কথা- تبين صاحبى أترى حمولا.. তিনি তার এ কথার দ্বারা تبصر خليلى জাতীয় কথা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। 'আবীদুবনুল আবরাছ এভাবে অনুকরণ থেকে আরও দূরে অবস্থান করেন তার নিম্নোক্ত কথার দ্বারা। তিনি বলেন, لمن حمال قبيل الصبح مزمومه.. তার এমন কথার দ্বারা তিনি ওয.নের শৃঙ্খল থেকেও বেরিয়ে এসেছেন।

আবার তাদের কবিতার মধ্যে এমন কিছু শব্দাবলী পাওয়া যায়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা অপর কবিদের থেকে আরও দূরত্বে অবস্থান নিয়েছেন। আমরা কবি বিশর ইবনে খায.ীমকে দেখতে পাই, তিনি শব্দের ক্ষেত্রে অনুকরণ করেননি, ওয.নের ক্ষেত্রেও অনুকরণ করেননি, এমনকি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেও অনুকরণ করেননি, তিনি বলেন-

الابأن الخليط ولم يزاوروا + - وقلبك فى الظعائن مستعار

এ শ্লোক হচ্ছে তার ক্বাসীদার প্রথম শ্লোক; এ শ্লোক দিয়ে তার কবিতা শুরু করেছেন, অথচ অন্যান্য কবিগণ তাদের কবিতা শুরু করেন প্রশ্ন দিয়ে।

পথের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিল্প : 'আরবী প্রণয় কবিতার শৈল্পিক চিত্রায়নের মধ্যে আমরা যখন পথের বর্ণনা বা বাহন পরিচালনার বর্ণনার প্রতি তাকাই,তখন কবিদের দেখতে পাই তারা মাজায., ইস্তি'আরাহ ইত্যাদি বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। এর মূলে রয়েছে, তাদের শক্তিশালী কল্পনা অর্থাৎ তাদের পরিপুষ্ট কল্পনার দ্বারাই তারা বাক্যকে সাজিয়ে সুশৃঙ্খলিতভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন, এ ব্যাপারে বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন, যুহায়র বিন আবী সু.লমা।

'আরবী প্রণয় কবিতার শৈল্পিক চিত্রায়নে হাওদার বর্ণনায় 'আরব কবিদের দেখা যায়, তারা হাওদার সরাসরি বর্ণনা করেছেন আবার কোন-কোন সময় এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। যেমন হাওদার কাপড়, কাপড়ের পার্শ্ব, কাপড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ ইত্যাদি। তাদের এ

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) হাওদার সরাসরি বর্ণনা (খ) চলমান অবস্থায় হাওদার বর্ণনা (গ) হাওদার রং এর বর্ণনা। নিম্নে এ তিনটি বর্ণনার কিঞ্চিত বিবরণ প্রদত্ত হলো-(২১)

(ক) হাওদার সরাসরি বর্ণনা : এ ব্যাপারে 'আরব কবিগণ বিভিন্ন প্রকার তাশবীহ ব্যবহার করেছেন। যেমন

مرقس الاكبر হাওদাকে বড় খেজুর গাছের সাথে তুলনা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

لمن الظّعن بالضحي طافيات + شبهها الدوم، أو خلايا سفين

(চাশতের সময় চলমান হাওদাগুলো কার? যেগুলোকে খর্জুর বৃক্ষ বা চলমান নৌকার সাথে তুলনা দেয়া চলে।) لبيد بن ربيعة হাওদাকে ঝাউগছের সাথে তুলনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

حفزت وزايلها السراب كأنها + أجزاع بيشة أثلها ورضامها

(বাহনের জন্তুগুলোকে হাঁকানো হলো, তারা ধু-ধু মরিচিকাময় প্রান্তর অতিক্রম করে চলল। ওগুলো তখন বীশাহ্ উপত্যকার প্রান্তভাগের ঝাউগাছের সারি ও সুবিশাল পাথর রাজির ন্যায় একে طرفة নৌকার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

كأن حدوج المالكية غدوة +خلايا سفين بالنواصف من دَدِ

(বিচ্ছেদের প্রভাতে মালিক গোত্রের আমার হাওদাগুলো দাদ্ উপত্যকার (নদীর) খরস্রোতে চলমান বড়-বড় নৌকার ন্যায় সুউচ্চ ও দ্রুতগামী দেখাচ্ছিল।)

(খ) চলমান অবস্থায় হাওদার বর্ণনা : চলার সময় হাওদার অবস্থা কেমন হয়। এর বর্ণনায় তারা কোন সময় ঢেউয়ের সাথে তুলনা দেন, আবার কেউ নৌকার সাথে তুলনা দেন। যেমন কোন কবি বলেন,

تبين صاحبى أترى حمولا + يشبه سيرها عوام السفين

(বন্ধু খেয়াল করে দেখ, কোন বোঝা বাহনকারী পশু দেখা যায় কি না, যাকে তুলনা করা যায় নৌকার সন্তরণের সাথে।)

ত্বরফাহ্ ইবনে 'আব্দিল বকরীর ভাষায ঃ

يجور بها الملاح طوراً ويهتدى +عدولية أو من سفين ابن يامن

كلاقسم الترب المفايل باليد + يشق حباب الماء حيزومها بها

(যে নৌকাগুলো 'আদওলী কিংবা নৌকা শিল্পী ইবনে য়ামীন নির্মিত। মাঝি-মাল্লাহুরা যে গুলোকে কখনো বক্রাকারে কখনো সোজা করে চালায়।

আর ধুলি-খেলার বালক ধুলা-বালুর গড়া স্তুপ স্বহস্তে ছেদ করার ন্যায় যে নৌকাগুলোর বক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

পানির উত্তাল তরঙ্গকে কেটে চলে।)

(গ)হাওদার রং এর বর্ণনা : তাদের কেউ-কেউ হাওদার রং নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে বেশী অংশে লাল রংয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। যু.হায়র ইবনে আবী সু.লমার এমনই এক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

كأنّ فتات العهن فى كل منزل +نزلن به حب الفنالم يحطم

(যে সব স্থানে তারা অবতরণ করেছিল, সে সব স্থানে রঙ্গীন উলের ছোট-ছোট টুকরো গুলো দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তা অভগ্ন রতি দানার ন্যায় পড়ে আছে।)

প্রাচীন 'আরবী প্রণয়ের কবিগণ সফর ও সফরের বাহন সম্পর্কে আলোচনার মধ্য মিশ্রিত ভাবে নারীর আলোচনা করতে ভুলে যাননি। ইঙ্গিতে হলেও তারা আলোচনা করেছেন। আর মূলত, যেহেতু তাদের আলোচনা হচ্ছে প্রণয়মূলক আলোচনা, সেহেতু এদিকে তাদের ইঙ্গিত থাকা স্বাভাবিক।(২২)

নারীর বর্ণনার ক্ষেত্রে শিল্প : জাহেলী সমাজের গ্রাম্য ও শহুরে জীবনে সুন্দর বলতে নারী সমাজকে বুঝাতো। অতএব, জাহেলী কবিগণ তাদের সংকীর্ণ জীবনে সুন্দরের অনুভূতিতে নারীর সৌন্দর্য ব্যতীত আর কিছু খুঁজে পেত না। 'আরব কবিগণ নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও প্রশংসা করত এবং তাকে খুবই মজবুত করে বলতো, কিন্তু নারী তাদের সাথে অবস্থান করতো তার দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। তাদের কাছে নারী হচ্ছে সফল সৌন্দর্যের দৃশ্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু, ফলে তারা তাদের একঘেঁয়ে জীবনের বৈচিত্র আনতে তাকে ছাড়া আর কাউকে খোজে পেত না। এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাদের কবিতায়, কেননা তারা সৌন্দর্য সম্পর্কে সঙ্গীত রচনা করলে নারীর সৌন্দর্য নিয়েই সঙ্গীত রচনা করত; সৌন্দর্যকে স্পর্শ করলে নারীকেই স্পর্শ করত; সুন্দরের উদাহরণ পেশ করলে নারীকে-ই পেশ করত। মোট কথা, নারী হচ্ছে তাদের কাছে এমন এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক, যার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে আরো অসংখ্য অগণিত সৌন্দর্য। তাদের কাছে এ সৌন্দর্যের স্থান হচ্ছে সব সৌন্দর্যের উর্ধে। এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে ড. শুকরী ফয়ছলের ভাষায়, তিনি বলেন,(২৩)

وكذالك نري أنّ المرأة كانت شيئاً هاماً في حياة البادية وفي حياة الجاهلي العاطفية والجمالية ..إنها، في صورة أخري من صورة التعبير ، لغة الجمال المشتركة بين هؤلاء الجاهليين يلتقون عندها ، ويشتركون جميعاً فيها، ويتحدّثون بها ويجيّدون الحديث، كلّ بالحظّ الذي قُدّر له..إنّ جمال المرأة هو الصورة المثلي للجمال .. إنه يفوق كلّ شيء سواه .

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) বর্ণনা রীতি (الأساليب)

জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতার বর্ণনা রীতি উল্লেখ করতে গেলে সর্ব প্রথম আমাদের চোখে পড়ে তাদের ব্যবহৃত তাশবীহ। এটা তাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। মন-মাতানো কোন জিনিস দেখলেই তাশবীহের মাধ্যমে তাকে সাজিয়ে তুলতে তারা অভ্যস্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র কবিতাকে উল্লেখ করতে পারি। তার প্রধান তাশবীহ গুলো হচ্ছে-

الترائب كالسجنجل- (বক্ষ আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ)

الجيد كجيد الرّيم- (গ্রীবাদেশ শ্বেত হরিণীর গ্রীবাদেশের ন্যায়)

الفرع كقنو النخل- (লম্বা-কেশ খেজুর গুচ্ছের ন্যায়)

الكشح كالجديل- (কটিদেশ উটের বলগার ন্যায়)

الساق كأبنوب المذلّل- (পায়ের গোছা কোমল পাইপের ন্যায়)

الانامل كأساريع ظبى- (অঙ্গুলি য:বী নামক স্থানের তুলতুলে উসরো' পোকার ন্যায়)

الوجه المشرق كأنه منارة ممسى راهب- (উজ্জল চেহারা খৃষ্টান সন্যাসীর সান্ধ্যকালীন বাতির ন্যায়)

এমনিভাবে نابغة ذبيانى এর কবিতাকে উল্লেখ করতে পারি, তার কবিতায় ব্যবহৃত প্রধান তাশবীহ হচ্ছে-

النظرة كنظرة الشادن (দৃষ্টি নব যৌবনা হরিণীর দৃষ্টির ন্যায়)

صفراء كالسّيراء (তার হলুদ বর্ণ হরিদ্রা বর্ণের ডোরা কাটা রেশমী কাপড়ের ন্যায়)

القامة كالغصن- (গঠন বৃক্ষের নতুন গজানো কোমল ডালের ন্যায়)

تترائى كالشمس- (দৃশ্য সূর্যের ন্যায়)

او كالدرة- (অথবা মুক্তার ন্যায়)

الكالدمية- (অথবা মর্মর পাথরের ন্যায়)

البنان كالعنم- (অঙ্গুলির অগ্রভাগ 'আনাম গাছের ন্যায় লাল বর্ণের)

এমনি ভাবে অন্যান্য কবিগণ ও তাশবীহের মাধ্যমে স্বীয় চিত্রায়নকে সাজিয়ে তুলতেন। তবে তাদের ব্যবহৃত তাশবীহের মধ্যে কিছু বৈপরীত্য দেখা যায়। আর তা হচ্ছে, কেউ-কেউ তাশবীহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতেন। যেমন ইম্রাউল ক্বায়েস., নাবিগাহ, 'আমর ইবনে কুলসুম। আবার কেউ-কেউ তাশবীহের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতেন। যেমন- আ'শা ও 'আন্তারাহ। তবে মূল বিষয়ে তেমন

Dhaka University Institutional Repository

বৈপরীত্য দেখা যেত না। যেমন তারা হরিণ-হরিণীর দ্বারা বেশী তাশবীহ দিতেন; অতএব, নাবিগাহর কাছে এর বর্ণনা হচ্ছে شادن (নব যৌবনা হরিণী) আর ত্বরফাহর কাছে তা হচ্ছে خذول تراعى (বাচ্চা থেকে পৃথক হরিণী) অর্থাৎ বর্ণনা ভিন্ন হলেও বিষয় প্রায় কাছাকাছি।

জাহেলী যুগের কবিদের প্রণয় কবিতার বর্ণনার মধ্যে দুইটি বিশেষ দিক দেখা যায়। এর একটি হচ্ছে বাহিরের জীবনের কঠোরতা যা তাদের গ্রাম্য ও শহুরে উভয় জীবনেই পাওয়া যায়।

অপরটি হচ্ছে, তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের কোমলতা, যা তাদের মানসিকতার মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের কোমলতার মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার হয় এবং কঠোরতার মধ্যে অনুভূতির চিত্রায়ন হয়। তাদের প্রকৃতি হলো কোমলতা, কিন্তু তাদের কঠোর জীবন এ কোমলতাকে ফুটিয়ে তুলার জন্য প্রস্তুত হতে দেয় না। উদাহরণ হিসেবে আমরা ইম্রাউল ক্বায়েসে.র সুক্ষ অনুভুতির প্রতি তাকালে দেখতে পাই, তার প্রেমিকার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, কবির সহানুভুতি ও ভালবাসা; এর মধ্যে রয়েছে কবির আহবানের প্রতি সাড়া দান। কিন্তু যখন তার বর্ণনাকে আমরা আবৃত্তি করব, তখন দেখব তিনি প্রেমিকার চোখ এবং গভীর চাহনীকে বন্য বাচ্চা ওয়ালী গাভীর সাথে তুলনা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নাবিগাহ যু.বয়ানীর প্রতি তাকালে দেখতে পাব, তিনিও তার প্রেমিকার দৃষ্টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তার চাহনির মধ্যে রয়েছে সচেতনতা, কোমলতা, নম্রতা, অনুভূতিশীলতা। কিন্তু কবি একে বর্ণনা করেছেন, بمقلة شادن مترب (নব যৌবনা হরিণীর চাহনির দ্বারা) বাক্য দ্বারা। এভাবে আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের কঠোরতা ও কোমলতা দুইটি বৈশিষ্ট এক সাথে কাজ করেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায়, তা হচ্ছে-

(১) তাদের এ রকম কঠোরতা ও কোমলতার মিশ্রণ হওয়ায় তাদের কবিতার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।

(২) এছাড়া এ ধরনের মিশ্রণ তাদের সততাকে প্রমাণ করে। কেননা তারা তাদের দুই অবস্থাকেই সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে।

জাহেলী যুগের প্রণয় কবিতার বর্ণনা রীতির বেলায় আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে তারা বাহ্যিক দৃশ্যের উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। তারা যা চোখে দেখতেন, কানে শুনতেন, অনুভূতি লাভ করতেন তা-ই তারা বর্ণনা করতেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতেন না। যেমন- প্রেমিকার সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে ইম্রাউল ক্বায়েস. বলেছেন, حيدها كجيد الريم এবং ترائبها كالسجنجل (আয়নার ন্যায় বক্ষ দেশ) এবং (হরিণীর

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীবাদেশের ন্যায় গ্রীবাদেশ) এবং عيناها كعيني بقرة (বন্য গাভীর চোখের ন্যায় চোখ) কিন্তু এ সবের দ্বারা শ্রোতার আত্মার মধ্যে কি প্রভাব পড়লো এর প্রতি কোন গুরুত্ব নেই।

ইম্রাউল ক্বায়েসে.র একটি কবিতা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কবি বলেন-

الى مثلها يرنو الحليم صبابة +إذا ما اسبكرّت بين درع ومجول

(সে যখন (অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে) অন্যান্য কামিয পরা নারী ও জামা পারা বালিকাদের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমন অপরূপা সুন্দরীর প্রতি অতি ধৈর্য্যশীল বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে।)

এখানে ইম্রাউল ক্বায়েস. সৌন্দর্যকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, ধৈর্যশীল ব্যক্তি ও তার প্রতি না তাকিয়ে পারে না। কিন্তু তার এ কথা এখানেই থেমে যায়, আর অতিক্রম করেনি। তবে শেষ দিকের কিছু সংখ্যক কবি এর উপরও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তাদের মধ্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায়, আর তা হচ্ছে তাদের অধিকাংশ কবি সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের বর্ণনায় সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু তারা চরিত্রগত কোন সৌন্দর্য বর্ণনায় গুরুত্ব প্রদান করেন না। তারা চিত্রগত সৌন্দর্য বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকেন, তবে আত্মার সৌন্দর্যের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেন না। বাহ্যিক সৌন্দর্যকে তারা দীর্ঘ অথবা খাটো করে বর্ণনা করেন। তবে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বিষয়, এর প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করেন না। আবার আমরা যখন নাবিগাহ যুবয়ানীর কাছে অবস্থান করব, তখন দেখব তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়কে আংশিক হলেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

لو أنها عرضت لأشمط راهب + يخشي الإله، صرورة، المتعبد

لرنا لبهجتها وحسن حديثها + ولخالها رشداً وإن لم يرشد

(যদি আমার প্রেমিকা সাদা-কালো চুল বিশিষ্ট পাদ্রীর সামনে উপস্থিত হয়, যে আল্লাহকে ভয় করে এখনও বিবাহ করেনি, ইবাদাত গুজার)

(সে ও তার সৌন্দর্যের কারণে এবং সুন্দর কথায় গলে যেয়ে এক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে, সে তাকে বুদ্ধি সম্পন্না মনে করবে যদিও তার মধ্যে বুদ্ধি না থাকে।)

এখানে কবি তার সুন্দর কথার প্রশংসা করেছেন। এভাবে আ'শা তার প্রেমিকার চারিত্রিক দিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তার মধ্যে শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যই শেষ নয়, বরং তার মধ্যে রয়েছে চরিত্রগত সৌন্দর্য, যার কারণে তার প্রতিবেশী তাকে ভালবাসতে উদগ্রীব হয়। কেননা সে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, দৃষ্টি নীচু রাখে, প্রতিবেশীকে সম্মান করে। (২৪)

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, জাহেলী যুগের প্রণয় কবিতায় বিপরীতমুখী দুইটি দিক নির্ণয় করা যায়, আর তা হচ্ছে, দুইভাবে। একটি কবিতার ক্ষেত্রে, অপরটি কবির ক্ষেত্রে।

কবিতার ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী দুইটি দিক হচ্ছে (১) নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, (২) নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনার সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। প্রথম ভাগে যারা উল্লেখযোগ্য, তারা হলেন ইম্রাউল ক্বায়েস., নাবিগাহ, 'আমর ইবনে কুলসুম, ত্বরফাহ আর ২য় ক্ষেত্রে যারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তারা হচ্ছেন 'আন্তারাহ এবং আ'শা।

কবির ক্ষেত্রে বিপরীতমূখী দুইটি দিক হচ্ছে, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় একদলকে দেখা যায়, আরেক দলকে দেখা যায় না। যাদেরকে আমরা দেখতে পাই, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন- ইম্রাউল ক্বায়েস., নাবিগাহ, ত্বরফাহ, 'আমর ইবনে কুলসুম, আ'শা, এবং 'আন্তারাহ । কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা যুহায়র ইবনে আবী সু.লমাকে, লাবিদকে, হুারিস ইবনে হিল্লিযাহকে দেখতে পাই না। এ বৈপরীত্যের কয়েকটি কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে

১। উপযুক্ততা ও বাড়াবাড়ি : (الاعتدال والاسراف)

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বাড়াবাড়ি দেখতে পাই, অর্থাৎ- উপযুক্ত কথার উপর বৃদ্ধি করা দেখতে পাই। আবার ২য় ক্ষেত্রে কথার উপযুক্ততা দেখতে পাই। যেমন- নাবিগাহ যুবয়ানী আমাদের কাছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, যেন তিনি প্রেমিকার সৌন্দর্য দেখে টিকে থাকতে পারেননি তার প্রতি ঝুকে পড়ে বেশী কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আ'শাকে দেখতে পাই এর বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব আশার মধ্যে আমরা উপযুক্ততা দেখতে পাই এবং নাবিগাহর মধ্যে দীর্ঘ কথা দেখতে পাই।

২। সুক্ষ বর্ণনা ও বাহ্যিক বর্ণনা : (الدّقة والسّطحية)

তাদের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে সুক্ষ বর্ণনা ও বাহ্যিক বর্ণনা। ২য় শ্রেণীভূক্তদের মধ্যে সুক্ষতা দেখা যায়। আর ১ম শ্রেণীভূক্তদের মধ্যে বাহ্যিক বর্ণনা দেখা যায়। আমরা ইম্রাউল ক্বায়েস., নাবিগাহ, 'আমর ইবনে কুলসুমকে বাহ্যিকভাবে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। আবার আ'শা ও 'আন্তারাহকে সুক্ষভাবে উপযুক্ত বর্ণনার কাছে অবস্থান করতে দেখতে পাই।

৩। ব্যক্তিগত বর্ণনা ও সমষ্টিক বর্ণনা : (الفردية والا جتماعية)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রকারের কবিদের মধ্যে আমরা ব্যক্তিগত বর্ণনা দেখতে পাই এবং ২য় প্রকারের কবিদের মধ্যে সামষ্টিক বর্ণনা দেখা যায়। যেমন ইম্রাউল ক্বায়েস তার প্রেমিকা ফাত্বিমাহ এর ক্ষেত্রে এককভাবে বর্ণনা দেখতে পাই। কিন্তু আ'শা এর প্রেমিকা 'হুরাইরাহ' এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই কবি তার সাথে প্রতিবেশীদেরকে একত্রিত করতে দেখতে পাই।

অতএব, প্রথম প্রকারের কবিগণ যেহেতু একক ভাবে বর্ণনা করতে চান তাই তাদের মধ্যে শুধু দৈহিক বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

২য় প্রকারের কবিদের সামষ্টিক বর্ণনার অভ্যাসে থাকায় তারা দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনার সাথে চারিত্রিক বর্ণনাকে একত্রিত করেন।

৪। বাহ্যিক বর্ণনা ও বাহ্যিক বর্ণনার সাথে অভ্যন্তরীণ বর্ণনা :

(جمال المظهر و جمال المخبر)

প্রথম শ্রেণীর কবিগণ দৈহিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। আর ২য় শ্রেণীর কবিগণ দৈহিক সৌন্দর্যের সাথে চারিত্রিক সৌন্দর্যকেও বর্ণনা করেছেন।

৫। পরিপুর্ণ বর্ণনা ও আংশিক বর্ণনা ঃ (الكلّية و الجزئية)

অধিকাংশ কবিতায় আংশিক বর্ণনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পূর্ণ বর্ণনাও করেছেন। আংশিক বর্ণনার ক্ষেত্রে আবার কেউ-কেউ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কেউ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। যেমন ইম্রাউল ক্বায়েস দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং আ'শা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

৬। অনুপ্রেরণা ও অঙ্কন (الإيحاء و الإنطباع) :

প্রথম দিককার বর্ণনাকে বলা হবে অঙ্কনমূলক, যা মানব মনে দাগ কাটে এবং দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাকে বলা হবে অনুপ্রেরণামূলক, যা মানুষকে অনুপ্রেরণা দান করে। অঙ্কনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চিত্র চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু অনুপ্রেরণার মধ্যে এর বিপরীত নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে-সাথে অন্য বিষয় উল্লেখ করে অনুপ্রেরণা দান করা হয়। যেমন- ইম্রাউল ক্বায়েস প্রথম শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং আ'শা ২য় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।(২৫)

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জাহেলী যুগের 'আরবী প্রণয় কবিতা এক আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এর রয়েছে বিশাল শব্দ ভান্ডার, এসব শব্দের রয়েছে সুন্দর অর্থ। তাদের কবিতায় লৌকিকতার আশ্রয় নেই। তারা যা বুঝত তা সহজ ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করে দিত। আবার এ ব্যাখ্যার মধ্যেই তাদের মনের ভাব চিত্রিত হতো। কোন ধরনের অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হতো না। তারা যা বলত, তা পড়ে পাঠকের হৃদয় আপনা-আপনিই নেচে ওঠে কেননা তা সহজেই বুঝে আসে। যেমন প্রণয়ের কবিতায় নারীকে সূর্য, পূর্ণিমার চাঁদ, মুক্তা, পুতুল, তীর, তলোয়ার, মেঘ, গাভী, হরিণী; প্রেয়সীর মুখমন্ডল ও বক্ষকে আয়না, চুলকে দড়ি ও সাপ, চেহারাকে দীনার, সুগন্ধিকে মেশক্ব, থুথুকে মদিরা ও মধু, চোখকে নীল গাভীর সাথে তুলনা দিয়েছেন, যা পড়লেই বুঝে আসে চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতে হয় না। এমনিভাবে তাদের রয়েছে অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গি, তার উপর আবার দেওয়া হয়েছে সুর লহরী, এর উপরে আবার অলঙ্কার, এসব মিলিয়েই জাহিলী প্রণয় কাব্য চীর অমর হয়ে আছে। আজ থেকে শত-শত বছর পূর্বেকার কবিতা এ যুগে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই সবার কাছে সমাদৃত হয়ে আছে এবং থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী :

১। ড. ইউসু.ফ হুস.াইন বাক্কার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

৩। ড. 'আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, মুক্বাদ্দিমাতুন লি-ক্বাছীদাতিল গায.লিল আরাবিয়্যাহ, (লেবানন-দারুল উলূম আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯২) পৃ. ৭-২৭।

৪। হ্বান্না আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

৫। ড. আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত-পৃ. ১৩-৫৮।

৬। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৮।

৮। ড. আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত-পৃ. ৬১-৮০।

৯। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৯।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

১৩। ড. 'আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত-পৃ. ৮২।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১৭। মাওলানা মমতায. উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৯। ড. আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০। ড. 'আব্দুল হ্বামীদ জীরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

২১। ড. শুকরী ফয়ছল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৮।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০-১৮৮।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ-১৯২-২০২

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- আল ক্বোর'আনুল কারীম।
- হ্বাদীস শরীফ।
- অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, সাহিত্য তত্ত্ব (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭)।
- ড. রূহী ব'লাবাক্কী, আল-মাওরিদ,আরবী-ইংরেজী, (লেবানন : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৬)।
- ড. শাওক্বী দ্বায়্যিফ, তারীখুল 'আদাবিল 'আরবী, 'আছরুল জাহিলী (মিশর : দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) খন্ড-১।
- 'আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদূন, মুক্বাদ্দিমাতু ইবনে খালদুন (বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ২১ ১৯৯৬) ৩য় খন্ড।
- ড. ইউসুফ হুসায়ন বাক্কার, ইত্তিজাহাতুল গাযলি ফিল ক্বারনিস সানী আল হিজরী, (দারুল উন্দুলুস, ১৯৮১)।
- আহমদ হ্বাস.ান য.ায়্যাত, তারীখুল 'আদাবিল 'আরবী,তা.বি.।
- হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, তা.বি.।
- ড. 'ওমর ফররুখ, তারীখুল 'আদাবিল 'আবরী, (বৈরুত ঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯২), প্রথম খন্ড।
- আ-'আব লুঈস.মা'লুফ য়াসূয়ী, আল-মুনজিদ, (বৈরূত : আল-মাক্তাবাতুল কসূলিকিয়্যাহ,তা.বি.)।
- ড. হ্বাসান শাযলী ফারহুদ প্রমূখ, আ-আদাব, নুহূছুহূ ওয়া তারীখুহু, হ্বান অজ্ঞাত, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯২।
- মুহ্বীউদ্দীন, দীওয়ানুল হ্বামাস.াহ,বাবুল আদ্বয়াফ ওয়াল মাদাইহ্,(ঢাকা : এমদাদিয় লাইব্রেরী, তাদেব।)।
- জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, (মিশর : মাত্বা'আতু হিলাল, ১৯২৪)।
- মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ আসসব'উল মু'অল্লাক্বাত, সম্পাদক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড); আবূ তাহির মুহম্মদ মুহলেহ উদ্দীন।
- খায়রুদ্দীন আয.-যি,রিকলী, আল আলাম, (বয়রুত, লেবানন : ১৯৯৫) পঞ্চম খন্ড।
- ড. মু'আয:য:াম হুসায়ন, নুখবাতুন মিন কিতাবিল ইখতিয়াররায়ন, (বাংলাদেশ (ভারত) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮)।

Dhaka University Institutional Repository

- মৌলানা মুমতাজ উদ্দীন, হুল্লুল 'উকদাহ মিনাল মু'আল্লাক্বাহ, তাদেব।
- ড. শুকরী ফয়ছল, তাত্বাওয়ারুল গায.লি বায়নাল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম, (বৈরুত, লেবানন : ১৯৮৬)।
- আবূ তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮৬)।
- সায়্যিদ মুরতাদ্বা হুসায়নী, তাজুল 'উরূস (কুয়েত : মত্ববা'য়তু হুকূমাহ, ১৯৭৬)।
- 'আব্দুর রহমান বারকূতী, দিওয়ানে হাস.স.ান ইবনে সাবিত, (মিশর : আল-মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়্যাহ, ১৯২৯)।
- মাওলানা স.ায়্যিদ সু.লায়মান নদভী, আরদুল ক্বোর'আন (করাচী : দারুল ইশা'আত, তাদেব)।
- হযরত মাও. মুফতী শফী (রহঃ), অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, তাফসীরে মা'আরেফুল ক্বোর'আন (সৌদ'আরব : ক্বোর'আন, মুদ্রণ প্রকল্প, খাদিমুল হারামায়ন, বাদশাহ ফাহাদ)।
- মুহীউদ্দীন, দীওয়ানুল হামাস.াহ,বাবুল আদ্বয়াফ ওয়াল মাদাইহু,(ঢাকা : এমদাদিয় লাইব্রেরী, তাদেব।)।
- শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ খতীব আত-তিব্রীয.ী, মিশকাতুল মাছাবীহু, (ভারত : আল- মাত্ববা'আতুল ক্বায়্যূমী, তাদেব)।
- আল-মু'আল্লিম বুত্বরুস. আল-বুসতানী, দাইরাতুল ম'আরিফ (লেবানন : তাদেব।), দশম খণ্ড।
- ড. 'আব্দুল জলীল, 'আরবী কবিতায় ইস.লামী ভাবধারা, (ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ইস.লামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৬।)।
- মাওলানা নিসার 'আলী, মিছবাহুর রাশাদ ফী শরহে বানাত সু'আদ, (দিল্লী : মাত্ববূ'আয়ে 'ইলমী, তাদেব)।
- 'আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (দ.) ও সাহাবীদের মনোভাব, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫)।
- ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, তারীখুল 'আদাবিল 'আরবী, 'আছরুল জাহিলী (মিশর : দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) খন্ড-২।
- ড. 'আব্দুল হামীদ জীরাহ, মুক্বাদ্দিমাতুন লি-ক্বাছীদাতিল গায.লিল আরাবিয়্যাহ, (লেবানন- দারুল উলূম আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯২)।